পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 1 Monday, 1 December, 2025 * ৩১ বর্ষ, ১ সংখ্যা * ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, সোমবার, ১ ডিসেম্বর ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

‘ওর উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৩০ নভেম্বরঃ আর বেশি দিন নেই। তারপরই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নন্দীগ্রামেই কি প্রার্থী হতে চলছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ

নন্দীগ্রামে নাকি লড়বেন অভিষেক, দাবি সুকান্তর

সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তাঁর বক্তব্য, এখান থেকেই ভোটে দাঁড়াবেন অভিষেক। সেই কারণেই পুলিশ অফিসারদের নন্দীগ্রামেই বদলি করা হয়েছে। অপরদিকে, নন্দীগ্রামের বর্তমান বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী আবার বলেছেন, এখানে অভিষেক দাঁড়ালেও তাঁকে কেউ ভোট দেবে না। সাংবাদিকদের সামনে

বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ বলেন, ''আমার কাছে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবার নন্দীগ্রামের বিধানসভায় দাঁড়াবে। সেই জন্য নিজের গোঁ ধরা অফিসারদের ওই জেলাতে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। ওঁর উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ। সেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য উনি নন্দীগ্রামের বিধানসভায় দাঁড়াবেন বলে খবর আছে।'৪ পরে যদিও নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ''আমরা এবার ঠিক করেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই দাঁড়াবেন, সেই খানেই হারাব।'' তবে পাল্টা তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব যে লোকসভার ফলের পর শুভেন্দুকে অপছন্দের তালিকায় ফেলে দিয়েছেন। তাই নন্দীগ্রামের বুকে যখন পঞ্চায়েতেও তৃণমূল জিতেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দুর অধিকারীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ আসন ধরে রাখা। আর ওইখানে অভিষেক-মমতাকে লাগবে না। একজন বুথস্তরের তৃণমূল নেতাও জিতে যাবে।'' এখানে উল্লেখ্য, ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। সেই সময় রেলমন্ত্রীর পদ ছাড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ছমাস পর ভবানীপুরে উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। অপরদিকে, শুভেন্দু অধিকারীও সাংসদ ছিলেন। পরে তিনি সাংসদ পদ ছাড়েন মন্ত্রী হওয়ার জন্য। ফলত, এ অভিষেকের ক্ষেত্রেও তেমনটা হবে কি না সেই নিয়েই জল্পনার পারদ আরও একবার উস্কে দিলেন সুকান্ত।

‘কমিশন ছেলেখেলা করছে’

এসআইআর-এর ৭ দিন সময় বাড়ানো নিয়ে শুরু রাজনৈতিক জলঘোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ সাত দিন বেড়েছে এসআইআর-এর সময়। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া যাবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা। ফর্ম ডিজিটাইজেশনে দেরি হওয়ায় প্রথম থেকেই সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন বিএলও-দের একাংশ। শেষমেশ সেই আবেদনে মান্যতা। বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে, পুরোটাই কমিশনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তোপ দেগেছে তৃণমূল। শাসকদলের বক্তব্য, এসআইআর নিয়ে ছেলেখেলা করছে কমিশন। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ''আমাদের শুধু একটাই দুঃখ, অনেকগুলো প্রাণ চলে গেল। তারপর সময় বাড়ানো হল। আমি রোজই কোনও না কোনও ওয়ার রুমে আসছি, আমাদের ছেলেরা প্রাণ ঢেলে কাজ করছে। এরপর যদি রেফারি নিরপেক্ষ না হয়, যে কোনও বল পায়ে লাগলেই যদি রান আউট হয়ে যায়, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।'' তৃণমূলের বক্তব্য, আসলে তো বিজেপি কমিশনকে একটা টার্গেট ফিক্সড করে দিয়েছে। এক কোটি ২০ লক্ষ! সেই টার্গেট যেহেতু এই সময়ে পূরণ হয়নি, তাই সময় বাড়ানো হচ্ছে। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''এটা কি ছেলেখেলা চলছে? বিজেপির টার্গেট মানে ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া না পর্যন্ত এসব চলবে। আসলে বিজেপির টার্গেট পূরণ হয়নি। কারণ তৃণমূলের বিএলএ-রা জোনার মার্কিং করে বিএলও-দের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করেছে। সমস্ত তথ্য আমাদের অ্যাপেও নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাই কোনও রকমের জাল করতে হলেই ধরা পড়বে।'' কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কেবল তৃণমূল নয়, বামেরাও বিরক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে ফর্ম ডিজিটাইজেশনের

ক্ষেত্রে যে সমস্যা গুলো হচ্ছিল, তাতে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বামেরা। মহম্মদ সেলিম বলেন, ''কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করাবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হল না। বিজ্ঞাপন দিয়ে তো বলতে পারত, কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। বিএলও-দের সত্যিই ওষ্ঠাগত প্রাণ। কারণ প্রতিদিন কাজ পাল্টাচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, এসআইআর-এর ফর্ম যখন ডিজিটাইজ করে অ্যাপে আপলোডের নির্দেশ এসেছিল, তখন থেকেই বিএলও-দের একাংশের তরফ থেকে সময় বাড়ানো নিয়ে আবেদন জানানো হচ্ছিল। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে জেলাশাসকদের তরফেও এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দেন, কোনওভাবেই সময় বাড়ানো হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে সময় এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। যা নিয়েই শুরু হয়েছে জলঘোলা। যদিও বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেছিলেন, ২ বছর সময় লাগে এসআইআর করতে। ২ বছর সময় দেওয়া উচিত। আমরাও দাবি করছিলাম, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এসআইআর করানো হোক।''

শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সর্বদল বৈঠক ১৪টি বিল পেশের প্রস্তুতি সরকার পক্ষের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বরঃ শীতকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক এক দিন আগে রবিবার সংসদ ভবনে ডাকা হয়েছিল সর্বদল বৈঠক। সংক্ষিপ্ত হলেও এই অধিবেশন ঘিরে রাজনৈতিক ল।ইয়ের আঁচ মিলল বৈঠক থেকেই। নানা ইস্যুতে সরকারকে কোণঠাসা

করার প্রস্তুতি জানাল বিরোধী শিবির। আর সরকার জানাল তাদের আইনপ্রণয়নের অগ্রাধিকারের কথা। বৈঠকে বিরোধী দলগুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্বিবেচনা, দিল্লি বিস্ফোরণ, বিদেশনীতি এবং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে। সরকার পক্ষ জানায়, সংক্ষিপ্ত অধিবেশনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিল পেশ করতে চায়। এর পরেই কংগ্রেসের অভিযোগ, সংসদীয় অধিবেশন ইচ্ছাকৃতভাবেই খর্ব করে পার্লামেন্ট অকেজো করার পথে যাচ্ছে কেন্দ্র। সোমবার শুরু হয়ে ১৯ ডিসেম্বর শেষ হবে শীতকালীন অধিবেশন। মোট ১৫টি কার্যদিবস- সাম্প্রতিক কালের তুলনায় অনেক কম। বৈঠকের পর কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর সুর চড়া। বলেন, ''এই শীতকালীন অধিবেশন কার্যত ১৫ দিনের। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ছোট অধিবেশন। সরকার নিজেই যেন সংসদীয় রীতি-নীতি কবর দিতে চাইছে।'' গগৈ আরও বলেন, ''দিল্লি বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তার ব্যর্থতা, ভোটার তালিকা সুরক্ষা, দূষণজনিত স্বাস্থ্য সংকট, অর্থনীতি থেকে শুরু করে বিদেশনীতি- অসংখ্য জটিল ইস্যু আছে। অথচ সরকার আলোচনা চায় না বলেই অধিবেশন ছোট করেছে। এর আগেই কিরেন রিজিজু সকল দলকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''শীতকাল, তাই আশা করি সবাই ঠান্ডা মাথায় কাজ করবেন। বিতর্ক হবে, সেটাই সংসদের কাজ। কিন্তু অযথা উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা আমরা চাই না।'' রবিবার রিজিজু বিভিন্ন দলের ফ্লোর লিডারদের সঙ্গেও আলাদা আলোচনা করেন। দিনের শেষ দিকে ব্যবসা পরামর্শ কমিটির বৈঠকও নির্ধারিত ছিল। ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের পরিকল্পনা। এই অধিবেশনে যেসব বিল সরকার সামনে আনতে চলেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য- ১. অ্যাটমিক এনার্জি বিল, ২০২৫ঃ পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের নীতি ও নিয়মকানুন বদলের পাশাপাশি বেসরকারি অংশীদারিত্বের পথ খুলতে পারে এই বিল। ২. হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বিল, ২০২৫ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসন, স্বচ্ছ স্বীকৃতি ব্যবস্থা এবং মানোন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব। ৩. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিলঃ জন বিশ্বাস (সংশোধন) বিল, ২০২৫, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্সি কোড সংশোধনী বিল, মণিপুর জিএসটি (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, রিপিলিং অ্যান্ড অ্যামেন্ডিং বিল, ন্যাশনাল হাইওয়েজ (সংশোধন) বিল, কর্পোরেট ল'স (সংশোধন) বিল, সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড বিল, ইনসিওরেন্স লজ সংশোধনী, আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন সংশোধনী বিল, সেন্ট্রাল এক্সসাইজ সংশোধনী, হেলথ অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস বিল।

ফলতা বিডিও অফিসে গেলেন স্পেশ্যাল অবজার্ভার

জানালেন, মৃত ভোটারের ‘ডেথ মার্কিং’ করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা, ৩০ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘিরে বিতর্ক বাড়তেই জেলায় জেলায় অবজার্ভার পাঠিয়েছে কমিশন। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে সেই স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত হঠাৎই হাজির হন ফলতা বিডিও অফিসে। সেখানেই খতিয়ে দেখেন মৃত ভোটার নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলি। ফলতার বিডিও শানু বক্সীর কথায়, ''বিরোধীদের তরফে কয়েকটি এপিক নম্বর তুলে ধরে অভিযোগ করা হয়েছিল- মৃত ভোটারকে জীবিত দেখানো হচ্ছে কি না। আমরা সার্চ করে দেখেছি, সংশ্লিষ্ট নামগুলির পোর্টালে ‘ডেথ মার্কিং’ যথাযথভাবেই হয়েছে।'' বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএলও, ইআরও, এসডিও-সহ চারটি রাজনৈতিক দলের বিএলও-রা। সুব্রত গুপ্ত বৈঠক শেষে জানান, ''এসআইআর নিয়ে সবার মতামত শোনা হল। বিশেষ কোনও অসুবিধার কথা কেউ বলেননি। অভিযোগ তো আসবেই। সেগুলো খতিয়ে দেখা হবে। ডেটাবেসের পর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করা হবে। প্রয়োজনে শুনানিও হবে।'' বিডিও-র দাবি, বিএলও-রা সিস্টেম ও সার্ভারের কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন। পর্যবেক্ষকও কাজকর্মের খুঁটিনাটি জানতে চান। তিনি বলেন, ''উনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট।'' সূত্র বলছে, ইসিআই বা সিইও দফতরে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছিল। প্রশাসনের মতে- অভিযোগ আসা স্বাভাবিক, সত্যতা যাচাই করাই মূল দায়িত্ব। এদিকে বিরোধীদের ক্ষোভ ছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন তথা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে নির্বাচন কমিশন। যে কাজে আড়াই বছর সময় লাগে

তা এক মাসে করা হচ্ছে। শেষমেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের ক্ষেত্রেই তা বাড়ান হল। আগে বলা হয়েছিল, ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া হবে। এখন তা বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হল। কমিশনের এদিনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগে প্রকাশিত ২৭ অক্টোবরের এসআইআর সময়সূচি বাতিল করে নতুন ক্যালেন্ডার জারি করা হয়েছে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তীসগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই ১২টি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একইসঙ্গে সংশোধন প্রক্রিয়া চলবে। **নতুন সময়সূচি কী বলছে-** • এনুমারেশন বা তালিকা প্রস্তুতি পর্বঃ ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। • পোলিং স্টেশন পুনর্বিন্যাসও ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। • ড্রাফট রোল বা খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুতি পর্ব চলবে এনুমারেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন তথা ১১ ডিসেম্বরের পরের দিন ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। • ড্রাফট বা খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৬ ডিসেম্বর। • দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়ঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬। • বিজ্ঞপ্তি-পর্ব, শুনানি, যাচাই ও ফর্ম নিষ্পত্তিঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। • তালিকার ‘হেলথ প্যারামিটার’ যাচাই ও চূড়ান্ত অনুমোদনঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে শেষ হবে। • চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। উল্লেখ্য, মৃতদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার চাপ সৃষ্টির অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে জাহাঙ্গির খান। অভিযোগ উঠছে, বিএলও-দের চাপ দিয়ে ভোটার তালিকায় মৃতদের নাম তোলা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে একাধিক বার সরব হতে দেখা গিয়েছে এলাকায় বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববিকে। স্বাভাবিকভাবেই এটা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। তৃণমূল রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''মানুষে মানুষে আসলে কীভাবে বিভেদ তৈরি করতে হয়, সেটাই চান তাঁরা। অশান্তি বাড়ানোর চেষ্টা। শুধু বিএলও-দের ভয় দেখানো হচ্ছে, তাই নয়। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়েছে। এখন বলছে নির্বাচন কমিশনের ওপর হামলা হবে। এক মাস ধরে এসআইআর চলছে, কার ওপরে কোথায় হামলা হয়েছে?''

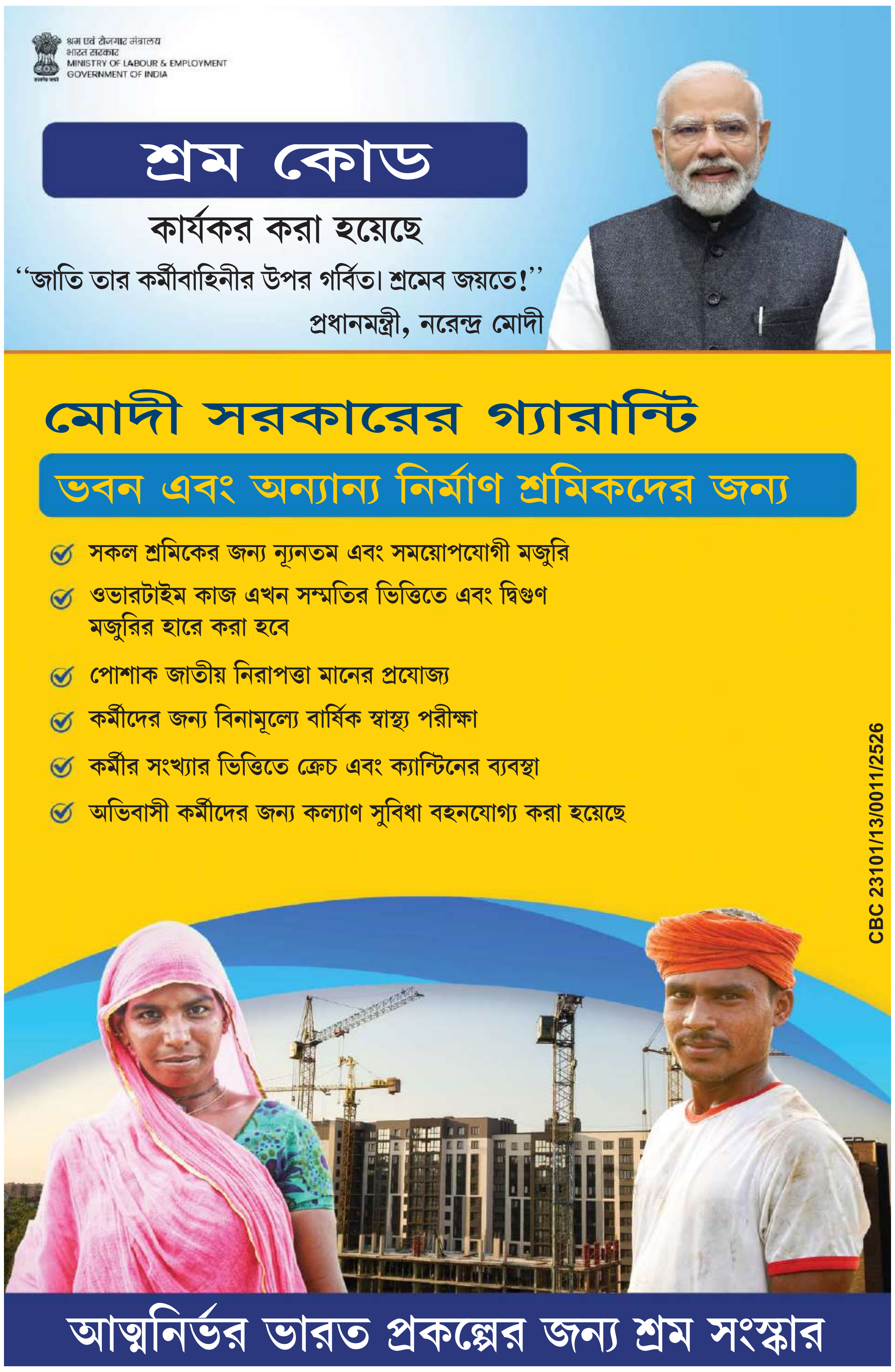

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা

আরও চাপে সোনিয়া-রাহুল, অর্থ তছরুপ নিয়ে নতুন করে এফআইআর দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বরঃ ন্যাশনাল হেরাল্ড মানি লন্ডারিং মামলায় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি সহ আরও ছয় সহযোগী ও ব্যবসায়িক সংস্থার বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, তাঁরা ২,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি থাকা ‘অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড’-কে জালিয়াতি করে নিজেদের নামে করে নিতে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই অধিগ্রহণটি হয়েছিল ‘ইয়ং ইন্ডিয়ান’ সংস্থার মাধ্যমে, যেখানে গান্ধি পরিবারের হাতে ৭৬ শেয়ার ছিল। দিল্লি পুলিশের এই নতুন এফআইআর-টি ৩ অক্টোবর দায়ের করা হয়েছে। এটি মূলত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর হেডকোয়ার্টার্স ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট-এর একটি অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত হয়েছে। ইডি তাদের ন্যাশনাল হেরাল্ড মানি লন্ডারিং মামলায় ২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তদন্তের বিস্তারিত তথ্য পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। ‘প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট’-এর ধারা ৬৬(২) ব্যবহার করে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অন্য কোনও তদন্তকারী

সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য এফআইআর দায়ের করতে বলতে পারে। এই এফআইআর-টি তখন ইডি-এর মূল মানি লন্ডারিং তদন্ত শুরু করার জন্য প্রাথমিক কারণ বা ‘প্রেডিকেট অফেন্স’ হিসেবে গণ্য হয়। ইডি-এর এই চলমান মানি লন্ডারিং তদন্তটি শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের জুনে বিজেপি-র প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী-র একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ এবং পাতিয়ালা হাউসের মহানগর হাকিম আদালতের তার স্বীকৃতি প্রদানের পর। সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি ছাড়াও এই এফআইআর-এ আরও তিনজনের নাম রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা। এছাড়াও, তিনটি সংস্থাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে- এজেএল, ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড। অভিযোগ করা হয়েছে যে কলকাতা-ভিত্তিক শেল কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ডটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড ‘ইয়ং ইন্ডিয়ান’-কে ১ কোটি টাকা দিয়েছিল, যেখান থেকে গান্ধি পরিবার ৫০ লক্ষ টাকা কংগ্রেসকে দিয়ে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি থাকা এজেএল-কে নিজেদের দখলে নেয়। ইডি এই মামলায় গান্ধি পরিবার ও অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৯ এপ্রিল রাউস অ্যাভিনিউয়ের বিশেষ সাংসদ-বিধায়ক আদালতে অভিযোগপত্র দায়ের করেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস এই অভিযোগগুলি বারবার অস্বীকার করে আসছে এবং সরকারের নির্দেশে ইডি ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক’ তদন্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে। দিল্লি পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কংগ্রেস জানিয়েছে যে তারা এই বিষয়ে অবগত নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এজেএল-এর শেয়ারহোল্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ইয়ং ইন্ডিয়ানের নামে কোম্পানি হস্তান্তরের আগে কংগ্রেস তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল কিনা, তা যাচাই করার চেষ্টা করবে পুলিশ।

কলকাতা ম্যারাথনের সূচনা করলেন মিলিন্দ, নগরপালের শুভকামনা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ অভিনেতা-মডেল মিলিন্দ সোমান রবিবার কলকাতা ম্যারাথনের সূচনা করেছেন। অংশগ্রহণকারীরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে কলকাতা ম্যারাথনে যোগ দেন। পতাকা নেড়ে কলকাতা ম্যারাথনের শুভ সূচনা করেন মিলিন্দ। অংশগ্রহণকারীদের শুভকামনা জানিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ কুমার বর্মা। তিনি বলেন, সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা। জেপিজি গ্রুপ এই ম্যারাথনটি আয়োজন করছে। বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে - ২১ কিমি, ১০ কিমি এবং ৫ কিমি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও ইভেন্ট রয়েছে।নগরপাল বলেন, সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য নিজেকে ফিট রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রতিদিন এক ঘণ্টা নিজের শরীরের জন্য সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি রাজ্য এবং দেশের উন্নয়নের জন্য একটি সুস্থ সমাজের প্রয়োজন। এটা ভালো যে এই ধরণের ইভেন্টগুলি আয়োজন করা হচ্ছে এবং এটি এই ধরণের প্রথম ইভেন্ট এবং আশা করি এর পরে আরও ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি, বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করবে এবং ফিটনেসের বার্তা দেবে।

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ভূমিকম্প, তীব্রতা ৩.৭

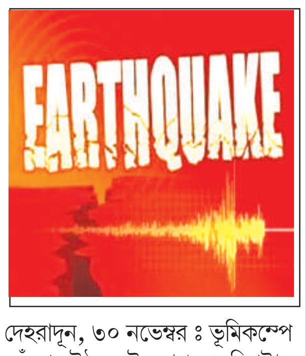

দেহরাদূন, ৩০ নভেম্বর ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ড। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৭। রবিবার উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ভূমিকম্পের খবর নিশ্চিত করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকাও প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি। উল্লেখ্য, গত এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে দু'বার ভূমিকম্প হলো উত্তরাখণ্ডে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রবিবার সকাল ১০টা ২৭ মিনিটে ভূমিকম্প হয় চামোলিতে। তবে কম্পনের মাত্রা খুব বেশি ছিল না। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ কিলোমিটার গভীরে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষতি হয়নি কোনও সম্পত্তিরও। কম্পন মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। এর আগে গত অক্টোবরে ভূমিকম্প হয়েছিল উত্তরকাশীতে। সে বার রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৬।

কন্নড় অভিনেতা এম এস উমেশ প্রয়াত, শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ৩০ নভেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন কন্নড় অভিনেতা এম এস উমেশ। কন্নড় চলচ্চিত্রের প্রবীণ অভিনেতা মাইসুরু শ্রীকান্তায়্য উমেশ, যিনি এম এস উমেশ নামেই পরিচিত, ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। কিদওয়াই হাসপাতালে মারা যান তিনি।প্রাণবন্ত চরিত্রের জন্য বিখ্যাত এই বহুমুখী শিল্পী ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এবং ৪০০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে এক ধারাবাহিক চলচ্চিত্রের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কন্নড় চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, রাজনৈতিক নেতা এবং চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা তাঁদের আন্তরিক সমবেদনা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

যুবসমাজের দৃঢ় সংকল্পই বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ যুবসমাজের দৃঢ় সংকল্পই বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কিছুদিন আগে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভিডিওটি ছিল ইসরো-র অনন্য ড্রোন প্রতিযোগিতার। এই ভিডিওতে, আমাদের দেশের তরুণরা, বিশেষ করে আমাদের জেন-জি, মঙ্গল গ্রহের মতো পরিস্থিতিতে ড্রোন ওড়ানোর চেষ্টা করছিল। ড্রোন উড়ছিল, কিছু সময়ের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করছিল, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। জানেন, কেন হচ্ছিল এমন? কারণ, এখানে যে সব ড্রোন উড়ছিল, তাতে জিপিএস ব্যবস্থা একেবারেই ছিল না। মঙ্গলগ্রহে জিপিএস পাওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য বাইরের কোনো সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় ড্রোনের পক্ষে। নিজের ক্যামেরা এবং নিজস্ব সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে উড়তে হবে ড্রোনকে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুণের একটি দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। তাদের ড্রোন অনেকবার পড়েছিল, বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু তারা হাল ছাড়েনি। অনেক চেষ্টার পর, তাদের ড্রোন অবশেষে মঙ্গল গ্রহের মতো পরিস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য উড়তে সক্ষম হয়েছিল। এই ভিডিওটি আমাকে সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় যেদিন চন্দ্রযান নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে চলে গিয়েছিল। সেদিন, সমগ্র দেশ, বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা, হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিপর্যয় তাদের দমন করতে পারেনি। সেই দিনই, তারা চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের গল্প লেখা শুরু করেছিল। আমাদের যুবসমাজের দৃঢ় সংকল্পই বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি।অন্যদিকে ক্রীড়া জগতেও ভারত দ্রুত অগ্রগতি করছে, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কয়েকদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারত কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে। এই প্রাপ্তি দেশ এবং সমগ্র দেশবাসীর।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এও বলেছেন, ভারত বিমান চলাচল ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। গত সপ্তাহে, মুম্বইতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে আইএনএস মাহেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত সপ্তাহে, স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ বাস্তুতন্ত্র একটি নতুন গতি পেয়েছে। এই সবকিছুই ভারতের নতুন ধারণা, উদ্ভাবন এবং যুবশক্তির প্রতিফলন হয়ে উঠেছে।

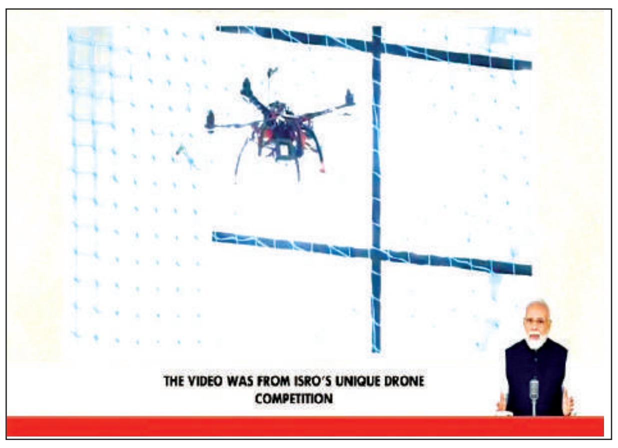

এনআইটি কুরুক্ষেত্রর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন

কুরুক্ষেত্র, ৩০ নভেম্বর ঃ এনআইটি কুরুক্ষেত্রর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। এনআইটি কুরুক্ষেত্রের ২০-তম সমাবর্তনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় রবিবার সি পি রাধাকৃষ্ণন বলেন, জ্ঞানী, তরুণ, প্রগতিশীল এবং প্রযুক্তিবিদ তরুণ স্নাতকদের সমাবর্তনে ভাষণ দেওয়া সর্বদাই একটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। ২০-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এনআইটি কুরুক্ষেত্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার একটি গর্বিত উত্তরাধিকার, একটি প্রাণবন্ত বর্তমান এবং একটি প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ রয়েছে, যা ভারতে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করে চলেছে।সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেন, আমি আনন্দিত যে, এই সমাবর্তন যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। আজ আমাদের সকল শিক্ষার্থী যারা ডিগ্রি বা পদক পাচ্ছেন, তাদের আমি হরিয়ানার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আজ, এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কারিগরি ও প্রকৌশল প্রতিভা লালনের একটি শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর আত্মনির্ভর ভারত এবং একটি উদ্ভাবনী ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির দায়িত্ব তরুণদের কাঁধে। আমি আনন্দিত যে এখান থেকে স্নাতক হওয়া আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন বিশ্বের প্রতিটি কোণে তাদের প্রতিভা এবং দক্ষতা প্রদর্শন করবে। এটি কেবল হরিয়ানা নয়, সমগ্র দেশে আলোকপাত করবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় অযথা চাপ নয়, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিকভাবে কাজ সম্পন্নের পরামর্শ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ একদিকে চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে চাপ, ক্লান্তি, অভিযোগের সুর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ডঃ সুকান্ত মজুমদারের স্পষ্ট বক্তব্য- এসআইআর কোনওভাবেই চাপের প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে না। সহজ ভাবে, স্বচ্ছভাবে, নিয়ম মেনে এই কাজ শেষ করা উচিত। রাজ্যে চলতে থাকা ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যাস ও সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে যখন, তখন তাঁর এই মন্তব্য প্রশাসনিক মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সুর যুক্ত করল।ডঃ মজুমদার এদিন বলেন, যদি এসআইআর-এর মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশনই। আমি মনে করি, কাউকেই কোনও চাপের মুখে পড়ে কাজ করা উচিত নয়। কারণ চাপের পরিবেশে ভুল বাড়ে, অসুবিধা হয়, আর মূল উদ্দেশ্য অধরা থেকে যায়। তাই প্রক্রিয়াটি সহজ ভাবে, নিয়ম মেনে, স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করাই সবচেয়ে জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকরা BLO হিসেবে রাতদিন কাজ করছেন, অভিযোগ উঠছে কর্মচাপের, পাঠদানের ক্ষতির-এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।দেশের সংসদীয় রাজনীতি নিয়েও সুকান্ত মজুমদারের কড়া সমালোচনা রয়েছে বিরোধী দলকে উদ্দেশ করে। শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতে চলেছে-ঠিক এই সময়ে তিনি দাবি করেন, বিরোধী দল বরাবরই সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার চেষ্টা করে থাকে। আমরা সবসময়ই চাই, গঠনমূলক আলোচনা হোক, প্রশ্ন উঠুক, সরকারকে সমালোচনা করা হোক। কিন্তু বিরোধীরা নিজেরাই প্রস্তুত নয় সরকারকে সঠিক প্রশ্ন করার জন্য। বরং তারা আলোচনাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চান। তাঁর কথায় স্পষ্ট, বিজেপির পক্ষ থেকে সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার বার্তা থাকা সত্ত্বেও বিরোধী শিবিরের 'ভূমিকা' বাধা সৃষ্টি করছে। মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আবহে বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, বাবর একজন আক্রমণকারী ছিলেন-এটাই ইতিহাস বলে। তাহলে তাঁর নামে মসজিদ তৈরি করার প্রয়োজন কী? নিজের নামে মসজিদের নামকরণ করুন, অথবা হুমায়ুন কবিরের নামে করুন। বাবরি মসজিদের বদলে হুমায়ুন কবির মসজিদের নাম দিন- এর মধ্যে কে বাধা দিচ্ছে? যত মসজিদ খুশি তৈরি করুন, সেটাই তো আপনাদের অধিকার। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যেহেতু মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রতীক এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, সেখানে তাঁর এই মন্তব্য আগামী দিনে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।সর্বোপরি, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে আলো।ন, তার মধ্যেই সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য এক ধরনের প্রশাসনিক সংযম ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ইঙ্গিত দেয়। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং কোনওভাবেই প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অযথা চাপের মধ্যে পড়ে ভুলের আশঙ্কা বাড়ে। পাশাপাশি সংসদীয় রাজনীতি থেকে মুর্শিদাবাদে ধর্ম-নামকরণ বিতর্ক-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিল নিশ্চিতভাবেই।

দিল্লির বাতাসে দূষণের ছায়া এখনও ঘন, ' খুব খারাপ' থেকে নামলেও পরিস্থিতি রয়ে গেল মন্দ পর্যায়ে

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ জাতীয় রাজধানীর আকাশে প্রতিদিনই যেন নতুন করে জমাট বাঁধছে ধোঁয়া, কুয়াশা আর দমবন্ধ ঘন কণার স্তর। শীতের আগমনী হাওয়া বয়ে আনলেও দিল্লিবাসীর শ্বাসে সেই স্বস্তি নেই। কারণ রাজধানীর বায়ুগুণগতমান এখনও অস্বাস্থ্যকর। পরিবেশ দূষণের করাল ছায়া কাটেনি, যদিও গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে রবিবার সকালে। অনেকদিন ধরেই রাজধানীর বাতাস ' খুব খারাপ' ও ' স্তরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেখানে রবিবার সকালে সূচক নামল ৩০০-এর নিচে। কিন্তু এই উন্নতি কোনও ভাবেই স্বস্তিদায়ক নয় বরং বিশেষজ্ঞদের চোখে এটি এক অস্থায়ী বিরতি, যে কোনও সময় ফের বাড়তে পারে দূষণের প্রকোপ। রাজধানীজুড়ে এখন শীতের দাপট বাড়ছে দ্রুত। রাতভর জমে থাকা ঠান্ডা সকালবেলার বাতাসে আরও ঘনীভূত হচ্ছে ধোঁয়াশার স্তর। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় প্রশাসন যতই সচেষ্ট হোক, আবহাওয়ার প্রভাবে বায়ুগুণগতমান প্রতিদিনই ঝুঁকির দিকেই ঢলে পা।ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-সিপিসিবি-এর রবিবার সকালের রিপোর্ট বলছে, দিল্লির একাধিক এলাকায় বাতাস সেভাবেই ভারী, একই সঙ্গে ক্ষতিকর কণার আধিক্য এখনও প্রবল।রাজধানীর প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততম এলাকা আইটিও-তে রবিবার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ছিল ২৬৯। এটি ' বা ' ক্যাটেগরিতে পড়ে। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ এমন বাতাসে থাকা ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সকালবেলায় অফিসযাত্রীদের চোখে জ্বালা, গলায় খচখচে ভাব এবং কাশি-সবকিছুরই কারণ এই অত্যধিক ধুলো-কণা ও ধোঁয়ার মাত্রা।শহরের অন্যতম চিহ্নিত প্রতীক ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথও এদিন সকালে ঢেকে গেল ধোঁয়াশার চাদরে। পর্যটকদের ভি।রে মধ্যেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে। বাতাস ভারী। এখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়ায় ২২২, যা এখনও ' স্তরের ভিতরেই পড়ে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনকই থেকে যাচ্ছে পরিবেশ।অন্যদিকে আনন্দ বিহারের অবস্থাও তেমন উজ্জ্বল নয়। বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও বিপুল যানবাহনের কারণে এই এলাকা বরাবরই দূষণের দিক থেকে উচ্চস্থানে। রবিবার এখানকার বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৮১, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রার খুব কাছাকাছি। পরিবেশবিদদের মতে, এই এলাকাগুলিতে যানবাহনের অধিক চাপ, শিল্পাঞ্চল ঘেঁষা পরিবেশ এবং শীতের কুয়াশার কারণে দূষণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।এদিকে দিল্লির বিস্তীর্ণ অংশে শীতের ঠান্ডা আরও জাঁকিয়ে বসায় সকালে অনেক জায়গাতেই দেখা গিয়েছে ঘন শীত কুয়াশা। এমন কুয়াশা আসলে শুধুই ঠান্ডার নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে দূষণ-কণা, ধোঁয়া, গ্যাস এবং শিল্পকারখানার নিঃসৃত ক্ষতিকর উপাদানের স্তর। বিজ্ঞানীরা একে বলে ' এই স্মগ দিল্লির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলছে গভীরভাবে। হাঁপানি রোগী, শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য এই পরিবেশ আরও বিপজ্জনক।গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্র্যাপ)-এর বিভিন্ন ধাপ চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, ট্রাক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, স্কুল বন্ধ রাখা- এমনই নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশগত পরিস্থিতির কারণে দূষণ পুরোপুরি কমানো এখনও চ্যালেঞ্জ।বর্ষা-পরবর্তী এই সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় বায়ুকণাগুলি বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে অনেক দীর্ঘ সময়। ফসল পোড়ানোর ধোঁয়া, শিল্প কারখানার নির্গমন, বিপুল যানবাহনের ধোঁয়া-সবকিছু মিলিয়ে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকে দ্রুত। দিল্লি এবং এনসিআর জুড়ে বারবার এভাবেই সমস্যার মুখে পা।ছে সাধারণ মানুষ।গত সপ্তাহে একাধিক দিন ধরে রাজধানীর AQI ' স্তর ছুঁয়েছিল, যার ফলে স্কুল বন্ধের পাশাপাশি বহিরাগতের প্রবেশেও জারি হয়েছিল বিধিনিষেধ। এখন সেই স্তর কিছুটা কমলেও, দূষণের প্রকোপ এখনও ভয়াবহই। বাতাসের মান ২৫০-৩০০-এর মধ্যে থাকলে তা মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে-এ বিষয়ে ডাক্তারদের সতর্কবার্তা রয়েছে। দিল্লির বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সকালে বাইরে বেরোতেই গলায় কাশির চাপ বাড়ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং চোখে জ্বালাপো।ড় করছে। একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মাস্ক পরা ছাড়া বাইরে পা রাখাই দুঃসাহসিক। উন্নতি সামান্য হলেও দূষণের কারণে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা কঠিন, বিশেষ করে যারা প্রতিদিন সকালেই বাইরে কাজ করতে বাধ্য হন।বায়ু দূষণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি দেখালেও সামনের কয়েকদিনে আবহাওয়ার আরও পরিবর্তনের ফলে দূষণের মাত্রা আবার বা।তে পারে। রাতে ঠান্ডা বা।লে বাতাসে আর্দ্রতা জমে থাকে বেশি। ফলে সকালে ঘনীভূত স্মগ আকারে চারদিকে ছড়ায়। বায়ু চলাচল কম থাকলে সেই দূষণ আটকে পড়ে শহরের উপরিভাগে। এর ফলে AQI আরও বা।ার প্রবণতা থাকে।দিল্লি সরকারের তরফে নিয়মিত নজরদারি চলছে। বিভিন্ন এলাকায় এয়ার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন প্রচারও চলছে। বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাইরে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের।বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লিতে এই দূষণের সমস্যা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে রাজধানীর বায়ুর মান অবনতির দিকে ঝুঁকছে। ফসল পোড়ানো থেকে শুরু করে দ্রুত নগরায়ণ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পকারখানার বিস্তার-সবকিছুই এই সংকটকে ভয়ংকর করেছে। শীতের সময়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।রাজধানী এখন যেভাবে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে বাসিন্দাদের। যদিও রবিবারের AQI কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছে, কিন্তু দূষণের আগ্রাসন ফের কখন বাড়বে, তা বলা কঠিন। বায়ু মান ৩০০-এর নিচে নামা সাময়িক স্বস্তি হলেও উদ্বেগ কাটছে না বিশেষজ্ঞদের মনে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর বাতাস কখন ফের ' বা ' অবস্থায় ফিরবে, তা সময়ই বলবে।তার মধ্যেই দিল্লির আকাশে ভাসছে চিরচেনা ধোঁয়াশা, রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অস্বস্তিতে নাক-মুখ ঢেকে হাঁটছেন মানুষজন। শীতের সকালের স্নিগ্ধতা আজ যেন গ্রাস করেছে দূষণের দমবন্ধ আঁধার। রাজধানী আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে-দূষণ এখন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, এটি এক গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

তামিল ভাষা ভারতের গৌরব, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী

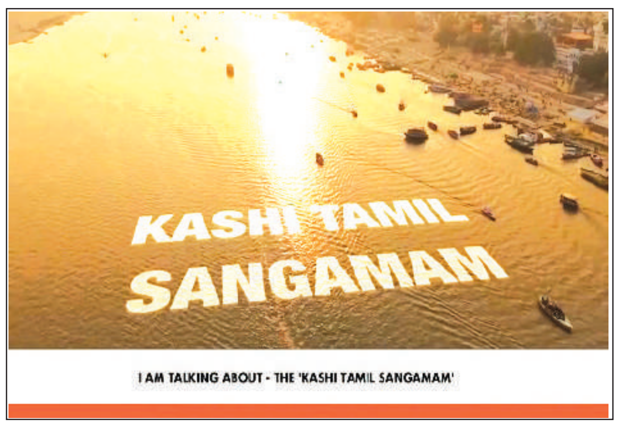

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃতামিল ভাষা ভারতের গৌরব, মন কি বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতের দু'টি প্রাচীনতম শহরের সঙ্গম সর্বদাই বিশেষ। আমি কাশী তামিল সঙ্গমমের কথা বলছি। চতুর্থ কাশী তামিল সঙ্গম ২ ডিসেম্বর থেকে বারাণসীর নমো ঘাটে শুরু হবে। এই বছরের থিমটি খুবই আকর্ষণীয় - 'তামিল করকলম' (তামিল শিখুন)। কাশী তামিল সঙ্গমম তামিল ভাষা ভালোবাসেন এমন সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তামিল সংস্কৃতি মহান। তামিল ভাষা মহান। তামিল ভারতের গৌরব।গীতার মহত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে অংশ নেওয়া আমার জন্য খুবই বিশেষ ছিল। সারা বিশ্বের মানুষ কীভাবে ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তা দেখে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। এই উৎসবে ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া সহ অনেক দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মাসের শুরুতে, প্রথমবারের মতো, সৌদি আরবে একটি পাবলিক প্ল্যাটফর্মে গীতা উপস্থাপন করা হয়েছিল। ইউরোপের লাটভিয়াতেও একটি স্মরণীয় গীতা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

সংসদে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পদ্ধতি আছেঃ কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ সংসদে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পদ্ধতি আছে, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর কিরেন রিজিজু বলেন, কেউ বলেনি যে সংসদ চলবে না বা চলতে দেবে না। কিছু নেতা বলেছেন, তাঁরা এসআইআর নিয়ে সংসদে হট্টগোল তৈরি করতে পারেন। আমি ইতিবাচকভাবে বলছি যে, আমরা বিরোধীদের কথা শুনতে প্রস্তুত। সংসদ সকলের এটি দেশের। সংসদে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার একটি পদ্ধতি আছে। নিয়ম আছে, রীতিনীতি আছে।সর্বদলীয় বৈঠকের পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, বন্দে মাতরম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা বন্দে মাতরম স্লোগান তুলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এটি কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়। ১৫০ বছর হয়ে গেছে। আমাদের যদি এটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তবুও আমি এটি সমস্ত দলের সামনে রাখব।রিজিজু আরও বলেন, বৈঠক খুবই ভালো এবং ফলপ্রসূ ছিল। আমি সকল রাজনৈতিক দলের ফ্লোর লিডারদের ধন্যবাদ জানাই। সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের দলের মতামত উপস্থাপন করেছেন। আজ রাজনৈতিক দলের ফ্লোর লিডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত পরামর্শ আমরা বিবেচনা করব এবং তারপর সেগুলি কার্য উপদেষ্টা কমিটির কাছে উপস্থাপন করব। ৩৬টি রাজনৈতিক দল এবং ৫০ জন নেতা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে আমি আশ্বস্ত করছি, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা এইভাবে বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখব। আমি বিরোধী দলের নেতাদেরও সংসদের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি। গণতন্ত্রে, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে, অচলাবস্থা দেখা দেয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব মতাদর্শ এবং এজেন্ডা নিয়ে কাজ করতে হয়, তাই পার্থক্য থাকবেই। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা যদি সকলেই সংসদকে বিঘ্নিত না করার সিদ্ধান্ত নিই, আমরা যে কোনও বিষয় উত্থাপন করতে চাই, আমাদের তা করা উচিত সংসদে কথা বলার মাধ্যমে। আমাদের কোনওভাবেই সংসদকে ব্যাহত করা উচিত নয়। সংসদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা উচিত।

কামপুর রাজস্ব সার্কলের লুটুমারি রিজার্ভে দ্বিতীয় দিনও চলছে উচ্ছেদ অভিযান

কামপুর (অসম), ৩০ নভেম্বর ঃ নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুর রাজস্ব সার্কলের অধীন লুটুমারি ফরেস্ট রিজার্ভে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানের (রবিবার) দ্বিতীয়দিন। রবিবার সকাল থেকে সংরক্ষিত বনভূমিতে অবৈধভাবে নির্মিত বাড়িগুলিতে বুলডজার চালিয়েছে প্রশাসন।প্রশাসনিক আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, গতকাল শনিবার কান্দাপুর, চামখলা এবং লুটুমারি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। আজও অভিযান চালিয়ে সরকারি ভূমি থেকে বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।আধিকারিকটি জানান, প্রায় ১,৭০০টি পরিবার বহু বছর ধরে রিজার্ভের ৫,৯৬২ বিঘা সরকারি জমি দখল করে রেখেছিল। তারা পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলের মধ্যে বসতি স্থাপন করে। গতকাল (শনিবার) প্রথম দিনের অভিযানে প্রায় ১,২০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বাকিদের আজ দ্বিতীয় দিন উচ্ছেদ করা হচ্ছে।তিনি জানান, বন বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসন একাধিক নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও কতিপয় দখলদার ভূমি না ছাড়ায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত করতে হচ্ছে। তবে নোটিশ পেয়ে বিপুল সংখ্যক বাসিন্দা স্বেচ্ছায় এলাকা খালি করে অন্যত্র চলে গেছেন। অবশিষ্ট বাড়িঘর ভাঙতে আজ আবার বুলডোজার ব্যবহার করা হয়েছে।প্রশাসনিক কর্তা জানান, শান্তি বজায় রাখতে এবং সুচারুরূপে অভিযান নিশ্চিত করতে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।গত শনিবার এবং আজকের উচ্ছেদ অভিযান এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। স্থানীয়রা কোনও ধরনের প্রতিবাদ করেননি।তিনি জানান, অবৈধ দখলদারদের কবজা থেকে মুক্তকৃত ভূমিকে বিভিন্ন উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে।এদিকে দখলকৃত এলাকায় গড়ে তোলা একটি মসজিদেও বুলডজার চলেছে আজ। তবে মসজিদটি ভাঙার আগে শেষ বারের মতো তাতে নামাজ আদায় করেছেন বেশ কয়েকজন বেদখলকারী বাসিন্দা।

দিল্লিতে চলছে এমসিডি উপনির্বাচন, সপরিবারে ভোট দিলেন রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে হয়েছে এমসিডি উপনির্বাচন। রবিবার সপরিবারে ভোট দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। শালিমার বাগের এপি ব্লকের সরকারি বালিকা সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রেখা গুপ্তা বলেন, ১২টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং মানুষ বিজেপি প্রার্থীদের প্রতি প্রচুর ভালোবাসা এবং সমর্থন বর্ষণ করছে। আমি সকলকে নিজেদের অধিকার ব্যবহার করার এবং ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে চাই। ভোটের শতাংশ অবশ্যই ভালো হতে হবে।রেখা গুপ্তা আরও বলেন, দিল্লিতে গণতন্ত্রের উৎসব পালিত হচ্ছে, ১২টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ১২টি ওয়ার্ডের ভোটারদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, তারা যেন তাদের ভোট সঠিকভাবে ব্যবহার করেন, কারণ এই ভোটের মাধ্যমেই তাঁরা দিল্লির জন্য সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির তাদের ভোট ব্যবহার করা উচিত। রবিবার সকাল থেকে দিল্লির ১২টি পৌর কর্পোরেশন (এমসিডি) ওয়ার্ডের উপনির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই নির্বিঘ্নে হয়েছে ভোট। সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন বুথের বাইরে দেখা গিয়েছে লম্বা লাইন।

রাশিফল

মেষঃ আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। তাঁদের পরামর্শ এবং সহায়তায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
বৃষঃ একটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন-
মিথুনঃ আজ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা নিজেদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, আপনার কথাবার্তায় ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, যাতে কোনও কিছুর ভুল ব্যাখ্যা না হয়। আপনার আর্থিক অবস্থাও উন্নতি হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এই দিনটি আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ।
কন্যা ঃ ঘাড়েপিঠে এক নাছোড়বাঃ দা ব্যথায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি সাধারণ দুর্বলতার সাথে হচ্ছে।আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।
তুলাঃআজ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের সৃজনশীলতাকে উসাহিত করার দিন। তাই শিল্প বা শখের জন্য সময় ব্যয় করা উপকারী বলে প্রমাণিত হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য স ভাবে কথা বলতে হবে।
বৃশ্চিকঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে। আপনি তাকে সাহায্য করার ফলে আপনি আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কোন বিদেশী আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপহার আপনাকে খুশি করে হবে
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে। এই সময়টি নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। শুভদিন।
মকরঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে। যথাযথ ভাববিনিময় এবং সহযোগিতা স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক উন্নত করবে।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে এই দিনটি। আপনি কিছু মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন।
মীনঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় হবে না।

আবহাওয়া

তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহ। তার প্রভাব এ রাজ্যের আবহাওয়ায় সরাসরি পড়েনি। তবে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন তাপমাত্রার হেরফের হবে না বঙ্গে। তার পরে ধীরে ধীরে বাড়বে ঠান্ডা। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। কোনও কোনও জেলায় সকালে কুয়াশা থাকতে পারে, পরে পরিষ্কার হবে আকাশ। হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না আগামী কয়েক দিন। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া। আগামী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। সপ্তাহান্তে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে পারদ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৫টা ১১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫২মনিটে হতে পারে।

দুর্গাপুর আড়াতে প্রোমোটারের দাদাগিরি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুর আড়াতে 'রেজাউল' নামক এক প্রোমোটারের দাদাগিরি অভিযোগ একটি বাড়িতে বৈদুতিক কানেকশন নেওয়ার জন্য গোপালপুরে আবেদন করা হলে আবেদনের ভিত্তিতে কানেকশন দিতে এলে বৈদ্যুতিক পোল বসাতে গেলে ওই প্রোমোটার আটকে দেয়। কুড়ি ফুটের রাস্তা থাকা সত্ত্বেও ওই প্রোমোটার রাস্তাটি দখল করে বসে থাকে রাস্তার উপরে বালি, পাথর, ফেলে রাখে। তিনি জানান রাস্তার উপর তার টানতে দেব না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, বালি পাথর ঢুকে, ডাম্পার আটকে যেতে পারে তাই তিনি তার টানতে দেবেনা এবং রাস্তাটি তিনি নাকি কিনে রেখেছেন উপযুক্ত কাগজ দেখাতে চাইলে পাল্টা হুমকি দেয় ওই প্রোমোটার। রাস্তা দখল করে এই ভাবেই চলছে প্রোমোটারের রাজত্ব গোটা ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও দুর্গাপুর কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী বলেন রাস্তা দখল সরকারি কাজে কেউ বাধা দিতে পারেনা এবং রাস্তা কারো পার্সোনালি হয় না। তিনি গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন। এই বিষয়ে আমরাই ওই প্রোমোটারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে, তিনি যোগাযোগ করেনি ফোন করলে ফোন কেটে দেয়।

এসআইআর-এর ঠেলায় বৃদ্ধকে 'বাবা' বানিয়ে পলাতক ছেলে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসআইআর-এর ঠেলায় প্রায় ৭০ বছর বয়সে এসে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মৃদাদপুর গ্রামের বাসিন্দা নূরাল শেখ জানতে পারলেন তিনি এক পুত্র সন্তানের 'বাবা' হয়েছেন! অদ্ভুতভাবে 'সদ্যোজাত' সেই সন্তানের বয়স এখন প্রায় ৪০ বছর। তিন মেয়ে দুই ছেলে বাদ দিয়েও নূরালের যে আরও এক সন্তান ছিল এই কথা এতদিন 'গোপন' রাখার জন্য তাঁর বাড়িতে প্রায় রোজই অশান্তি হচ্ছে! গ্রামের বাসিন্দারা আড়ালে আবডালে বলছেন, ভাগ্যিস এসআইআর-এর আগেই নূরালের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। না হলে বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর এই 'কুকীর্তি'র কথা জানতে পেরে হয়তো সে শোকেই আত্মঘাতী হয়ে যেতেন! তবে যে সন্তানকে নিয়ে নূরালের বাড়িতে এখন অশান্তির মেঘ জমেছে এসআইআর-এর ফর্ম জমার পর থেকে তাকে আর গ্রামে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নূরালের 'সদ্যজাত' সন্তান বাবু শেখ কোথায় রয়েছে তার সন্তান দিতে পারেননি তার স্ত্রীও। বাড়িতে নিজের তিন সন্তানকে নিয়ে গভীর অত্যান্তরে পড়েছেন ওই মহিলা। মৃদাদপুর গ্রামের বাসিন্দা নূরাল শেখের তিন মেয়ে দুই ছেলের মধ্যে প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা অন্য গ্রামে থাকলেও ছেলেরা তাঁর সঙ্গেই থাকেন। রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর সম্প্রতি সূত্রে নূরাল জানতে পারেন ওই গ্রামের এই বাসিন্দা বাবু শেখ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে নিজের বাবা বানিয়ে এস. আই. আর. ফর্ম জমা দিয়েছেন। নূরালের বাড়ির লোকেরা এ খবর জানার পর থেকে তাঁর সঙ্গে অশান্তি করে দিয়ে শুরু করেছেন। সূত্রের খবর নূরালের সম্পত্তির ভাগ আরও এক ছেলেকে দিতে হবে এই কারণেই নূরালের ৫ সন্তানের সঙ্গে তাঁর অশান্তি শুরু হয়েছে। প্রায় ৭০ বছর বয়সী ওই প্রৌঢ় কাউকেই বুঝিয়ে পারছেন না বাবু শেখ নামে তাঁর কোনওদিনই কোনও সন্তান ছিল না, এখনো নেই। রাজ্য জুড়ে এসআইআর 'ভূ মিষ্ঠ 'হওয়ার পর কীভাবে এই সন্তানের জন্ম হলো তা নিয়ে তিনিও গভীর চিন্তার মধ্যে রয়েছেন! নূরাল বলেন, আমাদের গ্রামে বাবু শেখ নামে একটি ছেলে রয়েছে। তার সঙ্গে আমার ও পরিবারের সম্পর্ক নেই। কীভাবে যে আমি তার 'বাবা' হয়ে গেলাম তা বুঝতে পারছি না। তিনি বলেন, এসআইআর শুরু হওয়ার পর আমার নাম ব্যবহার করে ওই ছেলেটি আমাকে বাবা বানিয়ে তার এনডঞ্জ্মারেশন ফর্ম জমা করেছে বলে আমি শুনেছি। আমি বিএলও-কে জানিয়ে দিয়েছি বাবু শেখ আমার সন্তান নন। আমি চাই মিথ্যে তথ্য দেওয়ার জন্য ওই যুবকের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। মৃদাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক তথা ৭৬ নম্বর পার্টের বিএলও সরোজ হালদার বলেন, সাম্প্রতিক ভোটার তালিকায় বাবু শেখের নাম রয়েছে এবং সেই কারণেই তার নামে এসআইআর ফর্ম ইস্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই তার এসআইয়ের ফর্ম আমার কাছে জমা করে দিয়েছেন। ওই বিএলও বলেন, যে নূরাল শেখ এখন অস্বীকার করছেন বাবু শেখ তাঁর সন্তান নয় তাঁকেই ওই ব্যক্তি বাবা বানিয়ে নিজের এসআইআর ফর্ম জমা করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর আমি গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই বিডিও-কে জানিয়েছি। ভবিষ্যতে তাঁরা যে নির্দেশ দেবেন সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। মৃদাদপুরের কিছু গ্রামবাসী নাম না প্রকাশের শর্তে জানেন, বাবু শেখ দীর্ঘদিন ধরেই ওই গ্রামে বসবাস করছেন। প্রকৃতপক্ষে ওই যুবক বাংলাদেশের নাগরিক। দীর্ঘদিন আগে সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে নিজের ভুয়ো ভারতীয় নথি বানিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে সে বছরের বেশিরভাগ সময় ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে।

আধার-ভোটার কার্ড থাকলেও বঞ্চনা কেন? এস. আই. আর. প্রক্রিয়ায় আতঙ্কে বলাগড়ের আদিবাসী সমাজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হুগলির বলাগড় ব্লকের জিরাটের খাসেরচর এলাকায় এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে ৭০-৮০টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে। বহু বছর ধরে কাজের সন্ধানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ানো এই পরিবারগুলির অভিযোগ; আজ তাঁরা স্থায়ীভাবে এখানে থাকলেও তাঁদের নাগরিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকবে কি না, এই আশঙ্কায় কুঁকড়ে রয়েছে গোটা সমাজ। খাসেরচর গ্রামে বহু বছর আগে এসে বসতি গড়েছিলেন আদিবাসী কয়েকটি পরিবার। প্রায় দশ থেকে পনেরো বছর আগে তাঁরা বলাগড় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এরপরই তাঁরা পান আধার কার্ড, ভোটার আইডি-সহ ভারতীয় নাগরিকত্বের যাবতীয় প্রমাণপত্র। কিন্তু প্রশাসনের নথি খতিয়ে দেখা হলে দেখা যায়, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম নেই। কেন নেই? সে প্রশ্নের উত্তর কারও কাছে স্পষ্ট ছিল না। সেই জায়গাতেই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। ফুলমনি, তালা, কাদরা সহ আরও অনেকেই জানান, তাঁদের জীবন দীর্ঘদিন ধরেই ঘরমুখো ছিল না। দৈনিক মজুরির কাজের সন্ধানে তাঁরা উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, বর্ধমানসহ একাধিক জেলায় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের পূর্বপুরুষরাও একই জীবনযাপন করতেন। সেই কারণেই এক জায়গায় বহু বছর স্থায়ী বসবাসের সুযোগ ছিল না। তাঁদের কথায়; 'আমরা তো সারা জীবনই কাজের খোঁজে ঘুরেছি। কখনও ভাবিনি নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে!' এখন সেই অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে। ফুলমনিরা প্রশ্ন করেন, 'আমরা এই দেশের আদিবাসী। জন্ম এই দেশে। তবুও কি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে?' আরও দাবি, 'আমরা অন্যদেশ থেকে আসিনি। কাজের জন্য এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যেতাম মাত্র।' এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে থাকা পরিবারগুলির একটাই আবেদন, 'ভোটার তালিকায় আমাদের নাম যেন থাকে। আমাদের অস্তিত্ব যেন মুছে না যায়।'

এস. আই. আর.-এ বাড়ছে চাপ, বিএলও নিরাপত্তায় কড়া হুঁশিয়ারি কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলার মাঝেই রাজ্যে একের পর এক চাপ, বিক্ষোভ আর নিরাপত্তা-সংকট বাড়তে থাকায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। বিএলও ও নির্বাচনকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে পাঠানো চিঠিতে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে; ক্ষেত্রে নামা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্পূর্ণভাবেই রাজ্য পুলিশের দায়িত্ব। কমিশনের ভাষ্যে, মাঠপর্যায়ে কাজ করা বিএলওদের উপর ভয় দেখ ানো, হুমকি এবং নানা ধরনের চাপের ঘটনা বেড়েছে। ফলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও নির্বাচনকর্মীর কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিকে ফর্ম বিতরণ ও আপলোডে আশাতীত অগ্রগতি হয়েছে। ৭ কোটি ৬৬ লক্ষেরও বেশি ভোটারের মধ্যে ৯৮ শতাংশের বেশি মানুষের হাতে ইতিমধ্যেই ফর্ম পৌঁছে গিয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশ ফর্ম আপলোড হয়ে গিয়েছে; যা কমিশনের মতে ব্যতিক্রমী সাফল্য। তবে এই অগ্রগতির মাঝেও উত্তেজনা কমছে না। তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ বিএলও সংগঠনের তিন দফা বিক্ষোভ, মৃত বিএলওর পরিবারকে নিয়ে সিইও দপ্তরে ধাক্কাধাক্কি, এমনকি সিইওর গাড়ির সামনে শুয়ে পড়া; সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তীব্র হওয়ায় নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশ কমিশনারকেও আলাদা নির্দেশ দিয়েছে, সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ স্তরে বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সিইও অফিসকে আরও সুরক্ষিত ভবনে স্থানান্তরের নির্দেশও এসেছে। বিএলও, ইআরওদের অতিরিক্ত ভাতা না মেটানো নিয়েও কমিশনের অসন্তোষ তীব্র। মুখ্যমন্ত্রী আগেই চিঠি দিয়ে এসআইআর, এর অতিরিক্ত চাপের বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও, কমিশন এবার পাল্টা বার্তায় স্পষ্ট করে দিয়েছে; নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখা রাজ্যের দায়, কোনও অজুহাত চলবে না। এত চাপ ও উত্তেজনার মধ্যেই এসআইআর-এর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চরম কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

বিপুল অঙ্কের টাকা দেওয়া সম্ভব নয়! এবার টোটো চালকদের বিক্ষোভ দমদমে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দমদম ঃ টাটো এবং ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশনের নামে বিপুল অঙ্কের টাকা ধার্য করা হচ্ছে! সেই সঙ্গে চলছে পুলিশি হেনস্তা। এমন অভিযোগ তুলে পথে নামলেন টোটো চালক এবং ই-রিক্সা চালকরা। রবিবার সকালে দমদম ক্যান্টনমেন্ট হেলথ-এর মাঠে টোটো চালক এবং ই রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ চলে। প্রচুর সংখ্যক টোটো এবং ই-রিকশা নিয়ে হাজির হন চালকরা। এককালীন রেজিস্ট্রেশন ছাড়াও বীমা, পলিউশন, রিনিউয়াল, ট্যাক্স ইত্যাদি মিলিয়ে প্রতি বছর টোটো চালকদের একটি বেশ বড় অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে। দরিদ্র টোটো চালকদের পক্ষে তা বহন করা কার্যত অসম্ভব বলেই দাবি। চালকদের বক্তব্য, অর্থ প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই। তাঁরা পরিষ্কার করে বিষয়টি বুঝতে পারছেন না বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন দালাল ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা অভিযোগ করছেন, যে অঙ্কের টাকা তাঁরা দালালদের দিচ্ছেন, সেই অঙ্কের বিল তাঁরা পাচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগ মোটর ভেইকল অফিসের বিরুদ্ধে। চালকদের দাবি, যাত্রী নিয়ে ভিআইপি রোড বা যশোর রোডে উঠলে অনেক সময় পুলিশ তাঁদের হেনস্তা করে। সমস্যার সমাধানের জন্য তারা সরকারের উপর ভরসা রাখতে চান। রাজ্য সরকারের নতুন টোটো রেজিস্ট্রেশন নীতির বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন টোটো চালকরা। গত শুক্রবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিস ঘেরাও করে তীব্র বিক্ষোভ শুরু করেন ই-রিকশা চালক ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ) কর্মীরা। বিডিও অফিস চত্বরে টানা স্লোগানে থমকে যায় প্রশাসনিক কাজ। আর সিটু সেই মিছিলে ওইদিন সামিল হন আই এন টি টি ইউ সি-র সদস্যরাও।

বৈধ ভোটারদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে জয়নগরে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ বাংলা বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিজেপি মিথ্যা ও অপ্রচার এবং এস আই আর দ্বারা বৈধ ভোটারদের অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের লক্ষে জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বকুলতলা থানার নতুনহাট মোড়ে রবিবার বিকালে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল। এদিনের সভার নেতৃত্ব দেন গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ। এছাড়া এদিনের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি হারুন রশীদ মোল্লা সহ আরো অনেকে। এদিন বক্তারা তাদের বক্তব্যে তীব্র ভাষায় বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এদিন শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, এস আই আরের নামে বিজেপি সরকার জনগণের সাথে অত্যাচার করছে। এস ইউ সি, সিপিএম, আই এস এফ কই মানুষের পাশে এসে এখন এস আই এর ফর্ম পূরণে সাহায্য করছে না। অথচ আমরা মানুষের পাশে থেকে দিন রাত জেগে এই এস আই আর ফর্ম পূরণ করে মানুষের পাশে আছি। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। আর এস আর এরের নামে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। দিল্লী স্তব্ধ করে দোবো। এদিনের প্রতিবাদ সভায় বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

রাতের কলকাতায় তরুণীকে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানি! গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতার রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলে দিল প্রগতি ময়দান এলাকায় শুক্রবার রাতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনা। ২৪ বছর বয়সি এক যুবককে গ্রেফতার করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। অভিযোগ; এক তরুণীকে জোর করে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানি করা হয়। গাড়িতে মোট তিনজন অভিযুক্ত ছিলেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়া চেহারার মিল পেতেই একজনকে চিহ্নিত করে পুলিশ গ্রেফতার করে। এখনও পলাতক আরও দু'জন। ঘটনাটি ঘটে ২৮ নভেম্বর, শুক্রবার রাতের দিকে। অভিযোগকারী তরুণী জানিয়েছেন, রাতের শহরে তিনি প্রগতি ময়দান থানা এলাকার কাছে পৌঁছতেই একটি গাড়ি আচমকা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগে জোর করে তাঁকে টেনে তোলা হয় গাড়ির ভিতর। গাড়িতে তখন তিনজন যুবক ছিলেন, এবং তাঁদের আচরণে ভয় পেয়ে যান তরুণী। গাড়ি চলতে শুরু করতেই তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। এমনকি তাঁকে মাদক খাওয়ানোর পর শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। কিছুক্ষণ পর শহরের ময়দান এলাকায় পৌঁছে তাঁকে রাস্তার ধারে ফেলে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় কাঁদতে থাকা তরুণীকে দেখেন ময়দান এলাকায় টহলরত পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে থানায় নিয়ে আসেন এবং দ্রুত হাসপাতালে পাঠান। তরুণীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। প্রগতি ময়দান থানায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাঁর বয়ান রেকর্ড করে শ্লীলতাহানি, অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়। তদন্ত শুরু হতেই শহরের বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। একাধিক ফুটেজে ধরা পড়ে অভিযুক্তদের ব্যবহৃত গাড়ি। গাড়িতে থাকা ২৪ বছর বয়সি এক যুবককে পূর্বেই সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি; ধৃত তরুণীর পরিচিত ছিলেন, যদিও তাঁদের সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকি দু'জন অভিযুক্ত এখনো পলাতক। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের গতিবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার আরও একটি দিক নিয়ে তদন্ত চলছে;তরুণীকে কি কোনো সন্দেহজনক পদার্থ খাওয়ানো হয়েছিল? কারণ ঘটনার পরে তাঁর কিছু স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই জানা গেছে। চিকিৎসকরা কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন, তার রিপোর্ট এলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তরুণীর পরিবার জানায়, তিনি পূর্ব কলকাতার বাসিন্দা এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার পর মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তাঁরা চান দ্রুত অভিযুক্তদের শাস্তি হোক। পুলিশ বলছে, এই ঘটনার প্রতিটি দিক গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, এই ঘটনার ফলে আবারও উঠে আসছে রাতের শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বড় প্রশ্ন; কলকাতা কি সত্যিই নিরাপদ?

সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চলতি খরিফ মরসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হওয়ার পরে ৩০ দিনে রাজ্য সরকার আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৩৯ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। ধান বিক্রি করতে চেয়ে এখনো পর্যন্ত নথিভুক্ত ২৪ লক্ষ ৬৩ হাজারের বেশি কৃষকের মধ্যে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮৭ জন কৃষক এই পরিমাণ ধান বিক্রি করেছেন বলে খাদ্য দপ্তর বিবৃতিতে জানিয়েছে। গত পয়লা নভেম্বর থেকে ধান কেনা শুরুর সময় চলতি মাসে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এই মরসুমে মোট ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তার জন্য রাজ্যজুড়ে তিন হাজার ১১৮টি ধান ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কাঁঠাল বাগান থেকে উদ্ধার ৬০-৭০টি সকেট বোমা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গতকাল রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ডোমকল থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করে। একটি কাঁঠাল বাগানে মাটির নিচে তিনটি জারে রাখা ছিল বোমাগুলি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানাযায়, শনিবার রাতে ডোমকল থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডোমকলের রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুপিলা বিশ্বাসপাড়া এলাকায় ডোমকল থানার আইসি পার্থ সারথি মজুমদারের নেতৃত্ব পুলিশের একটি টিম অভিযান চালায়। একটি কাঁঠাল বাগানের তল্লাশি চালাতেই মাটির নিচে পুঁতে রাখা তিনটি প্লাস্টিকের জার উদ্ধার হয়। সেই প্লাস্টিকের জার থেকে প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি তাজা সকেট বোমা রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। বিপুল সংখ্যক বোমা উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে পুলিশ। বোমা গুলো নিস্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াড টিমকে। বোমা গুলি কে বা কারা মজুত করেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে ডোমকল থানার পুলিশ।

ফের ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ট্রেনের ধাক্কায় ফের হাতির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ধুপগুড়ি ব্লকের খলাইগ্রাম এলাকাতে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোর চারটে নাগাদ। খলাইগ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন নাওয়াপাড়া ৭৩/৭ নম্বর পিলারের ঘটনাটি ঘটে। যেমনটা রেল সূত্রের খবর একটি ডাউন লাইনের মালগাড়ির ধাক্কায় দুটি হাতি আহত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত দুইদিন থেকে এই এলাকাতেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল প্রায় চারটি হাতির একটি দল। আচমকা এদিন সকালে হাতির দলটি রেল লাইন পেরোনোর সময় হঠাৎই ডাউন লাইনে ওই মাল গাড়ির ধাক্কায় লাইন থেকে ছিটকে পড়ে দুটি হাতি। দলে থাকা হাতি দুটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও লাইনের পাশে থাকা আহত হাতি প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পাশেই পড়ে রয়েছে। এবং অপর একটি হাতি গুরুতর অবস্থা অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ধুপগুড়ি থানার পুলিশ সহ রেলের আধিকারিকরা। সেইসঙ্গে বন দপ্তরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হাতি দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, হুগলি ঃ বন্দনা মাইতির চাঁপাডাঙা এলাকায় বাড়ি। স্বামীর সঙ্গে বাইকে পুরশুড়ায় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন। স্বামীর বাইকের পিছনেই বসেছিলেন বন্দনা। পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বন্দনা মাইতির। স্বামীর বাইকে চেপে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন তিনি। পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় তাঁর। তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। পুরশুড়া থেকে ওই লরি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ, আরামবাগের দিক থেকে আসা লরি পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে বাইকে। রাস্তার উপরে পড়ে যান বন্দনা, স্বামী পড়েন রাস্তার বাঁ দিকে। বন্দনার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁদের উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা বন্দনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলেন, 'ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সময়ে এই ঘটনা ঘটে। পিছন থেকে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় বন্দনার। তাঁর উপর দিয়েই লরিটি চলে যায়।' অন্য দিকে এ দিন ভোরে সিঙ্গুরে রতনপুর ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তমলুকের সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের নেতা সুদীপ্ত ভক্তের।

দক্ষিণ ভারতের উপকূলজুড়ে সকাল থেকে প্রকৃতির তাণ্ডব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া' স্থির গতিতে এগিয়ে চলেছে তামিলনাড়ু, পুদুচেরির উপকূলের দিকে। এর প্রভাবে শুক্রবার রাত থেকেই চেন্নাই, পুদুচেরি, নাগপট্টিনম সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দফায় দফায় ভারী বর্ষণ। বৃষ্টির ধাক্কায় বিমান, ট্রেন, সড়ক; সব ক্ষেত্রেই ব্যাঘাত, জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন বলছে, ঘূর্ণিঝড়টি এখনও নাগপট্টিনম জেলার ভেদারনিয়ম উপকূলের কাছে অবস্থান করছে। শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালিয়ে দুর্বল হলেও প্রবল বৃষ্টির দাপটে বিস্তীর্ণ উপকূল অঞ্চল জলমগ্ন। রামনাথপুরম ও নাগপট্টিনম জেলার বহু এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন। এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর একাধিক দল প্রস্তুত। কয়েকটি উপকূল জেলা লাল সতর্কতায়। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা 'দিতওয়া' উত্তরদিকে অগ্রসর হলেও উপকূলের সমান্তরাল রেখেই চলবে। রবিবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি উপকূল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে আসতে পারে। সন্ধ্যার দিকে দূরত্ব কমে ২৫ কিলোমিটারেরও কম হওয়ার আশঙ্কা। সমুদ্র অশান্ত। মান্ডপাম উপকূলে ঢেউয়ের তোড়ে ভেঙেছে কয়েকটি যান্ত্রিক নৌকা। ভেদারনিয়মে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন নোনাজল চাষের খেত; প্রায় ৯,০০০ একর লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত।

চন্দ্রকোনার কৃষ্ণপুরে রাস্তায় ধানের বস্তা ফেলে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রয় করতে এসে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কৃষকরা! অভিযোগ কুইন্টাল প্রতি ৮ থেকে ১০ কেজি করে বলন হিসাবে ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ব্লকের কৃষ্ণপুর দুবরাজগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে। ক্ষুব্ধ চাষীরা গড়বেতা শ্রীনগর রাজ্য সড়কের কৃষ্ণপুর রাস্তায় ধানের বস্তা ফেলে বিক্ষোভ দেখায়। কৃষকদের বক্তব্য তাদের ধান শুকনো থাকলেও ময়েশ্চার আছে বলে বেআইনিভাবে কুইন্টাল প্রতি ৮ থেকে ১০ কেজি ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। চাষীদের সুবিধার জন্য সরকার ন্যায্য মূল্যে ধান কিনছে অথচ কৃষকদের ঠকাচ্ছে সমবায় সমিতি। কৃষকদের কাছে ধান না নিয়ে অসাধু ফোড়েরা গোলা থেকে ধান কিনে কোটা পূরণ করছে। আমরা তারই প্রতিবাদে এই অবরোধ করেছি। কৃষকদের রাস্তা অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ গিয়ে চাষীদের আশ্বাস দেন বিষয়টি দেখবেন। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেন। তবে সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধানের ক্রয় কেন্দ্রের যে সমস্ত মিল মালিকেরা বেশি বলন বাদ দিয়ে কেনো ধান কিনছে সে বিষয়ে উঠছে প্রশ্ন? বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে কোন সুরাহ না হওয়ায় অবশেষ কৃষকরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হোন।

নন্দীগ্রাম বিধানসভায় একই ব্যক্তির দুটি বুথে নাম

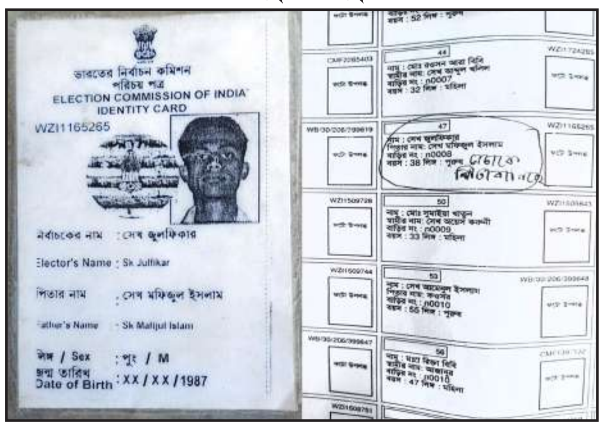

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খোদ বিরোধী দলনেতার নিজের বিধানসভায় ডবল এন্ট্রি, নন্দীগ্রাম বিধানসভায় একই ব্যক্তির দুটি বুথে নাম! এক বুথে নিঃসন্তান কাকাকে বাবা বলে পরিচয় দিয়ে ভোটার কার্ড, অন্য বুথে শশুরকে বাবা বলে পরিচয় দিয়ে ভোটার কার্ডে নাম!! ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। নন্দীগ্রাম বিধানসভার দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৩ নম্বর বুথ ৪৭নং সিরিয়ালে নয়নানের বাসিন্দা শেখ জুলফিকার! বাবার নাম শেখ মতিজুল ইসলাম, কিন্তু নিঃসন্তান কাকা শেখ মফিজুল ইসলামের নাম বাবার নামে জায়গায় আছে। আবার কেন্দ্যামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৬ নং বুথের গোপীমোহনপুরে ৮৫৪ নম্বর সিরিয়ালের ওই একই ব্যক্তির শ্বশুরের নাম শেখ এনামুল হাসান! তাকে বাবার পরিচয় দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম আছে। এই নিয়ে সরব হয়েছে ১৯৩ বুথের বিজেপির বি এল এ টু আব্বাস বেগ, তিনি বিডিওর কাছে অভিযোগ করেন লিখিতভাবে। আব্বাস বেগের অভিযোগ বি এল ও এই বিষয়ে বারবার জানিয়েছেন কিন্তু তিনি কর্নপাত করেনি, এস আই আর ফর্ম দু জায়গায় নাম থাকা ওই ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি নয়নান বুথে অনলাইন সাবমিট করা হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত শেখ জুলফিকার বলেন নির্বাচন কমিশনের গন্ডগোলের জন্যই তার বাবার জায়গায় তার শ্বশুরের নাম উঠেছে।নয়নানে নাম আছে জানতামনা। আমি থাকি এখন গোপীমোহনপুরে। বিডিও ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বিডিও-কে বলে আমি রিসিভ কপি করিয়ে এনেছি। তবে মূল অভিযোগ করেছেন অভিযুক্তর কাকু। এবার দেখার বিষয় প্রশাসনিক কর্তারা এই বিষয়ে কি হস্তক্ষেপ করেন।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, বহরমপুরঃ চিকিৎসায় গাফিলতি জেরে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রোগীর মৃত্যুর পর পরিজনরা হাসপাতালে ওয়ার্ডে ব্যাপক ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনার খবর পেয়ে বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত থাকা অভিযোগে ৪ জন গ্রেপ্তার হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেলডাঙা থানার বাসিন্দা নার্গিস বানু খাতুন (৫৫) নামে এক মহিলাকে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ডাক্তাররা তাঁকে সময়মতো পরিষেবা দিলেও রাত ১১টা নাগাদ তঁর মৃত্যু হয়। ওই মহিলার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ওয়ার্ডে গিয়ে ভাঙচুর শুরু করেন তাঁর আত্মীয়রা। মৃত মহিলার এক আত্মীয়ের অভিযোগ, নার্গিসকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর কোনও ডাক্তার বা নার্স দেখেননি। দীর্ঘক্ষন নার্গিসকে হাসপাতালের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পরও স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতিতে এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় নার্গিসের মৃত্যু হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নার্গিসের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকেরা মারমূখী হয়ে ওয়ার্ডে ভাঙচুর শুরু করলে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্সরা ওয়ার্ড ছেড়ে পালিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বহরমপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এরপর সেখানে ছুটে আসে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বহরমপুর থানার অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী আসার আগেই মৃত ওই মহিলার আত্মীয়রা ওয়ার্ডের কাঁচের দরজা ছাড়াও চেয়ার, টেবিলে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। পাশাপাশি ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয় বেশ কিছু দামি ওষুধ। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানান,হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মহম্মদ মাসুম কবির , রোহন করিম , মাসুদ করিম এবং জিয়াউর রহমান নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের সকলের বাড়ি বেলডাঙা থানা এলাকায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১, সংখ্যা, সোমবার ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

কবি রাধারাণী দেবী

রাধারাণী দেবী (৩০ নভেম্বর ১৯০৩ ; ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯) বিশ শতকের অন্যতম বাঙালি কবি। ভাষার মাধুর্যে ভাবের স্নিগ্ধতায় আর ছন্দের সাবলীল দক্ষতায় 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহিলা কবি। রাধারাণী দেবীর জন্ম বৃটিশ ভারতের কলকাতায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর। পিতা আশুতোষ ঘোষ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও ছিলেন শিক্ষানুরাগী, সাহিত্যপ্রিয় ও গভীর রবীন্দ্রভক্ত। তার ও নারায়ণী দেবীর দশম সন্তান ছিলেন রাধারাণী। তার শৈশব কাটে পিতার কর্মক্ষেত্র কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। তিনি ছবিরউন্নিসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর স্বশিক্ষায় সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পরিবারে শিক্ষার পরিবেশে তিনি শৈশব আনন্দেই কাটিয়েছেন। বাড়িতে প্রত্যেক সদস্যদের জন্য আসত 'প্রবাসী', 'শিশু', 'মৌচাক' , 'সন্দেশ', 'সোপান', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি নানান পত্র পত্রিকা। তার সেজদার হাতে-লেখা ভাইবোনদের পত্রিকা 'সুপথ'-এ দশ বছর বয়সে লেখা দেন তিনি। তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায়। কিন্তু মাত্র তের বৎসর বয়সেই তার বিবাহ হয়ে যায় ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে। কয়েক মাসের মধ্যেই আচমকা 'এশিয়াটিক ফ্লু' তে স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি স্বেচ্ছায় কঠিন বৈধব্য পালন করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কবিতা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলেন রাধারাণী দত্ত নামে 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা','কল্লোল', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম গল্প 'বিমাতা' প্রকাশিত হয় 'মাসিক বসুমতী'তে। প্রথম প্রবন্ধ 'পুরুষ' প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'-এ। এর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'লীলাকমল'। এরপর 'সিঁথিমোর' ও 'বনবিহগী' কাব্যগ্রন্থ। 'বনবিহগী' র চিত্রাঙ্কন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু আর প্রুফ সংশোধন করেছিলেন রাজশেখর বসু। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তার ও নরেন্দ্র দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় বাংলা কাব্য সংকলন 'কাব্যদীপালি' প্রকাশিত হয়। একবার এক সান্ধ্য আড্ডায় রাধারাণীর রচনার পরিপেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেন - '...আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের লেখায় তার স্বকীয়তার ছাপ ফুটে উঠলো না।' এই অভিযোগের প্রতিবাদে তিনি 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাতে শুরু করেন রচনা। তার কবিতার মধ্যে অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গ জগত আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ্বস্ততার সাথে। যেমন মাধুর্য ও কৌতুক, তেমনই প্রতিবাদ আর বিদ্রোহে সাহিত্যজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যা কিনা সেসময় যেকোনো মহিলা কবির কলমে প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৯৩০-৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার প্রকাশিত ভালোবাসার কাব্যগ্রন্থ গুলি হল -'বুকের বীণা' (১৯৩০) 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫) ও 'বিচিত্ররূপিনী'। তবে যখনই তিনি বুঝেছেন সাহিত্য অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে এবং তার এ লেখা নতুনকালের জন্য নয় - সেই মুহূর্তে তিনি 'অপরাজিতা' র কলম থামিয়ে দিয়েছেন। অপরাজিতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে পদ্যে চিঠি দিতেন, উত্তরও পেতেন পদ্যে। 'প্রহসিনী' গ্রন্থে সেসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপুর' হল তার এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মে নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে বিবাহ হয়। তৎকালীন নাগরিক-বুদ্ধিজীবী সমাজে দেবদম্পতির বিশেষ সমাদর ছিল। তাঁদের কন্যা হলেন সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন। তাঁদের কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি 'ভালো-বাসা'-য় নানা মনীষীর সমাগম ঘটেছে একসময়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাধারাণীর খুবই ঘনিষ্ঠ 'বড়দা' সম্পর্ক ছিল। তাঁদের 'ভালো-বাসা'য় তিনি প্রায় নিত্য আসতেন। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' তিনিই সমাপ্ত করেন। ভালো বক্তাও ছিলেন তিনি।

শিল্পী ইন্দুবালা দেবী

ইন্দুবালা দেবী বাংলার খ্যাতনামা গায়িকা-অভিনেত্রী এবং নজরুলগীতির প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। ইন্দুবালার জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে বৃটিশ ভারতের অমৃতসরে। পিতা মতিলাল ছিলেন কবি মনমোহন বসুর দ্বিতীয় পুত্র। ইন্দুবালার মা রাজাবালা ট্রাপেজি হিসাবে কাজ করতেন পিতার 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে'। তবে ইন্দুবালার জন্মের পর তার মা সার্কাসের কাজ ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং আশ্রয় পান জীবনকৃষ্ণ ঘোষের কাছে এবং সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। মায়ের কাছে ইন্দুবালা গান শেখার পর প্রথমে সঙ্গীত চর্চা শুরু করেন গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে। এ ছাড়াও তালিম নেন কালীপ্রসাদ মিশ্র, ইলাহি বক্স এবং কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী গওহর জানের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি যাঁদের সান্নিধ্য পান তারা হলেন গিরীন চক্রবর্তী, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, জামিরুদ্দিন খান এবং কাজী নজরুল ইসলাম। পরবর্তীকালে ইন্দুবালা হয়ে ওঠেন নজরুলগীতির প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। আঠারো বছর বয়সে তার প্রথম গানের রেকর্ড - 'ওরে মাঝি তরী হেথায়' এবং 'তুমি এস হে, এস হে'। শোভাবাজার রাজবাড়ি, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ি, হরেন শীল ও খেলাত ঘোষের বাড়ির তিনি নিয়মিত গায়িকা ছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (পরবর্তীতে অল ইন্ডিয়া রেডিও বা আকাশবাণী) যখন সম্প্রচার শুরু করে, দ্বিতীয় দিনের শিল্পী ছিলেন ইন্দুবালা। পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি ছিলেন বেতারের নিয়মিত শিল্পী। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মহীশূর রাজদরবারের সভা-গায়িকা হিসাবেও কাজ করেছেন। প্রায় পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বাংলার ঘরে ঘরে বাজত ইন্দুবালার গান-'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' 'আজ বাদল ঝরে' 'বউ কথা কও' 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর' 'মোহে পনঘট পর নন্দলাল' সঙ্গীতের পাশাপাশি নাটক ও সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন 'প্রফুল্ল' নাটকে। স্টার থিয়েটারে 'নসীরাম' নাটক করেন

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

রামকৃষ্ণ দর্শন

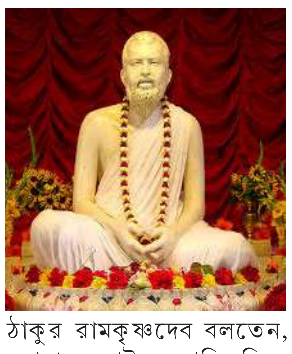

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তবে শক্তি পাবে।

বিশ্বকবি যেভাবে বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত ব্যাখ্যা দেনন তাতে মানুষ বিদ্যাসাগরের প্রকাশ

রবীন্দ্রকুমার শীল

সামালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি রবীন্দ্রনাথ। নাট্যকার ডিএল রায় তাঁকে ব্যঙ্গ করে বহু কবিতা লিখেছিলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিশাল সংখ্যক সমালোচক ছিল। স্বয়ং সজনীকান্ত দাস বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 'আমি ব্যঙ, ডাকি গ্যাঙর গ্যাঙ'। বিদ্যাসাগরে যখন সমাজ সংস্কারে কাজে মত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের পক্ষে এবং বিপক্ষে ছড়া ও কবিতা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বারবার তাঁর নারী উন্নয়নের কাজে বাধা পেতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে এত বাধা পেয়েছিলেন যা রাজা রামমোহন রায়ও (১৭৭২-১৮৩৩) পাননি। রামমোহন রায়কে বাধা দেওযার ক্ষেত্রে সমাজ একটু ভয় পেয়েছিল।

তাঁকেও ব্যঙ্গ করে রাস্তায় কীর্তন বের করতো রক্ষণশীলপন্থীরা। এদের মধ্যে নবকৃষ্ণদেব পরিবারের সদস্যরাও জড়িত ছিলেন। এই সময়ে সময়ে বহু বই তাঁকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এখন চর্চা থেমে যায়নি। এখনও চলছে। বিদ্যাসাগরের বহু মুখী প্রতিভা এবং তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে পণ্ডিত মহলের কৌতুহলে সীমা নেই। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান কম নয়। পাশাপাশি তিনি একরোখা সমাজ সংস্কারক ছিলেন। একদিকে নারী শিক্ষার অগ্রগতি এবং পাশপাশি তাদেরকে অন্ধ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার পথটা খুলে দিতে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। নারী জাতিতে সমাজের বিশিষ্ট স্থান দেওয়াই ছিল বিদ্যাসাগরের মূখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্য তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়েই রাস্তায় নেমে ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে সেখান থেকে বিভিন্ন আইনী সূত্র ধরে দেখিয়েছেন য়ে বিধবা বিবাহ হিন্দু ধর্ম বিরোধী নয়। হিন্দু ধর্মেই বিধবা বিবাহের বিধান দেওয়া আছে। আবার তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে সরব হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন সমাজের মধ্যে নারীদের জাগরিত করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন কিন্তু বেশ কিছু প্রভাবশালী রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসা রটাতে শুরু করে করেন। সেই সব কুৎসাগুলো আবার বহু কবিতা বা ছড়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত।

তার কারণ রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো পরিবারের প্রধান কর্তা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তার প্রতিবাদে রয়েছেন রাসমণি। তখন রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন রানি রাসমনির স্বামী বাবু রামচন্দ্র দাস। একদিকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অন্য দিকে বাবু রামচন্দ্র দাস (পরোক্ষভাবে রানি রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১) স্বামীকে সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন) রাজার রামমোহন রায়কে সমর্থন করার ফলে সমাজ তখন আর রামমোহনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তার ওপরে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন দিল্লির সম্রাটের পৃষ্টপোষক। আসলে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের পিছনে শক্তিশালী খুঁটি ছিল বলেই তখন সমাজের প্রভাবশালী রক্ষণশীলেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেনি। যদিও সমাজ অতি সহজেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে রামমোহন রায়কে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেখানে তিনি গিয়ে উপস্থিত না হলে সম্ভবত সেই সময়ে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা সহজ হতো না। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সমাজ বিদ্রোহ। বিদ্যাসাগর যখন সমাজ এবং শিক্ষা সংস্কার করতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন তখন সেই রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী প্রস্তুত। সেই সব বিরোধী গোষ্ঠীর কবিরা নানা ছড়া কবিতা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে রহিত করে দেওয়ার জন্য। সেই সময়ে বাংলার কবি মহল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ভাগ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে কবিতা রচনা করতে থাকে আর একটি দল বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে। উনিশতকে বাংলার নবজাগরণটা শুরু হয়েছিল নারী মুক্তিকে সমানে রেখে। নারীদের মুক্তি দিতে না পারলে বাংলার নবজাগরণ বৃথায় পরিণত হবে সেটা অনুভব করতে পারেন প্রথমে রাজা রামমোহন রায়। তারপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই দুই মহাপুরুষ বাংলার নবজাগরণের সময়ে নারী মুক্তি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করতে শুরু করে। বিদ্যাসাগর তখন সাধারণ কিছু জনগণের সমর্থন পান তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে। ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সহজে সমর্থন করেনি। তার জন্য বহু কাঠখড় পেড়াতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে সব কবিতা বা ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমাজের কি ধারনা ছিল তার পরিস্কার চিত্রটি প্রকাশ পায়। । 'কবিতার বিদ্যাসাগর' এই শব্দ বন্ধটির মাধ্যমে কি আমরা এই কথা বলতে চাইছি যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং কবিতার বিদ্যাসাগর ভিন্ন মানুষ? আলাদা আলোচনার বিষয়বস্তু? অধ্যাপক অনল পাল তার সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর বিদ্যাসাগর কবিতার সংকলনের মধ্যে দিয়ে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন কবিতার বিদ্যাসাগর আর রক্তমাংসের বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। কবিতার বিদ্যাসাগরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সংস্কারমুখী আন্দোলনের তীব্র ছটার প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের বিপক্ষের কবিরাও পর্যন্ত সেটা অস্বীকার করতে পারেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে ভক্তির বেদী থেকে মানুষ বিদ্যাসাগর রূপে দেখতে বেশি পচ্ছন্দ করেছেন। তার ফলে তাঁর রচিত বিদ্যাসাগর লেখাগুলিতে আমার দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগরের রক্ত চালাল। হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি। রক্ত মাংশে গড়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রকাশ। চৈতন্যদেবের জীবনী রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ রূপকে দেখতে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁদের রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ রূপী চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরুগু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর চরিত্র রচনা করতে গিয়ে তিনি ভক্তিবাদী বিদ্যাসাগরকে উপস্থিত করলেন না। তিনি সেখানে নশ্বর বিদ্যাসাগরকে উপস্থিত করে তাঁর সংস্কার মূলক চিন্তাধারার বিচার বিশ্লেষণ করলেন। বিদ্যাসাগরের মনের গভীরে প্রবেশ করে কবিগুরু তাঁর চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিলেন যা সেই সময়ে বহু রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারদের মনে আঘাত দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কবিতা সংকলনের প্রথম কবিতাটি হচ্ছে দাশরথী রায়ের লেখা একটি কবিতা দিয়ে। দাশরথী রায় 'বিধবা-বিবাহ' কবিতা রচনা করেছেন বিদ্যাসাগরের আমলেই। তখন বিদ্যাসাগর জীবিত। তখন বিদ্যাসাগর কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিধবা-বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগে।

গোটা হিন্দু সমাজে তখন গেল গেল রব। দাশরথী রায় লিখছেন 'বিধবা বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন। বিধবার-বিবাহ কথা, কলির প্রধান কলিকাতার, -নগরে উঠিছে এই রব। কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখছি বলবান, হবার কথা হয়ে উঠেছে সব।।' স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোড়ন। এর পরে দাশরথী রায় আবার লিখেছেন-' বিধবা-বিবাহের কথা শান্তিপুরে এক রমণীর ভারি আনন্দ। উঠেছে কথা রটেছে দেশ, কারু ইহাতে বড় দ্বেষ, কারু, ইহা তো সন্দেশ বিশেষ। কেহ বলিছেন হউক হউক, কেহ বলিছেন নিজের রউক, কেহ বলিছেন,- হয় না কেন বেশ!।।' আবার দাশরথী রায় লিখছেন- 'হিন্দু বিধবা বিবাহ অসম্ভব'। 'গ্রামে হলো সমাচার নারী- পুরুষের সমান বিচার, বিধিমত হলো এত দিনে! শুনি এক ধনী কহিছে, ছিছি জালা দিসনে মিছে! রাজ্যশুদ্ধ হাসালি এত দিনে।।' বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে তৎকালীন সমাজের চিত্রটি এখানে ধরা পড়েছে। আবার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে একজন অজ্ঞাত কবি কবিতা লিখেছেন-' বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর।' কবিতায় রয়েছে 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে। সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।' বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে এই কবিতাটি রচিত। সেই জন্য সম্ভবত কবি তাঁর নিজের নাম প্রকাশ করেনি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। 'বিধবা

শ্যামা সঙ্গীত গায়ক ধনঞ্জয় কালী ভক্ত সাধক শিল্পী ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

মাকে ভোগ নিবেদনের পর দেখলাম, কে যেন হাতে করে ভাঁড় থেকে রাবড়ি খেয়েছে। কাকা পান্নালাল ভট্টাচার্যকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যে বছর ওঁর মৃত্যু, সে বছর তো আমার জন্ম। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের পুত্র দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহের সুবাদে আমি ভট্টাচার্য বাড়ির পুত্রবধূ। খুড়শ্বশুরমশাইকে না দেখলেও বাবুজি (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য)-র মুখে ওঁর অনেক গল্প শুনেছি। আজও পান্নালাল ভট্টাচার্যের গান ছাড়া যেন দেবীর আরাধনা সম্পূর্ণ হয় না। অথচ, তাঁর ছিল মাকে নিয়ে বড্ড অভিমান! তিনি যে ভাবে মাকে পেতে চান, কেন মা সে ভাবে তাঁর কাছে ধরা দেন না! তাঁর অভিমান ছিল নিজের দাদাকে নিয়েও। শ্যামাসঙ্গীত শুরু করার পর তিনি মায়ের গান ছাড়া আর কিচ্ছু গান না, অথচ দাদা ধনঞ্জয় মায়ের দেখা পেলেন, তিনি পেলেন না!

দিন যত এগিয়েছে কাকার এই অভিমান তীব্র হয়েছে। তিনি কালীপুজোর দিন পাগলের মতো শ্মশানে শ্মশানে ঘুরতেন। যদি মায়ের দেখা পান! কাকা বুঝতেই পারেননি, তিনি নিজ দেহে মাকে ধারণ করেছিলেন। তাই ওঁর কণ্ঠ থেকে ও ভাবে গানের সময় মায়ের উদ্দেশে আকুতি ঝরে পড়ত। নিজ দেহে দেবীকে ধারণ করলে কেউ তাঁকে কী করে দেখতে পাবে?

আমার বাবুজি আবার ঠিক উল্টো। কালীপুজের আগের দিন সংযম পালন করতেন। মানে, আমিষ খাবার বা আমিষের ছোঁয়া খাবার খেতেন না। পুজোর দিন নির্জলা উপোস। বাড়ির পুজো সেরে প্রতি বছর পৌঁছে যেতেন শ্রীরামপুর। সেখানে গঙ্গার পাড়ে শ্মশানে কালী পুজো হত। তাঁর আমন্ত্রণ থাকত গান গাওয়ার। এই দিনে তিনি যেন শিশুর মতো হয়ে যেতেন। গাইতেন, পুজো করতেন আর 'মা' 'মা' বলে ঝরঝর করে কাঁদতেন। একদম অন্য লোকের বাসিন্দা। পরে এখানেই একটি বাড়িতে তিনি নাম গানের আমন্ত্রণ পান। বাবুজি ভীষণ মাটির মানুষ। শুরুতে সাম্মানিক নিলেও পরে আর নিতেন না। আমাদের সঙ্গে ওই বাড়ির সদস্যদের যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। ওই বিশেষ বাড়িতে যাওয়ার আগে বাবুজি বাকি বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের ছুটি দিয়ে দিতেন। কেবল থাকতেন এক তবলিয়া। ওঁকে নিয়ে এক বছর নাম গান করছেন। সে বছর ওই পরিবারের সদস্যেরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা গান রেকর্ড করবেন। নামগান থামতে আমরা রেকর্ডিং শুনতে চাইলাম। ওঁরা টেপ রেকর্ডার চালু করতেই আমরা স্তব্ধ। তবলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুঙুর বেজেছে! গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কে বাজাল ঘুঙুর? আজও আমরা উত্তর পাইনি। বাইরের পুজোর পাশাপাশি ভট্টাচার্য বাড়িতেও নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের আরাধনা হয়ে আসছে। আমাদের পুজোর বিশেষ রীতি, এক সের রাবড়ি মাকে আমরা ভোগ দিই। এক বছর সেই রাবড়ি নিবেদনের পর আমরা সরে এসেছি। নির্দিষ্ট সময় পরে ঘরে ঢুকে হতবাক। দেখি, রাবড়ির ভাঁড় থেকে কেউ যেন হাতে করে রাবড়ি তুলে খেয়েছে! এমন সময় বাবুজিও সেই ঘরে এলেন। দেখেশুনে ওঁর মুখে হাসি ধরে না! আমরা এখনও মাকে তাই অন্তত ১০০ গ্রাম হলেও রাবড়ি দেবই।

অন্য এক বছরের কথা বলি। একই ভাবে মায়ের আরাধনা চলছে। একটা ঝাড়লণ্ঠন আর টিউবলাইট জ্বলছে পুজোর স্থানে। বাবুজি আত্মভোলা হয়ে মায়ের পুজোয় ডুবে। হঠাৎ এক স্বর্গীয় আলো এসে পড়ল বাবুজির উপরে। কোথায় আলোর উৎস? আমরা বুঝতে পারছি না। কেবল এক অবর্ণনীয় আলোয় ঘর ভরে উঠছে। বাবুজি শিশুর মতো কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন।

এ রকম বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই ভট্টাচার্য পরিবার। ওঁদের সাহচর্যে আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, ওঁরা সামান্য পুরুষ নন। মানবদেহ ধারণ করেছেন দেবীর সেবা করবেন বলে। সেই দায়িত্ব ফুরোতেই তাঁরা মায়ের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছেন। এখনও আমি কাকাশ্বশুর, বাবুজি এমনকি আমার দু'বছর আগে প্রয়াত স্বামী দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। ওঁরা আছেন আমার পাশে, ভীষণ ভাবে আছেন। ওঁরা নির্দেশ দেন আমায়। সেই নির্দেশ মেনেই আজও আমার জীবন চলে। এবারে আসি অন্য বইয়ের লেখার কথায়। বইতে দুটোই পছন্দের জিনিস। আর বাংলা সিনেমার মহানায়ককে নিয়ে লেখা বই যে আমার ভালো লাগবে সেটা তো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তাও আবার যখন সেই বই লিখেছেন তাঁর অনুজ তরুণ কুমার।

মহানায়কের জীবনের বিভিন্ন অজানা ঘটনা জানতে পড়তেই হবে অনুজ তরুণ কুমারের লেখা ক্ষ্মআমার দাদা উত্তমকুমার প্রান্তসীমায় এসে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর সহধর্মিণী বিজয়া রায়। অন্তরের গভীরে থাকা বহু মানুষের মুখ, বহু ঘটনা, বহু জানা-অজানা কাহিনি তাঁকে এই অনন্য স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা দিয়েছে । এই বইয়ের পরতে পরতে ব্যাপ্ত রয়েছে যে বহুবর্ণী কাহিনি যা না জানলে মানুষ ও স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় সম্পর্কিত অনেক কথা অজানা থেকে যেত। অবলুপ্ত হত অজস্র দিকচিহ্ন।

বাংলা চলচ্চিত্রে চারুর 'সীতা' ও 'আরতি' হয়ে ওঠা

প্রিয়ক মিত্র

বাংলা চলচ্চিত্রের দোলনায় দুলতে থাকা 'চারু'র 'সীতা' ও 'আরতি' হয়ে ওঠার লড়াই। প্লেনের ভেঙে পড়া ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে যে মেয়েটি হাঁটছিল; বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী শ্মশানের থমথমে শান্তিতে সে রচনা করছিল এক অসহায়তার আখ্যান। যে অসহায়তা লড়াইতে পরিণত হয় না, শুধু বঁটির ধারালো আঘাতে খানিক রক্ত ছিটকে পড়ে সভ্যতার ওপর! সীতা, অর্থাৎ সেই

মেয়েটিকে বীভৎস মজার শহর উপহার দেয় মর্মান্তিক আত্মহনন। আর আরতিকে সেই শহরই ফিরিয়ে দেয় কাঠিন্য, প্রত্যাখ্যান, পারিবারিক নিগড়।

সত্যজিৎ রায় নির্দেশিত 'মহানগর'-এর আরতি, ঋত্বিক ঘটক নির্দেশিত 'সুবর্ণরেখা'-র সীতা এই দুই নারীর মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন যিনি, তার নাম মাধবী মুখোপাধ্যায়। এইসব ছবির ময়নাতদন্ত বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, বা এইসব চরিত্রে অভিনেত্রী হিসেবে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে আলোচনামূলক সন্দর্ভ লেখাও নয়, এ লেখা আদতে একটি অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান এক অভিনেত্রীর সূত্র ধরে কয়েকটি নারীচরিত্রের অন্তর্লীন এক আখ্যান খোঁজার চেষ্টা, যে সমস্ত নারী চরিত্রকে এক সুতোয় বেঁধেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী হিসেবে। কাজেই এই আখ্যানে তিনিই আমাদের সঙ্গী হবেন।

ভাবা যাক সীতার কথা। নামটার পেছনে রামায়ণের প্রভাব ঋত্বিকের নিজের সিনেমাদর্শনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সীতা পৃথিবীর মেয়ে। একথা তাকে একজন বলে ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, যে প্রান্তর ধারণ করছে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষত, সভ্যতার আত্মধ্বংসের অংশীদার যে। পৃথিবীর মেয়ে আবার পৃথিবীর কাছে ফিরে যায় পুরাণের শেষে। আধুনিকতার ক্লেদ বহন করা শহরে তাকে নিজেরই অগ্রজের সামনে গলায় বঁটি চালাতে হয়।

ইয়ুং সমষ্টিগত অচেতনে মিথ-এর উপস্থিতির কথা বলেছেন। ঋত্বিকের কাছে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কালীর বেশে এক বহুরূপীকে দেখে সীতা ভয় পেয়ে যায় তার শৈশবে, সেই পৌরাণিক ভয়াল চেহারাই তাকে ধারণ করতে হবে শহর কলকাতায় একদিন, সে কথা সে জানতেই পারেনি। শুধু বঁটির আঘাত গলায় দিয়ে মৃত্যুকে ডেকে নেওয়ার সময়টুকুতেই সে শক্তি সাধনার মূর্ত রূপ। রামায়ণের গল্প সে একদিন পুরোপুরি শুনবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বড় হয়ে যায়। গল্প তার শোনা হয় না, সে পৃথিবীর মেয়ে, পৃথিবীর কাছে ফিরে যায় সময়মতন। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, সীতার আত্মহননের পর ঈশ্বর যখন বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে, তার সিল্যুয়েট মনে করিয়ে দেয় রাবণকে।

এই অসম্ভব পরিণতিতে এসে পৌঁছানোর পথ ছিল 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়'-এর পেলবতায় মোড়া। যুদ্ধবিদ্ধস্ত প্রান্তরে সীতার পদক্ষেপের সঙ্গে রবীন্দ্রগানের কলি, তজোয়ার জলে ফেনার রাশি/ আকাশে আজ উঠছে ভাসি দর্শককে অস্বস্তি দেবে, গ্রীষ্মকালীন চড়া রোদের দহন দেবে। মাধবীর চেহারার লালিত্য, তার অভিনয়ের লালিত্য যেন সীতার পায়ের তলায় চাপা পড়া দেশভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলনের কঠোরতা ভেঙে দেয়। সলিলের গাঁয়ের বধূর মতোই তার চোখেও স্বপ্ন আছে। তাই সে বাগদি বউ-এর ছেলে অভিরামকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা নিয়ে জেদি হয়। দাদাকে সে যখন বলে তাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, তখন সে যতটা শান্ত, ততটাই শান্ত সে দাদার মার খেয়ে বীণায় মাথা ঠুকে যাওয়ার সময়। রাগলে দাদার শরীর খারাপ হয়, এই তখন তার চিন্তার মূল উপজীব্য। তার আগে অবধি মাধবীর সীতা হয়ে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকা শান্ত, অথচ স্পষ্ট, তীব্র। একই তীব্রতা দাদার মার খাওয়ার পরের উচ্চারিত বাক্যেও। তার মলিন সৌন্দর্য্য স্বপ্নভঙ্গের যাবতীয় আঁধার মেখে যখন রং লাগায় গালে, বিনুর ভরণপোষণের জন্য বাধ্য হয়ে, তখনও তার পেলবতা আভাস দেয় না মুহূর্ত পরের বিপর্যয় ও তার ভয়ঙ্করী রূপের। সীতার আত্মহননের মুহূর্তে মাধবী যতটা সত্য, ততটাই সত্য তার আগের মুহূর্তের কোমল মালিন্য। যুদ্ধের পরের পৃথিবীর মেয়ে সে, যে পৃথিবীর ওপর পা ফেলার সময় গান বাজে জোয়ার জলে ফেনার রাশি...; পৃথিবীর কাছে সে ফিরে যায়, সেই পেলব পৃথিবীর কাছে।

আরতি যে সীতার মতন চরম পরিণতিতে পৌঁছাবে না, এ যেন কোথাও নির্ধারিত। গৃহস্থবাড়ির বউ সে। শ্বশুরমশায়ের কাছে যাওয়ার জন্য সে ঘোমটা দেয় মাথায়। স্বামীর দায়িত্ব কমাবার কথা ভেবে সে চাকরি নেয়। এসব ক্ষেত্রে মাধবীর অভিনয়ের মমত্ব আরতিকে তার লাবণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনে। দেশভাগের পরের কলোনিজীবন তখন তুঙ্গে। সেই কলোনিরই কোনো এক ঘরে সীতা যখন ঈশ্বরের সামনে আত্মহত্যা করে ও নেশাতুর ঈশ্বরের পাঞ্জাবিতে ছিটকে যায় রক্ত, তখনই আকাশবাণীতে বিশেষ বিশেষ সংবাদে লেভির প্রতিবাদ, প্রফুল্ল সেন এসব নাম ভেসে আসে, খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়, আর সেই রেডিও চলার ফাঁকেই আরতি, ঘরের বউ, ঠিক করে চাকরি করবে। পারিবারিক নিগড়ে আঘাত লাগে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী রচিত 'মীরার দুপুর'-এ গৃহবধূ মীরা যখন হীরেনের অপারগতার জন্য সংসার চালাতে বাড়ির বাইরে যায়, তখন সন্দেহে অবিশ্বাসে কুঁকড়ে আত্মহত্যা করে হীরেন। তার পৌরুষের ইগো সেখানে সন্তুষ্ট হয়। একই ভাবে অবিশ্বাসের জালে জড়িয়ে যায় আরতির স্বামী সুব্রতও। আরতির লিপস্টিক, রোদচশমা তাকে সংকটে ফেলে। সে আরতির বসের সঙ্গে দেখা করতে যায় খানিক সন্দেহের বশেই। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে চাকরির প্রস্তাব তাকে খানিক স্বস্তি দেয়। কারণ সে জানে সে চাকরি পেলে আরতিকে চাকরি ছাড়তেই হবে। অনিল চ্যাটার্জীর অভিনয়ে যেমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব সন্দেহ হীনমন্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে তেমনই দৃঢ় হয়ে ওঠে প্রত্যয়। প্রথম মাইনে পেয়ে ফেরার পর সুব্রত যখন দেখে আরতিকে তখন তার সন্দেহের ছাপ তার চোখে থাকে, তা থেকেই শুরু হযল দ্বন্দ্ব।

পাঠকদের দরবার

ঢাকুরিয়ায় দক্ষিণাকালী মন্দির

ঝিনুক পোদ্দার

ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি। ঢাকুরিয়া উড়ালপুলের পূর্বদিকে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি। ওই অঞ্চলের দক্ষিণাপণ মধুসূদন মঞ্চের ঠিক বিপরীতে লাল রঙা দালান বাড়িতেই ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাকালী প্রতিষ্ঠিতা। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম কালীমন্দির নির্মাণ করা হয় শীতলাতলা অঞ্চলে। তখন এখানে ছিল একটি দোচালা টিনের ঘর, সেখানেই প্রতিদিন দক্ষিণা কালীসহ অন্যান্য দেবদেবীর পুজো হত দেবীঘটে। কালীবাড়িতে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই স্থানীয় অধিবাসীরা মিলে বসন্ত রোগ দূরকারী দেবী শীতলার পূজা শুরু করেন। তাই ঢাকুরিয়া কালী বাড়িতে প্রবেশ করেই ডানদিকের নাটমন্দিরে মা শীতলার নিজস্ব থান রয়েছে। দেবী শীতলার আগমনের পর স্থানীয় মানুষজনের উৎসাহে কালীপুজোর সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে কষ্টি পাথরের মা দক্ষিণাকালীর মূর্তি ও শ্বেত পাথরের শিব নির্মাণ করিয়ে স্থায়ীভাবে পুজো চালু করা হয়। প্রথমে শীতলা হলেও মন্দিরে আধিপত্য বিস্তার করেন দেবী কালিকা। তাই মন্দিরের নামও হয়ে যায় ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি। গর্ভমন্দিরে দেবী দক্ষিণাকালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৭ সালের ১৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার, বাংলা ১৩৬৩ সনের ১লা মাঘ।

স্থানীয় ভক্তপ্রাণ বাসিন্দারাই এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরে ঢুকেই বাঁদিকে নজরে পড়বে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রামভক্ত হনুমানজির মূর্তি। এখানে নিত্যপূজার চল আছে। অন্নপূর্ণা, শিব পাশের ঘরে পুজো পান। মন্দিরের আসন বেদিতে শায়িত মহাদেবের বুকে দাঁড়ানো মাঝারি উচ্চতার দেবীবিগ্রহ। সবসনা দেবী চতুর্ভুজা। মাথায় রুপোর মুকুট। কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে দেবীর কেশরাশি। দেবীর গায়ের রং সম্পূর্ণ কালো আর দেবীর মোহময়ী ডাগর ডাগর চোখ। ঢাকুরিয়ায় যখন মা শীতলার পুজো হত, তখন বটগাছের নীচে একটি চালাঘর ছিল, আর ছিলো জাগ্রত দেবী শীতলার প্রতিমা। বিগ্রহ ছিল মাটির। ক্রমে ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে মায়ের মন্দির প্রস্তুত হল, সেজন্য বটগাছ কাটা হল। কিন্তু তার ঝুরি থেকে যে নতুন বটের জন্ম হল, সেটি এখনও মন্দিরে শোভা পাচ্ছে। এরপর শীতলা মন্দিরে পুজো হতে থাকল। তারমধ্যে কয়েকজন কালী ভক্ত এসে মা কালীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে এলেন ভৈরব। প্রতিষ্ঠা করা হল শিবলিঙ্গ। এরপর বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের দাবিতে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা পেল। শীতলা, কালী, শিব, রাধাকৃষ্ণের সহাবস্থান। ভক্তির আতিশয্যে এরপর প্রতিষ্ঠা হল দেবী অন্নপূর্ণা, শিব মূর্তি, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-হনুমানজির মূর্তি। সমস্ত বিগ্রহই পাথরের। এছাড়াও মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, গণেশ, কার্তিক, গরুড়, ষষ্ঠীদেবী আছেন। সারা মন্দিরের দেওয়ালে দশমহাবিদ্যার রূপ। বাইরে বটগাছের নীচে আছেন মা মনসা, ধ্যানস্থ শিব, বিশ্বকেশ্বর শিব, গৌরীশঙ্কর নটরাজ। সবমিলিয়ে বেশ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ।

নিত্যপুজোর সঙ্গে প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পুজো ও দীপান্বিতা কালী পুজোয় আড়ম্বরে পুজো হয়। প্রতিবছর পয়লা মাঘ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে দেবীর উৎসব পালিত হয়। রোজ মন্দির খোলে সকাল ৭.৩০টায়, এরপর ৮টায় পুজো এবং ৮.৩০টায় অঞ্জলি নিবেদন। বেলা ১২টায় মন্দির বন্ধ হয়।

পুলিশের পরীক্ষার প্রশ্ন আগেই দিয়ে দেবেন বলে টাকা তুলছিলেন, গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ৩০ নভেম্বরঃ রবিবার শুরু হয়েছে পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষা। প্রচুর চাকরিপ্রার্থী এসেছেন পরীক্ষা দিতে। এই আবহের মধ্যেই গ্রেফতার হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়র। অভিযোগ, পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন গোপনে পরীক্ষার্থীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ-লক্ষ টাকা নিয়েছেন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম গণেশ বাছার। তাঁর বাড়ি বসিরহাট হাই স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। মূলত, আজ চলছিল পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার যাঁরা পরীক্ষার্থী তাঁদের মধ্যে

বেশ কিছু পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার প্রশ্ন আগে থেকেই তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। এমনকী, তাঁদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকাও হাতিয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপরই গণেশ বছরকে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। বসিরহাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে, এখানকার কয়েকজন পুলিশের পরীক্ষায় বসছেন। এবং তাঁরা প্রশ্নপত্র আগে থেকেই পেয়ে গিয়েছেন। পুলিশ তড়িঘড়ি সেইসব পরীক্ষার্থীর মধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে থানায়। তারপর তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, বসিরহাট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার গণেশ বাছার এইসব পরীক্ষার্থীদের আগে থেকে প্রশ্নপত্র দিয়ে দেবে বলে টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি আর প্রশ্নপত্র দেননি। বহুবার অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি প্রশ্নপত্র দিতে পারেননি। এমনকী, তাঁরা টাকা ফেরত চাইলেও টাকাও ফেরত দেয়নি। এরপর শনিবার রাতে পুলিশ গণেশকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে জেরা করছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

৭ মাসেই নতুন মাইলফলক, বছর শেষেই কোটির রেকর্ডের হাতছানি দিঘায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৩০ নভেম্বরঃ মন্দিরের দরজা খুলেছে প্রায় ৭ মাস হয়ে গেল। আর তাতেই যেন একধাক্কায় সৈকতনগরীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাটাই বদলে যাচ্ছে। উদ্বোধনের পর থেকে প্রতি মাসেই যেন হচ্ছে নিত্যনতুন রেকর্ড। বছর শেষেই কার্যত আরও এক নতুন মাইলফলক তৈরির অপেক্ষায় দিঘার জগন্নাথ ধাম ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। গত প্রায় সাত মাসে এখানে প্রায় ৯০ লক্ষেরও বেশি ভক্তের সমাগম দেখা গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রতি বছরই শীতের মরসুমেও ভালই ভিড় দেখা যায় দিঘায়। এবার সেই সংখ্যাটা এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে বলে মনে করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে হোটেল সংগঠনের লোকজন। গত ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নির্মিত বাংলার এই নতুন তীর্থক্ষেত্রের দরজা খুলে গিয়েছে। তারপর রাজ্য তো বটেই বাইরের রাজ্য থেকেও এখানে নেমেছে ভক্তদের ঢল। এবার মাত্র আট মাসের মধ্যে এবার কোটির মাইলফলক স্পর্শের এই হাতছানির খবর স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত দিঘায় আগত পর্যটকেরাও। প্রায় ১৭০ জন স্থানীয়

বাসিন্দার কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে। নিরাপত্তা, সাফাই, নানাবিধ সেবা, গাইড, এবং হাউসকিপিং-এর মতো বিভিন্ন কাজে তাঁরা বহাল রয়েছেন। মন্দির ট্রাস্টির সদস্য রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, প্রণামী, অনুদান, উপহার ও ভোগ বিক্রির আয় দিয়েই এই বিশাল কর্মযজ্ঞের যাবতীয় খরচ বহন করা হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে মন্দিরের। অন্যদিকে দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলছেন, ''সত্যিই এক অন্য ছবি দেখা যাচ্ছে দিঘায়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ মানুষ এখানে এসেছেন। আগামী মাসের মধ্যেই তা ১ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।'' একই মত হোটেল মালিক প্রমোতোষ ঘোড়াইয়েরও। তিনি বলছেন, আগের থেকে বুকিংও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সামনে আবার বড়দিন, নিউ ইয়ার রয়েছে। ফলে বর্ষশেষে নতুন রেকর্ড তৈরি এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

শিলিগুড়ি নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা, তৈরি হচ্ছে নতুন সামরিক ঘাঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বরঃ পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। ২২ কিলোমিটার সরু ভূভাগ। যা জুড়ে দিচ্ছে 'সেভেন সিস্টার'কে। আর এই এলাকার একদিকে চিন, অন্যদিকে বাংলাদেশ। এই বৈশিষ্ট্যের জেরেই ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। সম্প্রতি এই শিলিগুড়িতেই হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক। জাতীয় নিরাপত্তা দল, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ-সহ দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা দফতরের কর্তারা যোগ দেন সেই বৈঠকে। এরপরই শিলিগুড়ি করিডরে নতুন সেনা ঘাঁটি তৈরির ইঙ্গিত দিল নয়াদিল্লি। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিলিগুড়ি করিডরে তিনটি নতুন সেনা ঘাঁটি তৈরি করতে চলেছে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। কিন্তু এই তিনটি সেনা ঘাঁটি নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। কত সেনা, কত আর্টিলারি মোতায়েন করতে চলেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, সেই নিয়ে বিশেষ কোনও তথ্য দেয়নি তাঁরা। সূত্রের খবর, বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেই নতুন তিনটি সেনাঘাঁটি তৈরি করবে মন্ত্রক। নজরে এই একটা অংশের উপর। সুতরাং, সেই অংশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বাড়তি জোর দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তার সঙ্কটকালের মধ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর প্রধান হাফিজ সৈয়দের ঘনিষ্ঠ ইবতিসাম

রাখবে চিনকেও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঙ্কটকালে এমন সিদ্ধান্ত কার্যত বেনজির। ২২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত রয়েছে শিলিগুড়ি করিডর। এই একটা পথ জুড়ে দিয়েছে ভারতের উত্তর-পূর্বকে। সেভেন সিস্টারের ৪ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশির মানুষের নিরাপত্তা টিকে রয়েছে মধ্যে আবার বাংলাদেশে বদলে যাওয়া 'জল-হাওয়া' তৈরি করেছে উদ্বেগ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হতেই বইতে শুরু করেছে 'ভারতবিরোধী' হাওয়া। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছে পদ্মাপাড়। দুই দেশের সেনা কর্তাদের মধ্যে বেড়েছে যাতায়াত। সম্প্রতিই, এই ইলাহি জহির। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া একাধিক গ্রামে গিয়ে বৈঠক ও সভা করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক স্তরে এই ইবতিসাম ও তাঁর সংগঠন ভারতবিরোধী বার্তা ছড়ানোর কাজই করে থাকে। এবার সেই অভিসন্ধি দেখা গেল তাঁর সদ্য মেটা বাংলাদেশ সফরেও।

জুলফিকরের কাকাও বাবা, শ্বশুরও বাবা! আসল বাবা কে? ধন্দে সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৩০ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়া বাংলায় চালু হতেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ছবি। কখনও শ্বশুরকে বাবা বানানোর অভিযোগ সামনে এসেছে, কখনও খবর মিলছে একজন ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী। আর এবার খোঁজ মিলল একজনের দু'দুজন বাবার। দু'টি বুথে রয়েছেন ওই ব্যক্তির দু'জন বাবা। অভিযোগ, একটি বুথে নিজের কাকুকে বাবা বানিয়েছেন আবার অপর একটি বুথে নিজের শ্বশুরকে বাবা বানিয়েছেন। তবে নিজের আসল বাবারই নেই কোনও অস্তিত্ব। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নন্দীগ্রামে আলোচনা শুরু। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শেখ জুলফিকার। তাঁর আসল বাবা শেখ মণিরুল ইসলাম। এই মণিরুল ইসলামের ভাই অর্থা জুলফিকারের কাকু শেখ মফিজুল ইসলাম দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নয়নান গ্রামে ১৯৩ নম্বর বুথের বাসিন্দা। তিনিই প্রথম নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। শেখ মফিজুলের অভিযোগ, তাঁর দাদা অর্থাৎ মণিরুল ইসলাম তিনি এখনো জীবিত রয়েছেন। তাঁর দাদার ছেলে শেখ জুলফিকার বর্তমানে নন্দীগ্রামের কেন্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গোপীমোহনপুরে বিয়ে করেছেন। এখন নিজের শ্বশুরবাড়িতেই ২১৩ নম্বর বুথে বসবাস করেন। অথচ, তিনি দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৯৩ নম্বর বুথে নিজের বাবাকে বাদ দিয়েছেন। আর কাকাকে বাবা সাজিয়ে মফিজুলের নাম তুলেছেন। আবার কেন্দ্রামারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গোপী মোহনপুর ২১৩ নম্বর বুথে বাবা হিসেবে শ্বশুরের নাম শেখ এনামুল হোসেনকে দেখিয়ে ভোটার লিস্টে

তুলেছেন। অর্থাৎ দুটো বুথেই ভোটার কার্ড রয়েছে। আবার দু'জন বাবাও রয়েছেন। তিনি বলেন, ''জুলফিকর আমার দাদার ছেলে। ভোটার লিস্টে দেখি আমায় বাবা বানিয়ে লিস্ট বানিয়েছে। ও যেই ঠিকানা দিয়েছে এখানে থাকে না। আর যেখানে থাকে সেখানে শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে দিয়েছে।'' যদিও, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই জুলফিকারের দাবি, তিনি শ্বশুর বাড়িতে থাকেন। তাই ভোটার কার্ড ট্রান্সফার করতে গিয়ে কিভাবে তাঁর শ্বশুরের নাম বাবার জায়গায় এসেছে তিনি বুঝতে পারছেন না। আবার নিজের জন্মভিটাতে তাঁর বাবার নাম কী করে বাদ গেল তিনি নাকি সেটাও জানেন না। জুলফিকর বলেন, ''এটা হয়ত নির্বাচন কমিশনের গন্ডগোল সেই কারণে বাবার জায়গায় শ্বশুরের নাম উঠেছে। এসআইএর পর যখন খবর পাই দুজায়গায় নাম আছে সঙ্গে-সঙ্গে বিডিওর কাছে যাই।'' তিনি আরও বলেন, ''ছোট বেলায় আমার আসল বাবা কাকার কাছে আমায় তুলে দিয়েছিল দত্তক হিসাবে। কাকার সন্তান নেই বলে। তখন তো এত কাগজপত্র ছিল না। আমি এতদিন কাকাকেই বাবা হিসাবে জানতাম। আমার কাছে সমস্ত কিছু আছে।'' বর্তমান এস আই আর প্রক্রিয়ার ২১৩ নম্বর বুথের বিজেপির বিএলএ-২ আব্বাস বেগ তিনিও গোটা বিষয়টি নিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। বিজেপির নন্দীগ্রাম এক ব্লকের নন্দীগ্রাম মণ্ডলেক দুই সভাপতি সুদীপ দাস বলেন, ''তৃণমূলের আসলে ভুয়োভোটার পুষিয়ে রাখছে।'' অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নন্দীগ্রাম এক ব্লকের কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গের নিশানায় নির্বাচন কমিশন।

আধার-ভোটার দেখিয়েও মিলল না রেহাই, ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠাঁই হল ৫ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি (বীরভূম), ৩০ নভেম্বরঃ কয়েকদিন আগের ঘটনা। পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকজন শ্রমিককে ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠছিল। আবারও পুনরাবৃত্তি এই ঘটনার। ওড়িশায় আরও একবার বাংলার পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করল সেখানকার পুলিশ। আটক শ্রমিকরা প্রত্যেকে বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের বাসিন্দা। আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ির সদস্যের দাবি, এই পাঁচজন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশার ভদ্রকের আগরপাড়া থানায় প্রথমে ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাঁদের আটক করে ওড়িশা পুলিশ। আটক শ্রমিকদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড দেখার পরেও তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে সন্দেহ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এ দিকে, এই ঘটনায় চিন্তায় পড়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বীরভূমের নলহাটি দু'নম্বর ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আবদুল আলিম শেখ, আতাউর রহমান, সেলিম শেখ, মণিরুল ইসলাম, নুর আলম। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ওড়িশার আগরপাড়ার পারকুন্দায় শ্রমিকের কাজ করেন। গতকাল বিকেলে হঠাৎই তাঁদের ওড়িশার আগরপাড়া থানায় ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাঁদের আটক করা হয়। সেখান থেকে পাঁচজনকেই ভদ্রকের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে বলে পরিবারের লোকজন দাবি করেছেন। এদিকে আটক শ্রমিকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দিয়েছেন বিএলও। পরিবারগুলির দাবি, আটকে থাকা পাঁচজনের নামই রয়েছে তালিকায়। কারোর নিজের নাম রয়েছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কারও আবার বাবার নাম রয়েছে সেখানে। এরপরও তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশার পুলিশ আটক করে পাঁচজনকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। আটক শ্রমিকের আত্মীয় মাহবুদ আলম বলেন, ''আমি দশ দিন আগে ওড়িশায় ছিলাম। আমাদের ডাকল পুলিশ। বললতোরা বাংলাদেশি কি না দেখব। তারপরের দিন আধার নিয়ে গেলাম। দেখালাম। প্রথম বলেছিল ভেরিফাই হবে। তারপর দেখলাম ভেরিফাই হল না। আমাদের ক্যাম্পে রেখে দিল। বলল আমরা নাকি বাংলাদেশি।''

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/034/APAS/302/P-1
Name of work : **Dev. of C.C. Road at Ananda Pally near H/O Francis Xaixo in Ward No.-142.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,15,900.87**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.12.2025 - 12 noon.** The tender will be opened on : **24.12.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:
1. NIT No. : EE-III/35/APAS-9/25-26
Name of work : **Repairs to road surface to be disturbed by Water Supply Department at 3/1/93, Beliaghata Main Road in Ward No.-35.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,39,502.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **35 Days**. Last date and time of submission of bid : **08.12.2025** up to **9 a.m.** Date and time of opening of tender : **10.12.2025** up to **9 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/234/45/25-26
Name of work : **Improvement of passage at 159, Satin Sen Sarani and its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,17,922.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/226/48/25-26
Name of work : **Development of passage (Eastern Side) at 28/1 M.P. Road in Ward No.-32.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,02,555.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE-III/32/APAS/225/47/25-26
Name of work : **Improvement of passage from E to J Block and surrounding areas at 28/1 Muraripukur Road in Ward No.-32.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,73,219.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.12.2025** up to **9 a.m.** (for sl. no. 2 to 4). Date and time of opening of bid : **29.12.2025** after **9 a.m.** (for sl. no. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/127/2025-2026/APAS/47/03
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Battikol near Premises No. G-108, G-109 in Ward No.-134, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,37,750.11**. Earnest Money: **Rs. 8,800.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.12.2025 - 11 a.m.** Date of opening of tender : **26.12.2025 - 11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/094/2025-2026/APAS/36/03
Name of work : **Development of drainage system with allied works near Pre No. Z-3/168/C Dr. A K in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,92,927.56**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/092/2025-2026/APAS/33/01
Name of work : **Renovation of drainage system with allied works near Pre. No. Z-3/164/A A.K. Road in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,94,944.54**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/101/2025-2026/APAS/23/01
Name of work : **Improvement of passage with allied works at Pre. No. Y-2/30, Satghara Road in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,74,462.61**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/109/2025-2026/APAS/119/7
Name of work : **Repairing C.C. passage with allied works at U-96/1 Karbala Road in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,59,448.89**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **45 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/106/2025-2026/APAS/98/2
Name of work : **Construction of drain and passage near H/No. Q-495/2A Molla Bagan Lane in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,422.89**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/107/2025-2026/APAS/97/2
Name of work : **Renovation of drainage system at Q-650 to Q-657 S.A. Faeque Road in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,641.97**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/108/2025-2026/APAS/104/3
Name of work : **Repairing road and drain with allied works at Q-514, Q-521, Q-518 Shimpukur Lane in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,96,923.72**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **26.12.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 2 to 8). Date of opening of tender : **29.12.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 2 to 8).
9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/130/2025-2026/APAS/58/01
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at G-47, G-54, G16 Bangla Basti in Ward No.-134, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,647.32**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/129/2025-2026/APAS/58/02
Name of work : **Renovation existing bus stop at Garden Reach Road in Ward No.-134, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,27,698.85**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **45 Days**.
11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/128/2025-2026/APAS/47/07
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Battikal near Premises No. G-113 in Ward No.-134, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,03,022.68**. Earnest Money: **Rs. 8,100.00**. Period of Completion: **45 Days**.
12. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/114/2025-2026/APAS/50/02
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Atabag near Premises No. F-45 in Ward No.-134, Borough-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,45,817.69**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
13. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/095/2025-2026/APAS/24/2
Name of work : **Renovation of passage at B-23 P.D Jha Lane in Ward No.-134, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,73,917.50**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.12.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 9 to 13). Date of opening of tender : **29.12.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 9 to 13). The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 13). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 13).

1555/25-26

তালিকায় মৃতদের নাম তুলতে চাপ! ফলতার শেষ কথা এই জাহাঙ্গির খান কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ নভেম্বরঃ রাজ্যে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বহু জলঘোলা হয়েছে। তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। সেখান থেকে উঠেছে অভিযোগের পাহাড়। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে জাহাঙ্গির খান। অভিযোগ উঠছে, বিএলও-দের চাপ দিয়ে ভোটার তালিকায় মৃতদের নাম তোলা হচ্ছে। তাতে উঠে এসেছে এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে একাধিক বার সরব হতে দেখা গিয়েছে ২০২৪ সালেলোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়া অভিজিৎ দাস ওরফে ববিকে। তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে বারবার জাহাঙ্গির খানের নাম উল্লেখ করে পোস্ট করেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি পোস্ট করে অভিযোগ করেছেন, ফলতার বিডিও-কে চাপ দিয়ে জাহাঙ্গির মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় তোলাচ্ছেন। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করে রীতিমতো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁকে এলাকায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। এরপরই ফলতায় কমিশনের বিশেষ টিম। বারবারই জাহাঙ্গির খানের নাম উঠে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই জাহাঙ্গির খান? এলাকায় কান পাতলেশোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই জাহাঙ্গির তৃণমূল দলটা করে আসছেন। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে তাঁর এলাকায় দাপট। সে বছর থেকে জাহাঙ্গিরই এলাকায় শেষ কথা হয়ে ওঠেন। তরুণ নেতা, তবে তাঁর কথায় এলাকার বর্ষীয়ান নেতারাও গণ্য করেন বলে জানা যাচ্ছে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় নাম জড়ায় তাঁদের। ২০২১ সালের পর খুন, ধর্ষণ, লুঠ-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, অধিকাংশ অভিযোগে এফআইআর-ও হয়নি। ২০২৪ সালে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তোলে। এবার ২০২৫ সালে এসআইআর চলাকালীন ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। অভিযোগ, জাহাঙ্গির প্রভাব এতটাই যে তিনি বিডিও-কেও প্রভাবিত করতে পারে। কমিশনের কাজ দেখতে রাজ্যে এসআইআর-এর স্পেশ্যাল ১৩! অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ফলতায় বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। শনিবারই তাঁরা বৈঠক করেছেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি ফলতায় বিডিও অফিসে গিয়ে পৌঁছান। প্রথম পর্যায়ের বৈঠক ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

সভায় যেতে চাপ! ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যার চেষ্টা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দির বাজার, ৩০ নভেম্বরঃ জোর করে তৃণমূলের সভায় এক টোটোচালককে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। পরে মারধর ও অপমানে সেই টোটোচালক

ফেসবুকে লাইভ করে কীটনাশক খান। যদিও দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি। ফেসবুক লাইভের সেই ভিডিয়ো (যার সত্যতা 'দুরন্ত বার্তা' যাচাই করেনি) পরে এক্স-এ পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বাংলার বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। যা নিয়ে হইচই পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে। তৃণমূল অবশ্য গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপিরই চক্রান্ত দেখছে। সোমবার রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঃিদরবাজারে একটি সভা করেন। মঙ্গলবার তৃণমূলের পাল্টা সভা ছিল। অভিযোগ, সেই সভাতেই ঘাটেশ্বরার টোটোচালক সাবির মীরকে টোটোতে দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শরীর ভালো না থাকায় তিনি রাজি হননি। তাতে অবশ্য চিঁড়ে ভেজেনি। চাপের মুখে বাধ্য হয়েই অসুস্থ শরীরে দলের কর্মী-সমর্থকদের টোটোয় বসিয়ে সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার সভা শেষে সকলকে নিয়ে ফিরেও আসেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁকে ১৫০ টাকা ভাড়াও দেওয়া হয়। কিন্তু কেন অসুস্থ বলে তিনি প্রথমে যেতে রাজি হননি, তা নিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। দুর্গাপুর-বিজয়গঞ্জ বাজার রুটে টোটো চালাতেও বারণ করা হয় বলে অভিযোগ। সাবিরের কথায়, ''আমার তা হলে চলবে কী করে? এমনিতেই রুটে প্রথমে টোটো নামাতে ১১ হাজার টাকা দিতে হয়। তারপরে প্রত্যেক দিন ১০ টাকা করে জমা। এই টাকা দলের ফান্ডেও যায় না।'' রাতেই মন্দিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নেয়নি বলে দাবি করেছেন সাবির। এমনকি, বুধবার দুপুরেও থানায় গিয়ে তিনি খালি হাতেই ফেরেন। সেই সঙ্গে ফেরার পথে আবারও তাঁকে রাস্তা আটকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এরপরে বিকেলে বাড়ি ফিরে ফেসবুক লাইভ করে গোটা ঘটনা বিস্তারে জানিয়ে তিনি কীটনাশক খান। কিন্তু সাবিরকে দ্রুত উদ্ধার করে নাইয়ারহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হলে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। সাবির বাড়ি ফিরে এসেছেন।

GOVT. OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK SASATI, HOWRAH, 711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-18/2025-26 & 19/2025-2026 Vide Memo No-3303/Shy-II Dated-25.11.2025 & Memo No-3304/Shy-II Date-25.11.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission- **29.12.2025 at 12.00 PM**

Sd/- **BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH-711312

BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)
IRDAI Reg. No. 113 | CIN - U66010PN2000PLC015329
Regd. Office: Bajaj Insurance House, Airport Road, Yerawada, Pune-411006.
Tel.: 1800-209-5858 Fax: 020-30512246

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, with effect from **1st Feb 2026,** our **Malda office** (Code - 2414) is relocated to new premises as mentioned here in below:

Old office address	New office address
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.) 1st Floor, S.M.Pally (North), Opp. Jay Lodge, PS-English Bazaar, PO + Dist Malda – 732101	BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.), 139/129/206(A), (3rd Floor), Manaskamana Pally(Road), P.O. - Jhaljhalia, District - Malda, Pin - 732102

All policyholders are requested to take note of the new address mentioned herein above and any further correspondence to our above branch office be made only to our new address mentioned herein above.

This notice is issued for the information of all our esteemed policy holders and to the public at large, in public interest.

By order
Chief Executive Officer

For and on behalf of
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)

পোষ্যের স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনে অতিরিক্ত মিষ্টি
জানুন সঠিক খাদ্য বাছাইয়ের নিয়ম

মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি সারমেয় বা অন্যান্য পোষ্যের স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা লোভ থাকে। অনেক সময় মালিকেরা ভালোবাসার আবেগে তাদের পোষ্যকে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বা মিষ্টিযুক্ত খাবার খাইয়েও থাকেন। কিন্তু এই ভালোবাসার ফল যে ভয়ংকর হতে পারে, তা অনেকেই জানেন না। পোষ্যের দেহ মানুষের মতো নয়- তাদের পরিপাকতন্ত্র, শর্করা হজমের ক্ষমতা, লিভারের কার্যকারিতা সবই ভিন্ন। ফলে মানুষের জন্য নিরাপদ খাবারও পোষ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই পোষ্যকে কী খাওয়ানো যাবে আর কী নয়, তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শর্করার ধরন- কোনগুলো কতটা ক্ষতিকর? শর্করাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়-

১. প্রাকৃতিক শর্করা (যেমন ফলের শর্করা)২. অ্যাডেড বা যোগ করা চিনি৩. কৃত্রিম চিনি (যেমন জাইলিটল)এই তিন ধরনের শর্করাই পোষ্যের জন্য কমবেশি ক্ষতিকর, বিশেষত যখন তা অতিরিক্ত পরিমাণে তাদের দেহে প্রবেশ করে।

১. প্রাকৃতিক শর্করা-ফলে থাকা প্রাকৃতিক শর্করা- যেমন ফ্রুক্টোজ- পরিমিত পরিমাণে পোষ্যের জন্য উপকারী। কারণ ফল থেকে তারা পায় ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইবার। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন ফল অতিরিক্ত পরিমাণে দেওয়া হয়। পোষ্যের দেহ মানুষের তুলনায় শর্করা অনেক ধীরে হজম করে। ফলে বেশি ফল খেলে তার রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বে।ে যেতে পারে। এর ফলে হতে পারে-

ওজন বৃদ্ধি, হজমের সমস্যা, শক্তির তারতম্য, দাঁত ক্ষয়।

বিশেষ করে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে থাকা কুকুর বা বিড়ালের ক্ষেত্রে ফলের অতিরিক্ত শর্করা খুবই বিপজ্জনক।

২. অ্যাডেড বা যোগ করা চিনি-প্রক্রিয়াজাত খাবার, মিষ্টি বিস্কুট, কেক বা মানুষের জন্য বানানো স্ন্যাক্সে থাকে অতিরিক্ত চিনি। এই খাবার পোষ্যকে খাওয়ানো চলতেই পারে না। কারণ- এই খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠা বেড়ে দেয়, শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত ক্যালরির ফলে দ্রুত মোটা হয়ে যায়, হজমশক্তি কমে যায়, চর্বিজনিত সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। মানুষের তুলনায় কুকুর বা বিড়াল অনেক ধীরে শর্করা ভাঙে। ফলে সামান্য মিষ্টিও তাদের দেহে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

৩. কৃত্রিম চিনি- সবচেয়ে বিপজ্জনক-কৃত্রিম মিষ্টি, বিশেষ করে জাইলিটল, পোষ্যের জন্য বিষের মতো।অতি কম পরিমাণ জাইলিটলও

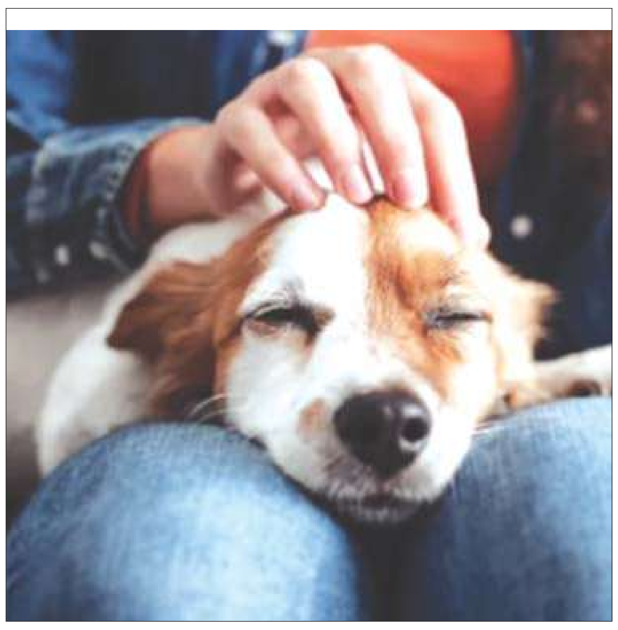

করতে পারে-

হঠাৎ রক্তে শর্করা কমে যাওয়া

খিঁচুনি, লিভার ফেলিয়োর, এমনকি মৃত্যুও ।।

অনেক মানবদেহের জন্য তৈরি সুগার-ফ্রি চকলেট, চুইংগাম, কেক বা বেকিং পণ্যেই থাকে এই জাইলিটল। তাই বা।রি যে কোনও খাবারই পোষ্যের নাগালের বাইরে রাখা জরুরি। নিয়মিত মিষ্টি খেলে পোষ্যের যে সমস্যা হতে পারে। যদি পোষ্য নিয়মিত শর্করাযুক্ত খাবার খেতে থাকে, তাহলে তার শরীরে দেখা দিতে পারে একাধিক শারীরিক সমস্যা-হজমের সমস্যা,অতিরিক্ত মিষ্টি পোষ্যের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে। এতে-

পেটে ব্যথা, গ্যাস, ডাইরিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। দাঁত ও মা।রি ক্ষতি।

চিনি দাঁতের ইনামেল নষ্ট করে। পোষ্যের নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করা হলে- দাঁত ক্ষয়

মাড়ির প্রদাহ, দুর্গন্ধ, দাঁত পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি,বাড়ে। কৃমি হওয়ার প্রবণতা। অনেক সময় মিষ্টি জাতীয় খাবারের অতিরিক্ত গ্রহণ পোষ্যের শরীরে কৃমির পরিমাণ বা।য়ে দেয়, যা তাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে খারাপ করে। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি,মোটাপানা পোষ্যের শরীরে-

হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, জয়েন্ট পেইন ডায়াবেটিস।এর মতো জটিলতা বাড়িয়ে দেয়। শর্করার বিকল্প- কী দেওয়া যাবে? পোষ্যের জন্য বাজারে বিশেষভাবে তৈরি পেট-ফ্রেন্ডলি ট্রিট পাওয়া যায়। এগুলোতে সাধারণত থাকে- কম চিনি, পেট-সেফ উপাদান

ভিটামিন ও মিনারেল,তবে এই ধরনের ট্রিট দৈনিক ডায়েটের ১০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। এর বেশি দিলে সুষম খাদ্য ব্যাহত হয় এবং পোষ্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ কমে যায়।

স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে দিতে পারেন- গাজর, শসা, ব্লুবেরি (সামান্য), আপেল (বীজ ছা।া), কুমড়ো, বীট (অল্প)

এসব খাবার পোষ্যের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং কম চিনি যুক্ত।

শেষকথা ভালোবাসা মানেই সঠিক যত্ন পোষ্যের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকেই খাবারকে ব্যবহার করেন। কিন্তু ভালোবাসা মানেই তাকে মানবদেহের খাবার খাওয়ানো নয়। বরং সঠিক জ্ঞান ও সতর্কতার সাথে পোষ্যের খাবার নির্বাচন করা জরুরি। মিষ্টি বা কোনো রকম চিনি-সমৃদ্ধ খাবার পোষ্যকে খাওয়ানোর আগে একবার ভাবুন- সামান্য আনন্দের বিনিময়ে তার দেহে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পোষ্যের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সুষম ডায়েট, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত খাবারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভালোবাসুন, কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে- তবেই আপনার প্রিয় পোষ্য থাকবে সুস্থ, সক্রিয় ও নিরাপদ।

পোষ্য নানা ভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল তার ঘুমোনোর ভঙ্গি। বাড়িতে সারমেয় কী ভাবে ঘুমিয়ে থাকে তা থেকে তার আরাম, উদ্বেগ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা তথ্য জানা সম্ভব। পোষ্যের ঘুমোনোর বিভিন্ন ভঙ্গির অন্তর্নিহিত অর্থ জানা থাকলে বাড়িতে সে কতটা নিরাপদ অনুভব করে, তা জানা সম্ভব।

এক পায়ে বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, তা শরীরের কোন লক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করে?

১) পোষ্য এক পাশে কাত হয়ে ঘুমোতে পারে। এর অর্থ সে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে। তার আরামে কোনও সমস্যা নেই। ঘুমোনোর সময়ে সারমেয় যদি পা নাড়ে বা ধীরে ধীরে অবস্থান পরিবর্তন করে, তার মানে সে স্বপ্ন দেখছে।

২) পোষ্য যদি চিত হয়ে ঘুমোয়, তার মানে তার স্বাস্থ্য ভাল। এই ভাবে ঘুমোনোর মাধ্যমে পোষ্য অনেক সময়ে তার দৃঢ় মনোবল ব্যক্ত করতে পারে। কারণ সারমেয়র মন ভাল না থাকলে, সে কখনও পেটের দিকটি উন্মুক্ত করে ঘুমোয় না।

৩) পোষ্য যদি বৃত্তাকারে কুঁকড়ে ঘুমোয়, তা হলে তার ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে। কারণ কুঁকড়ে শুয়ে থাকলে সারমেয়রা শরীরে বেশি পরিমাণে উত্তাপ একত্রিত করতে পারে। আবার অনেক সময় এই একই অবস্থানে থাকার মাধ্যমে সে শারীরিক অসুস্থতার ইঙ্গিতও দিতে পারে।

৪) পোষ্য যদি সিংহের মতো ভঙ্গিতে সামনের দিকে দুই পা প্রসারিত করে ঘুমোয়, তা হলে বুঝতে হবে সে বিশ্রাম করছে।

এই অবস্থানে পোষ্য চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক থাকে। সামান্য শব্দে সে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

৫) পোষ্য যদি অন্য কোনও পোষ্য বা বাড়ির কোনও সদস্যকে জড়িয়ে ঘুমোয়, তা হলে সেটি তার ভালবাসা প্রকাশের মাধ্যম। সে যে নিজেকে বাড়িতে সুরক্ষিত মনে করছে, ঘুমের এই ভঙ্গি থেকে তা স্পষ্ট হয়।

জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠ সহকারীর বিরুদ্ধে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বরর ঃ রাশিয়ার সাথে তিন বছরের যুদ্ধের মাঝেও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ওপর চলা চাপ কমছে না। যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই তাঁর ঘরোয়া অন্দরে নতুন এক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং প্রধান কর্মকর্তা, আন্দ্রি ইয়ারমাকের বিরুদ্ধে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮০০ কোটি টাকা) দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এমন এক সময়ে যখন দেশটির রাজনীতি অস্থির এবং যুদ্ধের কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন, তখন এই অভিযোগ ইউক্রেনের শাসক দলের জন্য বড় ধরনের অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন ইয়ারমাকের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালানো ইউক্রেনের রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

আন্দ্রি ইয়ারমাক ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কাজ করছেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর, ইউক্রেনের দুর্নীতি দমন শাখা তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে ইয়ারমাক নিজেই তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ট্রেলিগ্রামে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ায় তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করছেন এবং এই বিষয়টির জন্য তাঁর আইনজীবী ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। যদিও ইয়ারমাক অভিযোগের বিষয়ে কোনো সরাসরি মন্তব্য করেননি, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ১০০ মিলিয়ন

মার্কিন ডলারের দুর্নীতি এবং অবৈধ অর্থলেনদেনের অভিযোগ ইউক্রেনের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তৈরি করেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেওয়া ইউক্রেনের প্রশাসনের জন্য এ ধরনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে সমালোচিত হতে পারে। যুদ্ধের মাঝে এমন একটি দুর্নীতির অভিযোগের প্রভাব সরাসরি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর পড়ড়ছে। যদিও তিনি নিজে এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো দায়ভার গ্রহণ করেননি, তবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অভিযোগ তুলেছে যে, এই দুর্নীতির পিছনে হয়তো প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির কিছু না কিছু সমর্থন বা প্রশ্রয় থাকতে পারে। তাঁদের মতে, ইয়ারমাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠলে, সেটা সাধারণত শীর্ষ নেতৃত্বের অজান্তে ঘটতে পারে না। এটি ইউক্রেনের জনগণের মধ্যে একটি বড় ধরনের অনাস্থা তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে যখন তারা রাষ্ট্রীয় সংস্থান এবং যুদ্ধের জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করছে। যুদ্ধের সময়ে দেশের রাজনীতি যখন এতটাই অস্থির, তখন এমন একটি দুর্নীতির ঘটনা জনগণের আস্থায় আরও ধাক্কা দিতে পারে।

৩ বছর ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে গিয়ে তিনি প্রায় একটানা চেষ্টায় লিপ্ত। তবে, একাধিক শান্তি আলোচনা এবং সমঝোতার পরেও এখনও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর জন্য বেশ কিছু শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন, তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সেগুলির অনেক শর্তে আপত্তি জানিয়েছেন।

প্রয়াত অসম গণ পরিষদ-এর প্রাক্তন উপ-সভাপতি

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.)ঃ চলে গেলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, অসম গণ পরিষদ-এর প্রাক্তন উপ-সভাপতি পাথারকান্দির নব রাজকুমার ওরফে মনু সিং। আজ রবিবার ভোররাত প্রায় দেড়টা নাগাদ শ্রীভূমি জেলা অসামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতিনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের। দীর্ঘদিন থেকে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন মনু সিং। গতকাল সন্ধ্যারাতে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তৎক্ষণা তাঁকে শ্রীভূমি জেলা অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ ভোরের দিকে প্রয়াতের মরদেহ পাথারকান্দি রেলস্টেশন সংলগ্ন নিজের বাড়িতে আনা হয়। নব রাজকুমার ওরফে মনু সিংঙের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আজ সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ছুটে যান। তাঁরা প্রয়াতের পার্থিব দেহে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রয়াত মনু সিঙের বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সঞ্জীব দেবনাথ বলেন, নব রাজকুমারের মতো বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা পাথারকান্দি।

হংকংয়ে তিন দশকের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডঃ ফায়ার অ্যালার্ম বিকল, মৃত বেড়ে ১২৮ বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বরর ঃ হংকংয়ের তাই পো জেলার ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার সকালে প্রশাসনিক রিপোর্টে জানানো হয়, সাতটি বহুতল আবাসনে ছড়িয়ে পড়া আগুনে এখন পর্যন্ত ১২৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে। প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে-দুর্ঘটনার সময় অধিকাংশ ভবনের ফায়ার অ্যালার্ম কাজই করেনি। ফলে বাসিন্দাদের আগুন লাগার খবর সময়মতো পৌঁছয়নি, বেরিয়ে আসার পর্যাপ্ত সুযোগও পাননি তাঁরা। দমকলের দাবি, যদি অ্যালার্ম সঠিকভাবে কাজ করত, প্রাণহানি এতটা ভয়াবহ হতো না। বুধবার রাতে ঘটে এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড। একটি ৩২ তলা আবাসনে সংস্কারের কাজ চলাকালীন সেখান থেকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দ্রুত আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের সাতটি বহুতলে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুর দিকে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৪, কিন্তু প্রায় ৩০০ বাসিন্দার খোঁজ না মেলায় আগুন নেভার পর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত ১,০১৮টি ইউনিটে উদ্ধারকারীরা প্রবেশ করেছেন। অনেক জায়গায় দরজা-জানালা ভেঙে ফেলে ভিতরে ঢুকে দেহ উদ্ধার ও জীবিতদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। দমকলের হিসেব অনুযায়ী, ভবনের ভিতর এখনও অন্তত ১৬টি দেহ আটকে থাকতে পারে। এ ছাড়াও বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ। ঘটনায় ৭৯ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার পাশাপাশি মৃতদের পরিবার এবং আহতদের আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে প্রশাসন। তদন্তকারীরা মোট ৮টি ব্লকের ফায়ার অ্যালার্ম পরীক্ষা করে দেখেন-বেশিরভাগই অচল। ফলে আগুনের সতর্কবার্তা পৌঁছয়নি কারও কাছে। অ্যালার্মের এই ভয়াবহ ত্রুটিই এত বড় প্রাণহানির প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। হংকংয়ের আধুনিক নগর পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই অগ্নিকাণ্ড।

ফিনল্যান্ডের সিদ্ধান্ত-ভারতের তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে দূতাবাস প্রত্যাহার

সংবাদসংস্থা , ৩০ নভেম্বর ঃ- ফিনল্যান্ড, যাকে অনেকেই ‘ ক্লজের দেশ’ বলে মনে করেন, সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান-সহ ভারতের তিনটি প্রতিবেশী দেশ- পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মায়ানমার-থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে তাদের দূতাবাস তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে দেশটি। ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কৌশলগত পরিবর্তন এবং কার্যকারিতার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউরোপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ফিনল্যান্ড দীর্ঘ দিন ধরেই একটি শান্তিপ্রিয় ও কূটনীতিনির্ভর দেশ হিসেবে পরিচিত। ভারতের সঙ্গে দেশের সম্পর্কও বহু দিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্থিতিশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সীমিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশে দূতাবাস পরিচালনা করা ফিনল্যান্ডের জন্য কার্যকর বলে তারা আর মনে করছে না। ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, ইসলামাবাদে (পাকিস্তান), কাবুলে (আফগানিস্তান) এবং ইয়াংগনে (মায়ানমার) অবস্থিত দূতাবাসগুলি ২০২৬ সালের মধ্যে বন্ধ করা হবে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘ দেশগুলির রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং সীমিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে চাই।’’পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি গত কয়েক বছরে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা প্রায় নিয়মিতই দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই পাকিস্তান আফগানিস্তানে বোমা হামলা চালায়, তার পর আফগানিস্তান থেকেও পাল্টা আক্রমণ হয় বলে অভিযোগ। যদিও কিছু দেশের মধ্যস্থতায় আপাতত সংঘর্ষবিরতি হয়েছে, কিন্তু সম্পর্কের তাপমাত্রা এখনও তলানিতেই রয়েছে। পাকিস্তানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কারাবন্দি অবস্থা এবং তার আইনি লড়াই ঘিরেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিক্ষোভ, রাজনৈতিক চাপান-উতোর, অর্থনৈতিক সংকট-সব মিলিয়ে দেশটি দীর্ঘ দিন ধরেই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। মায়ানমারের অবস্থাও আরও জটিল। ২০২১ সালে সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক সরকারকে উখাত করে ক্ষমতা দখল করে। তার পর থেকেই দেশজু।ে গৃহযুদ্ধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশটির কূটনৈতিক সম্পর্কও ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে। ফিনল্যান্ড এসব পরিস্থিতিকে বিবেচনায় এনেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এই তিনটি দেশে তাদের দূতাবাস কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারছে না, এবং কূটনৈতিক অবস্থান শক্ত করার জন্য সম্পদ পুনর্বণ্টন প্রয়োজন। ফিনল্যান্ড শুধু যে তিনটি দেশ থেকে দূতাবাস প্রত্যাহার করছে তা নয়-তারা বিশ্বব্যাপী তাদের কূটনৈতিক অবস্থান নতুন করে সাজাচ্ছে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে সরকার।

প্রয়াগে ভিড় জমাচ্ছে সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি, খুশি পর্যটকরা

প্রয়াগরাজ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)ঃ শীতের আমেজ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ভিড় জমাচ্ছে সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখিরা। শনিবার প্রয়াগের সঙ্গমে দেখা মেলে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখির। চারিদিক উড়ে ড়োতে থাকে পাখিগুলি। এই দৃশ্য দেখে খুশি পর্যটকরা।এক পর্যটক বলেন, আমরা সঙ্গম ঘাটে এসেজ্ছি, এই জায়গাটি আমাদের ভীষণ পছন্দের। সাইবেরিয়ান পাখি আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা পাখিগুলিকে খাবার খাওয়ালাম। পাখিগুলো দেখে আমরা অনেক খুশি হয়েছি এবং অনেক ভিডিওও তৈরি করেছি। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রতিবছরই শীতের সময় প্রয়াগরাজে আসে সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি। এবারও অন্যথা হল না।

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে ডামাডোল রাজনৈতিক আবহে

বেঙ্গালুরু, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)ঃ কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে ডামাডোল রাজনৈতিক আবহে শনিবার সকালে সিদ্দারমাইয়ার সঙ্গে দেখা করলেন ডি কে শিবকুমার। উভয়ে একসঙ্গে খেলেন সকালের খাবারও। এদিন সকালে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বেঙ্গালুরুর বাড়িতে যান উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার, আমন্ত্রণ জানান সিদ্দারমাইয়াই। দু'জনে প্রাতঃরাশও করেছেন। এরপর বৈঠকে বসেছেন তাঁরা। পরে বাড়ি থেকে বেরোন ডি কে শিবকুমার। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে এখন দড়ি টানাটানি চলছে। শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্ব মানতে রাজি নন শিবকুমার। এই নিয়ে টানাপড়েন চলছে। তাঁদের প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড। এই আবহে সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে প্রাতঃরাশে বসেন শিবকুমার।

টানা বন্যা ও ধসের প্রলয়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা,মৃত অন্তত ৫৬

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বরর ঃ টানা ভারী বর্ষণ, তার সঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস-এই তিনের সম্মিলিত আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। গত এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম বৃষ্টির কারণে দেশটির বহু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়, যখন একটানা বৃষ্টি এবং ধসের কারণে বহু জায়গায় বসতবাটি ধ্বংস হয়ে যায়, রাস্তাঘাট অচল হয়ে পড়ে এবং বহু পরিবার কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছেন অন্তত ৫৬ জন নাগরিক। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমবেশি ৬০০টি ঘরবাড়ি। গত সপ্তাহের শুরু থেকেই আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে ওঠে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টিপাতের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বাড়তে থাকায় বহু নদী উপচে পড়তে শুরু করে এবং পথঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ঘরবাড়ি, দোকানপাট, কৃষিজমি থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোও তলিয়ে যায় পানির নিচে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় বাদুল্লা ও নুয়ারা ইলিয়া জেলায়, যেখানে একাধিক জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এই দুই অঞ্চলেই মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের বেশি মানুষের। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন আরও ২১ জন।

আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধসের কারণে বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেক পরিবার মুহূর্তের মধ্যে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন আশঙ্কা করছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও মানুষ আটকে থাকতে পারেন, ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। অতিবৃষ্টির ফলে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বহু গুরুত্বপূর্ণ রেললাইন জলের নীচে চলে গেছে, ফলে বহু রুটে ট্রেন পরিষেবা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় প।ছে গাছ, ভেঙে পড়েছে পাথর, কাদামাটিতে ঢাকা পড়েছে হাইওয়ে। এর ফলে জরুরি প্রয়োজনেও মানুষ চলাফেরা করতে পারছেন না। বহু এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।।

Name Change

I, Rofikul Islam (Old Name) S/O–Imambaks Biswas resident of Vill-Dairpara , Po-Joykrishnapur, Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Rofikul Islam to Rafikul Islam and henceforth I shall be known as Rafikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Rafikul Islam & Rofikul Islam both are same and one identical person

Name Change

I, Rokiya Bibi (Old Name) W/O–Rabiul Sekh residing at Purandarpur , Kandi , Murshidabad, West Bengal 742171 do hereby declared that I have changed my name from Rokiya Bibi to Rafiya Bibi and henceforth I shall be known as Rafiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Rafiya Bibi & Rokiya Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Faruk Ahamed (Old Name) S/O–Md Joynal Abedin Mirza residing at Vill & PO-Dalua , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Faruk Ahamed to Md Faruk Mirza and henceforth I shall be known as Md Faruk Mirza (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Md Faruk Mirza & Faruk Ahamed both are same and one identical person.

Name Change

I, Murshed (Old Name) S/O–Md Muslim residing at Mahajanpara , Baluachara , Kaliachak , Malda , West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Murshed to Md Mursed and henceforth I shall be known as Md Mursed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Md Mursed & Murshed both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sainul Islam (Old Name) S/O–Md Nizamuddin residing at Vill-Airmary , PO-K D Para , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Md Sainul Islam to Sainul Islam and henceforth I shall be known as Sainul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Sainul Islam & Md Sainul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Manisha D/O–Raj Kumar Kumawat resident of Vill-Chhota Kulberia , Po-Bhurulia , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741157 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Manisha Kumawat to Manisha and henceforth I shall be known as Manisha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/11/2025.My name Manisha & Manisha Kumawat both are same and one identical person.

Name Change

I, Asim Kumar Paul (Old Name) S/O–Ajit Kumar Paul residing at Vill & PO-Banjetia , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Asim Kumar Paul to Asim Pal and henceforth I shall be known as Asim Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Asim Pal & Asim Kumar Paul both are same and one identical person.

Name Change

I, Bijoy Mondal (Old Name) S/O–Sudhir Mondal residing at Vill & PO-Kishorpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Bijoy Mondal to Bijay Kumar Mandal and henceforth I shall be known as Bijay Kumar Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Bijay Kumar Mandal & Bijoy Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Badrunnesha Bibi (Old Name) W/O–Md Anwar Ali residing at Vill & PO-Barua Gopalpur , PS-Murarai , Birbhum, West Bengal 731222 do hereby declared that I have changed my name from Badrunnesha Bibi to Badrun Bibi and henceforth I shall be known as Badrun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/11/2025. My name Badrun Bibi & Badrunnesha Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Hameda Bibi , W/O-Iyakub Sk , residing at Durgapur , Berhampore , Murshidabad, 742187, do hereby declare that in certain official records my & my husband's & my daughter's name, has been mistakenly printed as Swraton Bibi (my name) & (My husband's name) Akibur Saikh & (my daughter's name) Mamtaj Khatoon , instead of my & my husband's & my daughter's correct name Hameda Bibi (my name) & (my husband's name) Iyakub Sk & (my daughter's name) Mamataj Khatun declared by notary public Berhampore court dated on 28/11/2025

Name Change

I, Hazi Abdur Bashid Sk (Old name) S/o- Hazi Taher Sk, Resident at, Vill-Mahalandi Bautipara, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Murshidabad, West Bengal, 742180, I have changed my name Hazi Abdur Bashid Sk to Hazi Abdur Rashid Sk (New name) I shall be known as Hazi Abdur Rashid Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 28/11/2025 Hazi Abdur Bashid Sk & Hazi Abdur Rashid Sk same and one identical person.

Name Change

I, Safijul sk (Old name) S/o-Bablu Sk, Resident at, Vill-Sunia, Po- Sehalai, Ps-Bharatpur, Murshidabad, West Bengal,742301, I have changed my name Safijul sk to Sarfijul Sk (New name) I shall be known as Sarfijul Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 28/11/2025 Safijul sk & Sarfijul Sk same and one identical person.

Name Change

I, Sonatan Das (Old Name) S/O–Laxmi Das resident of Vill-Atkula , Po-Sunuti , Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Sonatan Das to Sanatan Das and henceforth I shall be known as Sanatan Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before Magistrate affidavit Berhampore court on 20/08/2025. My name Sanatan Das & Sonatan Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Mani Mahan Bagchi (Old Name) S/o Girish Bagchi Residing at Tentulia, P.o - Tentulia, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Monimohan Bagchi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-11-2025. Mani Mahan Bagchi (Old Name) and Monimohan Bagchi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Husneara Begam, W/o Lt. Abul Hossain, residing at Vill-Singa, P.O.-Dighalgram, P.S.-Haringhata, Dist-Nadia hereby solemnly affirm and state that I have changed my name to Husnewara Hossain vide affidavit No. 02/EM/KLY dated 16/09/2025 before the 1st class Judicial Magistrate at Kalyani. Husneara Begam and Husnewara Hossain both are one and same identical person.

Name Change

I, KHOKAN CHANDRA DAS, (DOB - 12/2/1960) S/o Lt. Dhananjoy Das, residing at Bidhan Park, Block- A,P.O. &P.S. Barasat, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that in my passport my DOB was wrongly recorded as 1/1/1965. Now it is rectified as 12/2/1960 in all purpose vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 21/11/2025.

Name Change

I, Madhurima Chakrabortty (old name) Doughter of Aloke Chakrabortty, residing at G/1, Cluster- 1, Purbachal Saltlake Tank No-13,Sector-III Pin-700097, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Madhurima Chakraborty (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, dated 28/11/2025. Madhurima Chakraborty (New Name) and Madhurima Chakrabortty (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Ehsanullah (old name) S/O Md Wahidullah , residing at 11C/1, Topsia 2nd Lane Po & Ps.Tiljala Kolkata PIN.700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ahsanullah (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 28/11/2025. Md Ahsanullah (new name) and Md Ehsanullah (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SK ZISAN S/o Sk Jalal residing at Vill. & P.O. Paniara, P.S.-Panchla, Dist. Howrah-711302, W.B. do hereby solemnly affirm and declare my son's actual name SK TAHER AHSAN instead of TAHER AHSAN vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore affidavit No. 5303 dated 20/03/2025. SK TAHER AHSAN and TAHER AHSAN both are same and one identical person.

Name Change

I,GITA RANI PAUL (OLD NAME) W/O SUJIT KUMAR PAUL,RESIDING AT ,SUBHAS PALLY ,P.O & P. S - NIMTA,DIST - NORTH 24.PGS, KOLKATA - 700049 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GITA PAUL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , 1CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ,DATED - 18/11/2025 ,SL NO - 28023 ,GITA PAUL (NEW NAME) AND GITA RANI PAUL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, Syed Rashid Akhtar (Old name) son of Syed Mohiuddin Ahmad, residing at 1A, Alimuddin Street, P.S. - Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Rashid Akhtar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/11/2025.Syed Rashid Akhtar (Old name) and Md Rashid Akhtar (New name) both are same and identical person.

Name Change

I, Firoja Begam wife of Late Saidul Ali Mondal, redsiding at Ranihati, Panchla, P.O - Joynagar, Howrah - 711302, West Bengal, declare that my husband's correct and actual name is Saidul Ali Mondal which is mentioned in his Death Certificate but in my voter card inadvertently his name recorded as Saidul Mondal. Saidul Mondal and Saidul Ali Mondal both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No.46/2025 dated 29/11/2025.

Name Change

I, Kartick Das (Old Name) S/o Kumarjit Das Residing at 38, Kashipur Road, Dasnagar, P.o+P.s - Dasnagar, District - Howrah, Pin - 711105, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kartick Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-11-2025. Kartick Das (Old Name) and Kartick Chandra Das (New Name) both are same and one identical person.

ঘরে ঢুকতে গেলে স্বামীকে চাকু মারার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মালদা, ৩০ নভেম্বর ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। ঘরে ঢুকতে বাধা স্বামীকে। জোর করে ঘরে ঢুকতে গেলে স্বামীকে চাকু মারার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্বামীর। শনিবার গভীর রাতে মালদার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট পঞ্চায়েতের উত্তর সালালপুর গ্রামের ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে ঘটনা কে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে।পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতের নাম বিশ্বজিৎ সরকার বয়স আনুমানিক ৩১ বছর। অভিযুক্ত স্ত্রী পম্পা রায় সরকার। বিশ্বজিতের পরিবারে চার বছরের একটি কন্যা রয়েছে। বিশ্বজিৎ গাজল টোল ট্যাক্সে কাজ করতেন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বিগত ছয় বছর আগে বিশ্বজিৎ ও পম্পার মধ্যে ভালোবাসা করে বিবাহ হয়। পম্পার বাড়ি দক্ষিণ সালালপুর এলাকায়।পরিবার সূত্রে আরো জানা গেছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মাঝেমধ্যেই গণ্ডগোল হতো। গতকাল রাত্রি আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ বিশ্বজিৎ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে তার স্ত্রী পম্পা ঘরের মধ্যে ঢুকতে বাধা দে। এই নিয়ে শুরু হয় তাদের মধ্যে বিবাদ বলে জানা যায়। এরপর বিশ্বজিতের স্ত্রী পম্পা বাড়ির ভেতর থেকে চাকু বের করে বিশ্বজিতের বা দিকে আঘাত করে। বিশ্বজিতের চিংকারে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ির ছুটে এসে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় সেইখান থেকে রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসা চলাকালীন গভীর রাতে মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বামন গোলা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকেই বিশ্বজিতের স্ত্রী পম্পা কে গ্রেপ্তার করে। কি কারনেই নিজের স্বামীকে খুন করলো স্ত্রী তাও তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

নদীয়ার সীমান্তে উত্তেজনা, কাঁটাতার পেরোতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মৃত এক চোরাকারবারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৩০ নভেম্বর ঃ নদিয়ার মাটিয়ারি-বানপুর সীমান্তে শনিবার গভীর রাতে এক চোরাকারবারির মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি-এমনটাই দাবি বিএসএফের। জওয়ানদের বারবার সতর্কবাণী উপেক্ষা করায় বাধ্য হয়ে গুলি চালানো হয়, যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এলাকার বাসিন্দারা জানান, রাতের নির্জনতায় হঠাৎ গুলির শব্দে চারদিক থমথমে হয়ে ওঠে। পরে জানা যায়, সীমান্তের কাঁটাতার পেরোতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক পাচারকারী। বিএসএফ সূত্র অনুযায়ী, শনিবার (গতকাল) গভীর রাতে নিয়মিত টহল দিতে দিতে জওয়ানরা মাটিয়ারি-বানপুর সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক নড়াচড়া লক্ষ্য করেন। সীমান্তের ওপারেই রয়েছে বাংলাদেশ। অন্ধকারে একজনকে সীমান্তের দিকে দ্রুত এগোতে দেখেই তাঁকে থামতে বলা হয়। কিন্তু তিনি কোনও নির্দেশই মানেননি। বরং আরও দ্রুত কাঁটাতারের দিকে এগোতে থাকেন। জওয়ানদের দাবি, একইভাবে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি থামেননি, বরং কাঁটাতার টপকে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং পাচারকারীকে আটকানো সম্ভব না হওয়ায় বাধ্য

হয়েই গুলি চালান জওয়ানরা। গুলিতেই মৃত্যু হয় ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। ঘটনার পরই খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তাঁর সঙ্গে কোনও অবৈধ জিনিস ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অস্থির। বাংলাদেশের আদালতে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর দেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও উত্তেজনা চলছে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশে সীমান্তরক্ষায় আরও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। নদিয়ার সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও সেনাবাহিনী মিলিত টহল দেবে-এমন সিদ্ধান্তও প্রশাসনের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বাড়তি টহলের মাঝেই ঘটল শনিবার রাতের গুলির ঘটনা।

এসআইআর ফর্ম ঘিরে তোলপাড়! ৭০ বছরের নুরাল শেখ '২ সন্তানের' বাবা? লালগোলায় অশান্তি চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রামে এসআইআর ফর্ম কেন্দ্র করে অদ্ভুত ঘটনা ঘিরে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধ নুরাল শেখকে হঠাৎই ৪০ বছরের এক যুবক ' বলে দাবি করায় এলাকায় হাসাহাসি, গুঞ্জন, আবার একই সঙ্গে পারিবারিক অশান্তি তুঙ্গে পৌঁছেছে। ঘটনার সূত্রপাত, যখন লালগোলা অঞ্চলে এসআইআর ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। প্রত্যেক পরিবার তাদের তথ্য জমা দিচ্ছিল। সেই সূত্রেই সামনে আসে ফর্ম পূরণকারী বাবু শেখ নামের এক ব্যক্তির তথ্য। ফর্মে বাবুর বাবার নাম হিসেবে লেখা হয়েছে- নুরাল শেখ, যিনি বয়সে প্রায.৭০। এই তথ্য পরিবারের কাছে পৌঁছতেই ঘটে বিপর্যয়। নুরালের তিন মেয়ে আর দুই ছেলে, সকলেই বিবাহিত। বহু বছর আগে স্ত্রী মারা গিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই দিন কাটছিল। হঠাই বাবার ' ফাঁস হতেই রেগে আগুন সন্তানেরা। এমনিতেই সম্পত্তির পাঁচ ভাগীদার। আরও একজন বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় চরমে পারিবারিক কলহ।এদিকে প্রতিবেশীরা বলছেন, ভাগ্যিস এসআইআর-এর আগেই নুরালের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। নাহলে বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর এই ' কথা জানতে পেরে হযতো তিনি আত্মঘাতী হতেন। এই মন্তব্য আরও অপমানিত করেছে বৃদ্ধকে। তিনি জোর গলায় সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, বাবু শেখ আমার সন্তান নয়। আমার সঙ্গে তার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। কে কেন আমার নাম ব্যবহার করেছে, তা আমি জানি না। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে কর্ণপাত করতে নারাজ সন্তানেরা। এলাকার এক বাসিন্দার দাবি, আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বাবু শেখ। এসআইআরে যাতে নাম বাদ না যায় সেই কারণেই এভাবে নুরালের নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন। তবে বিষয়টা যে এই পর্যায়ে যাবে, তা আন্দাজ করতে পারেননি তিনি। যদিও গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, নুরাল শেখের পরিবারকে টাকা দিয়ে, অনুমতি নিয়েই বাবু শেখ বৃদ্ধের নাম ব্যবহার করেছেন। এখন গোটা বিষয়টা অস্বীকার করছেন। এবিষয়ে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও বলেন, বিষয়টা বিডিওকে জানিয়েছি। তাঁর নির্দেশ মতোই পদক্ষেপ করব।

বর্ধমানের পারুল গ্রামে তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যু, রাস্তার ধারের পুকুরে দেহ উদ্ধার, খুন নাকি দুর্ঘটনা?

নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর ঃ বর্ধমানের পারুল গ্রামে তৃণমূলের এক নেতার রহস্যমৃত্যু এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। শনিবার সকালে কাজে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ থাকা শুভেন্দু মালিক ওরফে হাবলের দেহ রবিবার সকালে এক রাস্তার ধারের পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা বাইকও পুকুর পাড়ে পড়ে ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুভেন্দু মালিক পারুল গ্রামের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১৪ নম্বর বুথের সদস্য ছিলেন। শনিবার সকালে তিনি তার কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হন। দুপুর তিনটের পর থেকে পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানরা ফোন করে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর ফোনটি বন্ধ ছিল। শত চেষ্টার পরও খোঁজ না পেয়ে, এলাকার মানুষ রবিবার সকালে ইটলা গ্রামের একটি পুকুরে তার দেহ দেখতে পান। দ্রুত পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তারা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা। তাঁকে খুন করা হয়েছে, নাকি দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর মৃত্যু, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে জানিয়েছে পুলিশ। জামালপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহমুদ খান বলেন, শনিবার থেকে ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে শুনেছি। আজ, সকালে দেহ উদ্ধার। পাশেই বাইকটি অন অবস্থায় রয়েছে। কী কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট নয়। পুলিশকে খবর দিই। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে আসল কারণ বার করুক।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর

মিঠুন হালদার ঃ চিকিৎসায় গাফিলতি জেরে এক রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রোগীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিজনরা হাসপাতালে ওয়ার্ডে ব্যাপক ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনার খবর পেয়ে বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত থাকা অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেলডাঙা থানার বাসিন্দা নার্গিস বানু খাতুন (৫৫) নামে এক মহিলাকে

অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তাররা ওই মহিলাকে সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা দিলেও রাত এগারোটা নাগাদ নার্গিসের মৃত্যু হয়। ওই মহিলার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ওয়ার্ডে গিয়ে ভাঙচুর শুরু করেন তাঁর আত্মীয়রা। মৃত ওই ওই মহিলার এক আত্মীয.অভিযোগ করেন, নার্গিসকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর কোনও ডাক্তার বা নার্স তাঁকে দেখেননি। দীর্ঘক্ষন নার্গিসকে হাসপাতালের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পরও স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতিতে এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় নার্গিসের মৃত্যু হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নার্গিসের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকেরা মারমূখী হয়ে ওয়ার্ডে ভাঙচুর শুরু করলে সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্সরা ওয়ার্ড ছেড়ে পালিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বহরমপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এরপর সেখানে ছুটে আসে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বহরমপুর থানার অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী আসার আগেই মৃত ওই মহিলার আত্মীয়রা ওয়ার্ডের কাঁচের দরজা ছাড়াও চেয়ার, টেবিলে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। পাশাপাশি ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয় বেশ কিছু দামি ওষুধ। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানান,হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মহম্মদ মাসুম কবির , রোহন করিম , মাসুদ করিম এবং জিয়াউর রহমান নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের সকলের বাড়ি বেলডাঙা থানা এলাকায়।

জঙ্গলে ভুয়ো রাজ্য পুলিশের পরীক্ষা! লক্ষ টাকার প্রতারণায় ৭ জন গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বুদবুদ, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজ্য পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার জাল বিছানো হয়েছিল বিশাল পরিসরে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতারকরা বিশ্বাস অর্জনের জন্য আয়োজন করেছিল একেবারে নকল নিয়োগ পরীক্ষা। আর সেই ভুয়ো পরীক্ষার কেন্দ্র বানানো হয়েছিল বুদবুদ থানার দেবশালার কলমডাঙ্গা গ্রামের নির্জন জঙ্গলকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল গোটা কারসাজি। বুদবুদ থানার পুলিশ রবিবার সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের আদালতে তোলার জন্য বর্ধমানেও নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকশো বেকার যুবকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলেছিল প্রতারক চক্রটি। রাজ্য পুলিশে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নানাভাবে প্রলোভন দেওয়া হতো প্রার্থীদের। কেউ কেউ শেষ সম্বল বিক্রি করেও টাকা দিয়েছিলেন, এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে। প্রতারকদের দাবি ছিল-টাকা দিলেই পাকা চাকরি নিশ্চিত। আর সেই আস্থা তৈরি করার জন্যই আয়োজন করা হয় নকল পরীক্ষা। পুলিশ জানায়, শনিবার কলমডাঙ্গার জঙ্গলে আয়োজন করা হয়েছিল এ পরীক্ষার। প্রার্থীরা এলেও সন্দেহজনকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু লোক। খবর পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয়। পুলিশ দেখেই চাকরিপ্রার্থীরা পালিয়ে যান। তবে ঘটনাস্থল থেকেই সাতজনকে পাকড়াও করা হয়, যারা নকল পরীক্ষার আয়োজনে যুক্ত ছিল বলে দাবি পুলিশের। ঘটনাস্থলে মেলে নানান প্রমাণ-ভুয়ো প্রশ্নপত্র তৈরির কাগজ, কিছু নথি, দুটি ছোট চারচাকা গাড়ি এবং চমকপ্রদভাবে পঞ্চায়েতের ব্যবহারের একটি জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কটি নিয়েই তৈরি করা হয়েছিল আড়াল, যাতে বাইরে থেকে সন্দেহ না হয়। ট্যাঙ্কারটি কেন সেখানে এল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেবশালা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সোমনাথ চৌধুরী বলেন, ওই এলাকায.শ্রাদ্ধের কাজের জন্যে একজন ট্যাঙ্কার ভাড়া নিয়েছিলেন শুক্রবার। শনিবার ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও দেননি। এর বাইরে আমরা কিছু জানি না। তবে স্থানীয়দের দাবি-ট্যাঙ্কারের আড়ালে চলছিল নকল পরীক্ষা, যাতে বাইরের কেউ বুঝতে না পারে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি আরও জানান, ধৃতদের মোবাইল ফোন, ডায়েরি, লেনদেনের তথ্য-সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে কোথা থেকে প্রার্থী জোগা। করত, টাকা কোথায় যেত, আর নকল প্রশ্নপত্র কে বানাত-সবই তদন্তের আওতায়।

পথকুকুরদের খাওয়ানো নিয়ে অশান্তি, 'আক্রান্ত' অভিনেতা দম্পতি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.)ঃ পথকুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে 'আক্রান্ত' হলেন অভিনেতা দম্পতি। কলকাতার কসবা রাজডাঙার রাস্তায় অভিনেতা ইন্দ্রনীল মল্লিক ও অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিককে নাকি মারধরও করা হয়েছে পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য। পথকুকুরদের খাওয়ানো, দেখভাল করা নিয়ে এর আগে 'হেনস্থা' হয়েছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। যে শহরের নাগরিকরা কিছদিন আগে পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে সরব হয়েছিলেন, এবার সেই শহরেই পথকুকুরদের ভালবাসতে গিয়ে রোষের শিকার হতে হল সেলিব্রিটি দম্পতিকে। অভিনেতা - অভিনেত্রীর অভিযোগ, পথকুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে এলাকার মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে থাকা সঙ্গীরাও। অভিযোগকারী অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক একটি ভিডিও-এ শেয়ার করেছেন। সেখানে ঘাড়ধাক্কা দিতে দেখা গেছে এক ব্যক্তিকে। অভিনেত্রী-দম্পতির দাবি শুক্রবার রাতে, রাজডাঙার গোল্ডপার্ক এলাকায়, পথকুকুরদের খাওয়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, সেইসময়ই স্থানীয় একটি ক্লাব থেকে তেড়ে আসেন কয়েকজন ব্যক্তি। পথ কুকুর খাওয়ানো নিয়ে শুরু হয় দুই পক্ষের বচসা। অভিযোগ, কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদেরকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করেন তাঁরা। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীও ছিল বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এমআর বাঙুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 'আক্রান্ত' অভিনেতা দম্পতিকে।

পজিটিভ বার্তার পরিচালনায় এবং শান্তিনিকেতন ই-হাট এর উদ্যোগে ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বোলপুর, ৩০ নভেম্বর ঃ রবিবার বিকালে খেলার উত্তেজনার রেশ ছড়িয়ে পড়লো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। পজিটিভ বার্তার পরিচালনায় এবং শান্তিনিকেতন ই-হাট এর উদ্যোগে এদিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই খেলায. মুখোমুখি হয়েছিল বাহিরী ব্রজসু ন্দরী হাই স্কুল গার্লস ফুটবল একাডেমী ও কামারপাড়া সৃজনী মহিলা ফুটবল একাডেমী। মাঠের প্রতিটি মুহূর্তে মেয়েদের চোখে-মুখে ছিল অদম্য জেদ, আর তাদের পায়ে ছিল শিল্পের ছোঁয়া। শেষ পর্যন্ত দুরন্ত খেলার প্রদর্শনী করে ৩-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় বাহিরী ব্রজসু ন্দরী হাই স্কুল গার্লস ফুটবল একাডেমী। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় (ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ) নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের অন্যতম প্রধান কান্ডারী খুশি মাঝি। তার ক্ষিপ্রতা এবং গোল করার সুযোগ তৈরির ক্ষমতা ছিল সত্যিই চোখে পড়ার মতো। এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব শুধু স্থানীয় ক্রীড়াজগতের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর এক গভীর প্রভাব রয়েছে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা এই মহিলা ফুটবলাররা বহু প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে নিজেদের খেলার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পুরুষদের ডোমেইন বলে পরিচিত এই খেলার মাঠে মেয়েদের

এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, সুযোগ পেলে তারাও যেকোনো ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে প্রস্তুত। পজিটিভ বার্তা নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে নারী ক্ষমতায়নের এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। শান্তিনিকেতন ই-হাট ও পজিটিভ বার্তার এই যৌথ প্রয়াস স্থানীয় মহিলা ক্রীড়াবিদদের মনোবল বাড়াতে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট উভয় দলকেই সমানভাবে উৎসাহিত করার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি দুটো দলকেই পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেন। তার এই সমর্থন কেবল আর্থিক নয়, এটি এক বিশাল মনোবলের প্রতীক। তার এই পদক্ষেপ মেয়েদের কঠোর পরিশ্রম ও আবেগকে স্বীকৃতি দেবে। মলয় পীট বলেন, এই মেয়েরা আমাদের সমাজের সম্পদ। তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা যদি একটু সাহায্য করতে পারি, তবে সেটাই আমাদের আসল প্রাপ্তি। মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয়. মানুষের উচ্ছ্বাস এবং খেলোয়াড়দের মুখের হাসি প্রমাণ করে, এমন উদ্যোগ আমাদের গ্রামবাংলায় কেবল খেলার সংস্কৃতিকেই বাঁচিয়ে রাখে না, বরং নতুন প্রজন্মের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। এই ফুটবল টুর্নামেন্ট নিছক খেলা নয়, এটা আগামীর জন্য এক উজ্জ্বল বার্তা।

এসএসবি-র ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নকশালবাড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন সশস্ত্র সীমা বল এর ৮ নম্বর বাহিনীর ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস শনিবার আনন্দঘন পরিবেশে উদ্যাপিত হল। খপরেলে অবস্থিত ৮ নম্বর বাহিনীর কার্যালয়ে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই উৎসবমুখর দিনটি পালিত হয়।অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এসএসবি শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আইজি বন্দন সাক্সেনা। উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি একে সি সিংহ, রানিডাঙা সেক্টরের ডিআইজি মঞ্জিত সিংহ পাড্ডা, অষ্টম বাহিনীর কমান্ড্যান্ট মিতুল কুমারসহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। কেক কেটে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।উপস্থিতদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমান্ড্যান্ট মিতুল কুমার জানান, সশস্ত্র সীমা বল ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে 'স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় সৌহার্দ্য বজায় রাখা, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন, বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়ন শিবির আয়োজনসহ বহু জনমুখী কাজে এসএসবি সক্রিয়.ভূমিকা পালন করে আসছে।তিনি আরও বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় এসএসবি-র জওয়ানরা নিরলসভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। নিজের বক্তব্যে ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি একে সি সিংহ বলেন, এসএসবি-র ইতিহাস গৌরবময়। কারগিল যুদ্ধের পর বাহিনীর কাঠামো ও দাযিত্ব পালনে পরিবর্তন আনা হয়। ২০০১ সালে এসএসবি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে আসে। পরবর্তী সময়ে ১৭৫১ কিমি ভারত-নেপাল সীমান্ত এবং ২০০৩ সালে ৬৯৯ কিমি ভারত-ভুটান সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এসএসবি-কে দেওয়া হয়।২০০৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর দেশের সুরক্ষায় বাহিনীর নতুন ভূমিকা ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয.সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)'। জাতির প্রতি এসএসবি-র উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাহিনীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নানান সম্মানেও ভূষিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠান ঘিরে গোটা এলাকায় ছিল উৎসবের আবহ ও আনন্দমুখর পরিবেশ।

আন্ডার ওয়াটার রোবোটিক ভেহিক্যাল দ্বারা ব্রিজের সুরক্ষা মজবুতকরণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে উন্নত রিমোটলি অপারেটেড রোবোটিক ভেহিক্যাল (আরওআরভি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ব্রিজেরআন্ডার ওয়াটার এবং কাঠামোগত পরিদর্শন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর অবস্থিত বিখ্যাত সরাইঘাট ব্রিজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ এবং আলিপুরদয়ার ডিভিশনের অধীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ রয়েছে। এই ব্রিজগুলির কাঠামোর কিছু অংশ সারা বছরই ডুবে থাকে, যার ফলে ভিত্তি, কূপ এবং স্তম্ভের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য জলতলের পরিদর্শন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক সরাইঘাট ব্রিজ, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মিত ভারতের প্রথম রেল-সহ-সড়ক ব্রিজ, যা ১.৪৫ কিলোমিটার লম্বা এবং পান্ডু ও আমিনগাঁওকে সংযুক্ত করে। উত্তর-পূর্বভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেল-সড়ক লাইফলাইনের

মধ্যে একটি হিসেবে, এর নিরীক্ষণ আরওআরভি জরিপ, লিডার, থার্মালইমেজিং, গ্রাউন্ডপেনি ট্রেটিং রাডার (জিপিআর) এবং আল্ট্রাসনিক পালসভেলোসিটি (ইউপিভি) পরীক্ষার সমন্বয় ব্যবহার করে পরিদর্শন করা হয়েছিল। মূল্যায়নগুলিতে পিয়ারক্যাপ, কূপেরভিত্তি, জলের নিচেরস্কোর জোন, সুপারস্ট্রাকচারস্ট্রেস পয়েন্ট এবং ডেক কম্পোনেস অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যে, অলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে, যেখানে আরও আর ভি ডুবে যাওয়া স্তম্ভ, নদীরতল এবং সম্ভাব্য ত্রুটির হাই-রেজোলিউশনের ভিজ্যুয়াল ক্যাপচার করেছে। এই সমস্ত কাঠামোতে জলের নিচে কোনও বড় ত্রুটি সনাক্ত করা যায়নি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(E)/Lighting/Zone1/Borough1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/WD4/APAS/01/168/170/0003 (1st Call) Name of work : **Approval for inviting tender for the work replacement of street light at 6/2G, etc. Uma Kanta Sen Lane in Ward No. - 004 under Borough-1, KMC in relation to "AMADER PARA AMADER SAMADHAN" Camp 2025.** Estimated Amount : **₹ 1,99,869.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of completion : **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/WD4/APAS/01/168/244/0003 (1st Call) Name of work : **Approval for inviting tender for the work replacement of street light at 1H/113, etc. Sarba Khan Road in Ward No. 004 under Borough-1, KMC in relation to "AMADER PARA AMADER SAMADHAN" Camp 2025.** Estimated Amount : **₹ 1,49,978.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 at 9 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **29.11.2025 at 9 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Elec)/Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for following works:

(1) NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/66/0001 Name of work : **Installation of minimast light and other electrical accessories at 1 No., 13 No, 15 No Bechulal Road and ITS adjacent area in Ward No. 55.** Estimate Amount: **₹ 4,99,777.29.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **22.12.2025 upto 1 p.m.** Bid opening date : **24.12.2025.** The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 (1 p.m.)**

(2) NIT No. : LTG/61/APAS/01/161/63/0002 Name of work : **Improvement of street lighting system at 5 Park Lane in Ward No. 61.** Estimate Amount: **₹ 1,37,393.00.** Earnest Money: **₹ 2,800.00.** Period of completion : **12 days.**

(3) NIT No. : LTG/61/APAS/01/161/64/0001 Name of work : **Improvement of street lighting arrangement from 30 to 37 Park Lane in Ward No. 61.** Estimate Amount: **₹ 2,28,855.00.** Earnest Money: **₹ 4,600.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.12.2025 upto 10.55 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Bid opening date for Technical Proposals : **30.12.2025 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3). and from the website **https:// wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 & 3).

The **Executive Engineer(E)/LTG/ZONE-IV/BR-XII, KMC** invites e-tender online, percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/244/25-26 Name of work : **Installation of street lighting system with LED fittings at no light areas of EM Bypass Service Road at Tagore Park, Sarada Pally, VIP Bazar and other adjacent areas of Ward No. 107, Br-XII.** Estimated Amount : **₹ 4,99,567.46.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/242/25-26 Name of work : **Essential Renovation works by supplying LED light fixture with other accessories of street lighting system along EM Bypass under Br.-XII.** Estimated Amount : **₹ 2,77,808.58.** Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of completion : **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/245/25-26 Name of work : **Repairing and replacement of Glow Sign Boards at different places of Ward No. 105, Br-XII.** Estimated Amount : **₹ 3,49,846.83.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of completion : **10 days.** Last date and time of submission of Bid : **25.12.2025 up to 3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid form and other details are available on and from : **28.11.2025 from 3 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer(Electrical)/Lighting/Zone-IV, KMC** invites e-tender online two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/261/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system at Bidhan Pally and Indra Park in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 3,28,273.00.** Earnest Money: **₹ 6,600.00.** Period of completion : **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/272/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system at M.G.Road bye lane in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 2,65,708.00.** Earnest Money: **₹ 5,400.00.** Period of completion : **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/273/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system at Nabapally in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 4,39,307.00.** Earnest Money: **₹ 8,800.00.** Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/275/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system by pole and fittings at Vivekananda Sarani, 22 Bigha in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 2,49,920.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/276/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system at Sreebhumi in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 1,49,766.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/287/25-26 (1st Call) Name of work : **Installation of street lighting system at Kalyan Nagar Barma Colony in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 1,49,893.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/143/267/25-26 (1st Call) Name of work : **Development of street lighting system by minimast pole at Diamond Park in Ward No. 143.** Estimate Amount: **₹ 1,46,727.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **26.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 7). Date Tender Opening for technical purpose : **29.12.2025 – 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on **08.12.2025 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 7). and from the website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7). **(1557/25-26)**

অ্যাসিস্টের নজিরে ৪৭তম ট্রফি জয় মেসির, মায়ামি চ্যাম্পিয়ন

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ কেরিয়ারে ৪৭তম ট্রফি জয়। সেই সঙ্গে গড়লেন ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে অ্যাসিস্টের নজির। লিওনেল মেসির নতুন রেকর্ডের দিনে ইন্টার মায়ামির ঝুলিতে ঢুকল তৃতীয় ট্রফি। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনালে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ৫-১ গোলে হারাল জাভিয়ের মাসচেরানোর দল। মেসি গোল না পেলেও অ্যাসিস্ট করলেন। হ্যাটট্রিক করলেন তাদেও আয়েঃদে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই মায়ের আদরে ভাসলেন আর্জেন্তিনীয় কিংবদন্তি। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল মায়ামির। ১৪ মিনিটে জোরালো শটে গোল করেন আয়েন্দে। ২৩ মিনিটে জর্ডি আলবার থেকে ফের ব্যবধান বা॥ন আয়েন্দে ৩৭ মিনিটে নিউ ইয়র্ক একটি গোল শোধ করে। ৬৭ মিনিটে মায়ামির হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মাতেও সিলভেত্তি। যে গোলের পাস বা॥ন মেসি। যার সাহায্যে কেরিয়ারে মেসির মোট অ্যাসিস্ট দাঁড়াল ৪০৫। ফেরেঙ্ক পুসকাসের ৪০৪টি অ্যাসিস্টের নজির ছাপিয়ে গেলেন তিনি। এরপর ৮৩ মিনিটে চতুর্থ গোল তেলাস্কো সেগোভিয়া। অনেকটা নীচ থেকে এসে গোলের বল সাজিয়ে দেন আলবা। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে হ্যাটট্রিক করেন আয়েন্দে। শেষ পর্যন্ত মায়ামি জেতে ৫-১ গোলে। মায়ের উপস্থিতিতে ৪৭তম ট্রফি জিতলেন মেসি। ট্রফি তুলে দেন টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ। ট্রফি জয়ের তাঁর মা সেলিয়া মারিয়াকে জড়িয়ে ধরেন। গালে চুমু খেয়ে ছেলেকে আদরে ভরিয়ে দেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা ও তিন সন্তান। মেজর সকার লিগে দুটো ভাগ- ইস্টার্ন কনফারেন্স ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স। মায়ামি পূর্বাঞ্চলের ১৫ দলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ছিল। এরপর প্রতিটি অঞ্চলের ৮টি দল নিজেদের মধ্যে নক-আউট পর্ব খেলে। ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনালে নিউ ইয়র্ক সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মেসিরা। এই ম্যাচ জেতার ফলে উঠলেন এমএলএস কাপের ফাইনালে। ৭ ডিসেম্বর সেখানে প্রতিপক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের ভ্যানকুভার সিটি। সেই ম্যাচে জিতলে টানা দু'টি ট্রফি ঢুকবে মেসির ঝুলিতে। আর তারপরই ভারত সফর।

লা লিগাঃ রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে শীর্ষে উঠল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা , ৩০ নভেম্বর(হি.স.)ঃ কাম্প নউয়ে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে আলাভেসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে হান্সি ফ্লিকের দল। ইয়ামালের দর্শনীয় গোলে সমতায় ফেরার পর, জোড়া গোল করেন ওলমো। ১৪ ম্যাচে ১১ জয় ও ১ ড্রয়ে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের পয়েঃট ৩২, তবে একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা। রবিবার জিরোনার বিপক্ষে জিতলে আবার শীর্ষে ফিরবে মাদ্রিদের দলটি। আসরে সপ্তম হারের পর ১৪ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্দশ স্থানে আছে আলাভেস।

আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজে সমতায় ফিরল বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ৪ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতায় ফিরল বাংলাদেশ। ১৭১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। দলের জয়ে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন লিটন কুমার দাস। ৪৩ রান করেন ওপোনার পারভেজ হোসেন ইমন। শনিবার দিন রাতের ম্যাচে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় আয়ারল্যান্ড। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে আয়ারল্যান্ড করে ১ উইকেটে ৭৫ রান।এরপর ম্যাচের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান করে আয়ারল্যান্ড। দলের হয়ে ৩২ বলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন লরকান টাকার। বাংলাদেশ দলের হয়ে ৪ ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন শেখ মেহেদি হাসান।

সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক ২০২৫ঃ শ্রীকান্ত ফাইনালে তন্বী, উন্নতির হার

লখনউ, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবার লখনউতে মিঠুন মঞ্জুনাথের বিরুদ্ধে তিন গেমের উত্তেজনাপূর্ণ জয়ের মাধ্যমে সৈয়দ মোদী ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর ফাইনালে প্রবেশ করে কিদাম্বি শ্রীকান্ত। এই বছর তার প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাবের আরও কাছাকাছি চলে এসেছেন এবং টুর্নামেন্টে আয়োজকদের শেষ একক আশা হয়ে উঠেছেন। শ্রীকান্ত মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তাঁর তরুণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১৩ ব্যবধানে জয়লাভ করে হংকংয়ের জেসন গুণওয়ানের সঙ্গে শিরোপা লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়েছেন। উন্নতি হুদা এবং তন্বী শর্মা তাঁদের নিজ নিজ সেমিফাইনালে হেরে যান এবং একইভাবে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন, অনিয়মিত ভুল এবং অসঙ্গতি তাঁদের উপর প্রভাব ফেলে। তানভি জাপানের হিনা আকেচির কাছে ২১-১৭, ২১-১৬ এ হেরে গেলেও, উন্নতি তুরস্কের নেসলিহান আরিনের কাছে ২১-১৫, ২১-১০ এ হেরে যান। এদিকে, ট্রিসা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ মালয়েশিয়ান জুটি জিন ইয়ে ওং এবং কারমেন টিং-এর বিরুদ্ধে ২১-১১, ২১-১৫ ব্যবধানে সহজ জয়ের মাধ্যমে তাদের শিরোপা রক্ষার পথে এগিয়ে যান, শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে এবং পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখেন।

ছয়ের 'রাজা' রোহিত শর্মা

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে ৩টি ছক্কা হাঁকালেন হিটম্যান। শেষ পর্যন্ত ৫১ বলে ৫৭ রান করে আউট হন। তার মধ্যে ছিল তিনটি ছক্কা। যার সাহায্যে এখন আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছয় এখন রোহিত শর্মার নামে।

৫০ ওভারের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড এতদিন ছিল পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদির দখলে। তিনি ৩৯৮ ম্যাচে ৩৫১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। এই ম্যাচের আগে মাত্র ২৭৬ ম্যাচে ৩৪৯ ছক্কা হাঁকিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন রোহিত। রবিবার রাঁচিতে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। তাঁর ছয়ের সংখ্যা ৩৫২। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে ক্রিস গেল। ৩০১ ম্যাচে তিনি হাঁকিয়েছেন ৩৩১টি ছক্কা।

রোহিতের তিনটি ছক্কার মধ্যে দু'টি এল প্রেনেলান সুব্রাচয়েনের ওভারে। ১৫তম ওভারের প্রথম বল মিডউইকেটের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দিলেন হিটম্যান। ঠিক তার পরের বলেই আরেকটি ছক্কা। পরের ছয়টি এল মার্কো জানসেনের ওভারে। বহুপরিচিত পুল শটে ৩৫২তম ছয়টি মারলেন তিনি। তারপরই শুভেচ্ছার বন্যা। আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে হিটম্যানকে। তবে ভালো শুরু করেও সেঞ্চুরি করা হল না রোহিতের। জানসেনের নীচু হয়ে আসা বলের নাগাল পেলেন না প্রাক্তন অধিনায়ক। বলটা সোজা তার প্যাডে এসে লাগে। উলটো দিকে বিরাট কোহলির অভিব্যক্তিই বুঝিয়ে দিচ্ছিল সেটা আউট। ১০ সেকেন্ড কথা বলার পর আর রিভিউ নেননি রোহিত। তবে এই ম্যাচে রো-কো একটি নজিরও গড়েছেন। ভারতের হয়ে একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি খেলার নজির এখন তাঁদের নামে। তাঁরা একসঙ্গে ৩৯২টা ম্যাচ খেলেছেন।

শেষ মুহূর্তের গোলে বায়ার্নের জয়

মিউনিখ, ৩০ নভেম্বর(হি.স.)ঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার রাতে বুন্দেসলিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে বায়ার্ন সেন্ট পাউলি বিরুদ্ধে। শুরুতে আন্দ্রেয়াসের গোলে পিছিয়ে প॥র পর স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান রাফায়েল গেরেইরো। পরে শেষ সময়ে গোল করে বায়ার্নকে জেতান লুইস দিয়াস ও নিকোলাস জ্যাকসন। ম্যাচে মোট ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৫টি শট করে বায়ার্ন। যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল তিনটি। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল বায়ার্ন। ১২ ম্যাচ ১১ জয় ও এক ড্রয়ে ৩৪ পয়েন্ট তাদের। সমান ম্যাচে ৮ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লাইপজিগ।

সচিনের রেকর্ড ভেঙে শীর্ষে কোহলি

ধোনির শহরে 'কিং কোহলির সেঞ্চুরি- ২৯১ দিন পর ঘরে ফিরেই মহাসফল

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ ২৯১ দিন পর দেশের মাঠে প্রত্যাবর্তন ছিল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। রাঁচির দর্শকেরা অপেক্ষায় ছিলেন তাঁদের ব্যাটিং ঝলক দেখার। রোহিত ঝড় দেখালেন শুরুতেই- ৫১ বলে ৫৭ রান, সঙ্গে আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে রাঁচিতে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নতুন রেকর্ড। কিন্তু দিনের আসল নায়ক হয়ে উঠলেন বিরাট কোহলি। সিডনি টেস্টে সেঞ্চুরি মিস করলেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন-রানের ক্ষুধা কমেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পর মানসিকভাবে নুইয়ে পড়া দলকে নতুন আশার আলো দেখালেন তিনি। রাঁচিতে অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ১০২ বলের সেঞ্চুরি-এটাই তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫২তম শতরান। জানসেনের বলে নেওয়া সেই সিঙ্গেলই কোহলির ' আরও স্মরণীয় করে দিল। দীর্ঘ বিরতির পর ভারতীয় ক্রিকেটের দুই স্তম্ভ ফিরলেন, আর কোহলির সেঞ্চুরিতেই দল ফিরে পেল আত্মবিশ্বাসের আলো। সিডনিতে সেঞ্চুরি পাননি। তবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর রানের খিদে আগের মতোই। যে দলটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হেরে মানসিকভাবে অনেকটাই ' সেই দলটাকে রাজার মতো সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে চাঙ্গা করে দিলেন। রাঁচি যে বরাবরই তার ' তা আবারও প্রমাণ হল। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে এই নিয়ে তিনটি সেঞ্চুরি করলেন বিরাট। ২৯১ দিন পর দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির। রাঁচিতে আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড গড়ে. ৫১ বলে ৫৭ রানে আউট হন হিটম্যান। কিন্তু বিরাটকে দমানো যায়নি। রাঁচিতে আন্তর্জাতিক ওয়ানডে'তে ৫২তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন ' জানসেনের বলে চার মেরে ১০২ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করলেন তিনি। সেঞ্চুরির পর চেনা ভঙ্গিতে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। যা প্রাণ সঞ্চারিত করল গোটা স্টেডিয়ামে। এক সমর্থক তো নিরাপত্তার বেষ্টনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ঢুকে কোহলির পায়ে পড়লেন। তাঁকে অবশ্য তৎক্ষণা সরিয়ে নেওয়া হয়। ২৮০ দিন পর সেঞ্চুরি করলেন কোহলি। চলতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব মিলিয়ে ৫৩তম সেঞ্চুরি হল তাঁর। শীর্ষে থাকা শচীনের থেকে এখন ১৭ ধাপ পিছনে তিনি।

মুস্তাক আলিতে ৩২ বলে সেঞ্চুরিতে অভিষেক শর্মার নজির

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ অভিষেকে জব্দ বাংলা। রবিবার হায়দরাবাদে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সুপার সাইক্লোনিক ইনিংস খেললেন বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার অভিষেক শর্মা। ৩২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তিনি ভেঙেছেন একাধিক রেকর্ড। পাঞ্জাব অধিনায়কের ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যে বঙ্গ ব্রিগেডের সামনে ৩১১ রানের বিশাল লক্ষ্য রাখে পাঞ্জাব। জবাবে বাংলার ইনিংস থামে ১৯৮ রানে। রবিবার হায়দরাবাদ জিমখানা গ্রাউন্ডে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পাঞ্জাব। প্রভসিমরন সিংয়ের সঙ্গে ওপেন নেমে তাণ্ডব শুরু করেন অভিষেক। বাংলা দলে ছিলেন মহম্মদ শামি, আকাশ দীপের মতো বোলার। তাঁদের একেবারেই রেয়াত করেননি অভিষেক। বিধ্বংসী ব্যাটিং করে ১২ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন। প্রভসিমরনও কম যাননি। ২৪ বলে অর্ধশতরান হাঁকান তিনি। প্রথম ছ'ওভারে পাঞ্জাব পৌঁছে যায় ৯৩ রানে। কিছুতেই বাগে আনা যায়নি দুই ব্যাটারকে। এরই মধ্যে ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেন অভিষেক। বাংলার বোলারদের বাঁহাতি ব্যাটারের সামনে অসহায় লাগছিল। একটা সময় মনে হচ্ছিল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ডবল সেঞ্চুরির লক্ষ্য নিয়ে খেলছেন। শেষ পর্যন্ত ৫২ বলে ১৪৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে আকাশ দীপের বলে ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরলেন। তাঁর ইনিংস সাজানো ৮টি চার ১৬টি ছক্কা দিয়ে। তিনি যখন আউট হলেন, পাঞ্জাবের রান তখন ১২.৩ ওভারে ২০৫। এমন ঝোড়ো

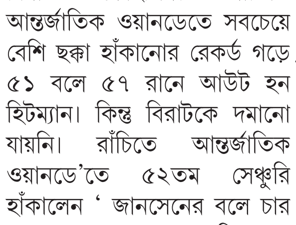

ইনিংসের পর একাধিক নজির গড়েন ' কা বেটা'। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব তুলল ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩১০ রান। প্রভসিমরন করলেন ৩৫ বলে ৭০ রান। বাংলার সব বোলারই বেধ।ক মার খেলেন। শামি ১ উইকেট পেলেও ৪ ওভারে দিলেন ৬১ রান। আকাশ দীপ ৫৫ রানে ২ উইকেট পেলেন। তাঁর ' যুবরাজ সিংও ১২ বলে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। রবিবার অভিষেক শর্মাও ১২ বলে এই হাফসেঞ্চুরি করলেন। যা ভারতীয়দের মধ্যে এটাই দ্বিতীয় দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির। তালিকায় প্রথমে রয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের আশুতোষ শর্মা। তিনি রেলওয়ের বিপক্ষে ১১ বলে পঞ্চাশ করেছিলেন। মাত্র ৩২ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেও রেকর্ড গড়লেন অভিষেক। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় তৃতীয়। তাছাড়াও প্রভসিমরনের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ২০৫ রান যোগ করেন অভিষেক। যা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ইতিহাসে প্রথম উইকেটে সর্বোচ্চ রান। এছাড়াও এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরও করেন অভিষেক। তাছাড়াও দ্বিতীয়বারের মতো কোনও দল ৩০০-র বেশি রানের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। মুস্তাক আলি ট্রফির ইতিহাসে ২০২৩ সালে সিকিমের বিপক্ষে ৩৪৯ রান করেছিল বরোদা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে বাংলা। ১.৪ ওভারের মধ্যে সাজঘরে ফেরেন অভিষেক পোড়েল (৬), করণ লাল (১), শাহবাজ আহমেদরা (০)। একটা সময় ৮৯ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল বাংলার। একা কুম্ভ হয়ে ৬৬ বলে ১৩০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেও হার এড়াতে পারলেন না বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ৮ ব্যাটার ফিরলেন এক অঙ্কের স্কোরে। পাহাড় প্রমাণ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলার ইনিংস থামল ১৯৮ রানে। ১১২ রানে হেরে গেল অভিমন্যুর দল। তিন ম্যাচে প্রথমবার হারের মুখ দেখল বাংলা।

আইপিএলকে বিদায়,কোচ হিসেবে কেকেআরে ফিরছেন আন্দ্রে রাসেল

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার আন্দ্রে রাসেলের ' ঝড়' আর দেখা যাবে না ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। দীর্ঘ ১২ বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে অসংখ্য স্মৃতি তৈরি করে রবিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন তিনি। তবে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দিলেন আশা- কেকেআরকে ছেড়ে যাচ্ছেন না তিনি। আগামী মরশুম থেকেই নাইটদের সাপোর্ট স্টাফে যোগ দেবেন 'পাওয়ার কোচ' হিসেবে। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের হৃদয়ের কথা জানান রাসেল। লেখেন, আইপিএলে আর খেলব না। ১২ বছরের যাত্রা অসাধারণ ছিল। কেকেআর পরিবার থেকে পেয়েছি অগণিত ভালোবাসা। তাঁর পোস্টেই স্পষ্ট হয়ে যায়, খেলা ছাড়লেও সম্পর্ক ছা।ছেন না শার্গো, কলকাতা ও কেকেআরের সঙ্গে তাঁর আবেগময় যোগ। রাসেল জানান, সবচেয়ে ভালো ব্যাপার-আমি আমার পরিবার ছাড়ছি না। কেকেআরেই নতুন ভূমিকায় ফিরছি। আমাকে দেখা যাবে পাওয়ার কোচ হিসেবে। তাঁর এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে নাইটভক্তদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে-কারণ রাসেল আর মাঠে না থাকলেও ডাগআউটেই থাকবেন দলের ছায়াসঙ্গী হয়ে। মরশুম শুরুর আগে কেকেআরের রিটেনশন তালিকায় রাসেলের নাম না থাকায় ভক্তদের মধ্যে জল্পনা ছড়িয়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন, সম্ভবত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় আর নেই এই বিগ-হিটার অলরাউন্ডার। কিন্তু পিছনে ছিল আরও বড় সিদ্ধান্ত-রাসেলের নিজের ইচ্ছা এবং টিম ম্যানেজমেঃটের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই তিনি খেলোয়া।ি জীবন শেষ করছেন এবং কোচিং স্টাফে যোগ দিচ্ছেন। কেকেআরের হয়ে তিনটি আইপিএল শিরোপা জয়ের স্মৃতি, অসংখ্য ম্যাচ জেতানো ইনিংস, শেষ ওভারের নাটকীয় ছক্কা-এই সবই তাঁকে বানিয়েছে কিংবদন্তি নাইট। তাই তাঁকে আর মাঠে না দেখার দু ঃখ যতই থাকুক, তাঁর কেকেআরে ফিরে আসা অনেকটাই আবেগঘন এবং ভক্তদের জন্য সন্তোষজনক। রাসেলের অবসরের পিছনে রয়েছে বাস্তবতা। চলতি বছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান তিনি। এরপরও অনেকেই আশা করেছিলেন অন্তত আইপিএলে কেকেআরের হয়ে তিনি খেলবেন। কিন্তু গত কয়েক মৌসুম ধরে তিনি নিজের পুরনো বিস্ফোরক ফর্ম ধরে রাখতে পারেননি। গত বছর কেকেআর তাঁকে ১২ কোটি টাকায় ধরে রাখে। অথচ ১৩ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১৬৭ রান-যা তাঁর নামের পাশে মানায় না। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫৭ ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য ইনিংস ছিল না। বল হাতে কিছু ম্যাচে ছন্দ পেলেও সমগ্র মরশুমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেননি। এর সঙ্গে চিরাচরিত ইনজুরির সমস্যাও তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা ও রাসেল দু'পক্ষই উপলব্ধি করেছেন, নতুন ভূমিকায় সরে যাওয়াই আরও ফলপ্রসূ হতে পারে। আর তাই আলোচনার ভিত্তিতেই আসে সিদ্ধান্ত-খেলা ছা।ছেন রাসেল, কিন্তু পরিবার ছাড়ছেন না। তাঁর ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, শক্তি ও ফিটনেস স্কিল কাজে লাগানোর জন্যই তাঁকে কেকেআরের ' কোচ' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রাসেলের মতো বিশ্বমানের অলরাউন্ডার যখন কোচের ভূমিকায় আসছেন, তখন কেকেআরের ডাগআউট নিঃসন্দেহে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ব্যাটসম্যানদের পাওয়ার-হিটিং স্কিল, শরীরচর্চা, বিস্ফোরক শট নির্বাচন-সবই তাঁকে দিয়ে শেখানো সম্ভব হবে তরুণ প্রতিভাদের। পাওয়ার হিটিংয়ের অন্যতম সেরা আইকন রাসেলই নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের গড়ে তুলবেন-এটা কেকেআরের জন্য বিশাল সম্পদ। রাসেলকে কেকেআরের জার্সিতে ব্যাট হাতে দেখা না যাওয়ার দু ঃখ আছে। সেই ' ওভারে জেতানো, ১০ বলে ৪০, ১৩০ মিটার ছক্কা-সবই থাকবে স্মৃতিতে। কিন্তু ভক্তরা সান্ত্বনা পাচ্ছেন এই ভেবে যে রাসেল হারিয়ে যাচ্ছেন না। রূপ বদলে, দায়িত্ব বদলে-তিনি থাকছেন তাদেরই পরিবারের অংশ হয়ে। আন্দ্রে রাসেলের আইপিএল থেকে অবসর শুধু এক ক্রিকেটারের বিদায় নয়-এটা এক আবেগঘন অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং কেকেআরের গল্পে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। মাঠে দ্রে-রাসের ঝড় আর না বইলেও, ডাগআউটে তাঁর শক্তি, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা নতুন ঝড় তুলবে নিশ্চিতভাবেই।

এবার ঘোষণা লোবেরার সহকারীর নাম, দল অপরিবর্তিত রেখেই মাঠে নামবে মোহনবাগান

৩০ নভেম্বর ঃ শুধু সের্জিও লোবেরাই নন। তাঁর এক সহকারীও যোগ দিচ্ছেন মোহনবাগানে। উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী এই সহকারী কোচের নাম দেওগ্রাসিয়া মার্কুয়েজ ডাভিড। মোলিনার আমলের সহকারী কোচ ইগরকে আর রাখছে না সবুজ-মেরুন।এদিকে শনিবার রাত পর্যন্ত ভিসা পাননি মোহনবাগানের নতুন কোচ লোবেরা। শহরে আসতে শুরু করে দিয়েছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। রবিবার তাঁদের মেডিক্যাল টেস্ট হবে। সোমবার থেকে ফিজিক্যাল ট্রেনারের তত্ত্বাবধানে মাঠে নেমে যাওয়ার কথা। আইএসএল হলে যাতে শুরু থেকেই জেসন কামিংসদের পুরোপুরি ফিট পাওয়া যায়, সেই দিকেই প্রধান লক্ষ্য হবে মোহনবাগানের নতুন কোচ লোবেরার। তবে কোচিংয়ে বদল হলেও দলে আপাতত বিরাট কোনও বদল হচ্ছে না। জানা গিয়েছে, মোলিনার সময়ের দল নিয়েই খেলবে মোহনবাগান। রেখে দেওয়া হয়েছে গোলকিপার কোচ বা ফিটনেস ট্রেনারদের।

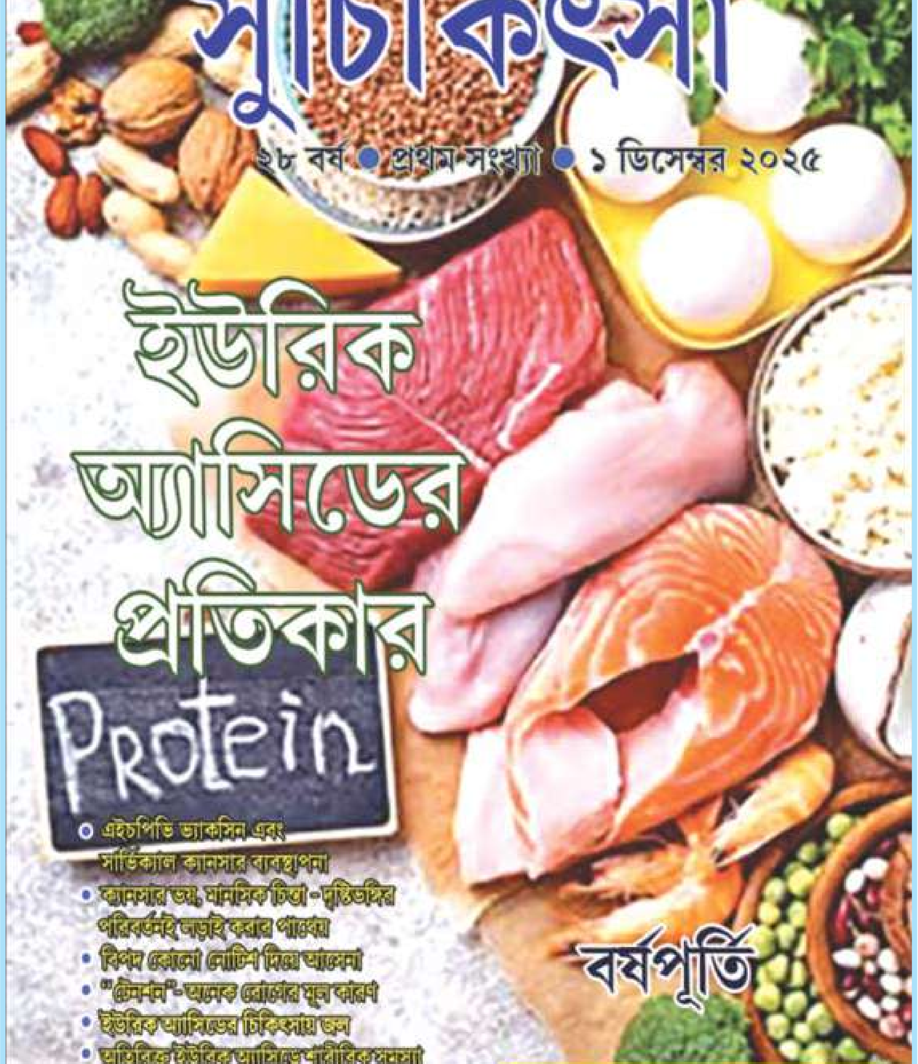

টেস্ট সিরিজে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এক দিনের সিরিজকে সামনে রেখে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইলো না ভারতীয় দল ব্যবস্থাপনা

সংবাদসংস্থা, ৩০ নভেম্বর ঃ টেস্ট সিরিজে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এক দিনের সিরিজকে সামনে রেখে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইলো না ভারতীয় দল ব্যবস্থাপনা। অধিনায়ক লোকেশ রাহুল, কোচিং নেতৃত্বে থাকা গৌতম গম্ভীর ও সিনিয়র সাপোর্ট স্টাফ মিলেই তৈরি করেছেন এক অভিজ্ঞ, স্থিতিশীল এবং পরীক্ষিত প্রথম একাদশ। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রাহুল- সবাইকে রেখেই ভারত নামছে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে, যাতে নতুন করে কোনও অনিশ্চয়তার সুযোগ না থাকে। প্রায় দু'বছর পর ওয়ান ডে দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। দক্ষিণ আফ্রিকা ' বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁর ধারাবাহিক ব্যাটিং, টেকনিক্যাল দৃঢ়তা এবং দীর্ঘ ইনিংস গড়ার ক্ষমতা আবার আলোচনায় ফেরায় এই চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ককে। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। শুধু স্কোয়াডেই নয়-মহেন্দ্র সিংহ ধোনির শহর রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তাঁকে প্রথম একাদশেও রাখা হয়েছে। ওয়ান ডে দলে রুতুরাজের ফেরাটা শুধু একজন ব্যাটসম্যানের প্রত্যাবর্তন নয়, বরং টপ অর্ডারের গভীরতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুভমান গিলকে বিশ্রাম দেওয়ার ফলে চার নম্বর স্থানে রুতুরাজের উপস্থিতি টিম ম্যানেজমেন্টকে আনছে বাড়তি স্থিরতা।প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি

ঋষভ পন্থের। যদিও পন্থকে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে, কিন্তু ম্যাচের একাদশে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন অধিনায়ক রাহুল নিজেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাহুলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে দক্ষতা বারবার দলের কাজে লেগেছে। একইসঙ্গে ব্যাটিং অর্ডারেও তিনি পাঁচ নম্বরে স্থিরতা আনবেন। পন্থের না থাকা নিয়ে আলোচনা থাকলেও, ভারতীয় শিবিরের মতে এটি ' সিদ্ধান্ত''। দল বিশেষ কোনও পরিবর্তনের পথে যাচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা করছে। পরিস্থিতি, পিচ এবং প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ করে দল সাজানো হয়েছে ভারসাম্য বজায় রেখে। তিন জন জোরে বোলার-আরশদীপ সিংহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং হর্ষিত রানা-রয়েছেন প্রথম একাদশে। হর্ষিত রানা সাম্প্রতিক আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের ফলে ওয়ান ডে দলে জায়গা করে নিয়েছেন, যা পেস আক্রমণে নতুন মাত্রা দিতে পারে। স্পিন বিভাগে রয়েছেন কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাডেজা এবং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। কুলদীপের ভেরিয়েশন, জাডেজার নির্ভুল লাইন-লেংথ এবং ওয়াশিংটনের ব্যাটিং-বোলিং সক্ষমতা-এই তিনে মিলিয়ে ভারতের স্পিন আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিশালী। দ্বিতীয় অলরাউন্ডার হিসেবে জাডেজার উপস্থিতি ব্যাটিং অর্ডারেও বাড়তি গভীরতা এনে দেয়, বিশেষত লোয়ার মিডল অর্ডারে তাঁর দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা দলের জন্য বড় সম্পদ। ওপেনিংয়ে আবারও দেখা যায় যশস্বী জয়সওয়াল ও রোহিত শর্মার জুটি। আক্রমণাত্মক জয়সওয়ালই শুরুতেই দলের রান রেট বাড়ানোর লক্ষ্য রাখবেন, আর রোহিত থাকবেন অভিজ্ঞতার স্তম্ভ হিসেবে। তিন নম্বরে নামবেন কোহলি, যিনি এখনও ভারতের ওয়ান ডে ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। টেস্ট ব্যর্থতার পর তিনিও চাইবেন ওয়ান ডেতে দ্রুত ছন্দে ফিরতে।চার নম্বরে খেলবেন রুতুরাজ, আর রাহুল নামবেন পাঁচে। ব্যাটিং অর্ডারের এই বিন্যাস ভারতকে স্থিরতা, অভিজ্ঞতা এবং তরুণ উদ্যমের এক সুন্দর সমন্বয় দিয়ে মাঠে নামতে সাহায্য করছে। টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর ওয়ান ডে ম্যাচ মানেই নতুন শুরু। ভারতীয় শিবির নিশ্চিতভাবেই চাইছে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে, আর তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তারকারা-সমৃদ্ধ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া একাদশ নামিয়েছে। এই প্রথম একাদশে অভিজ্ঞতা, প্রতিভা ও ফর্ম-সব কিছুরই মিশ্রণ রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী ক'টা সপ্তাহ তাই আবারও রাঙা হয়ে উঠতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com